Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/9/2026 8:34 AM Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে
সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২৬ মাঘ ।। ১৪৩২।। সোমবার ।। ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৩৯৫ সংখ্যা।। ১৭ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

Center of Excellence in Education & Culture

TARGET POINT STUDY CIRCLE

A Group of Target Point (R) School Recognized By : WBBSE, Index No - R1-283

(10+2) STANDARD (ARTS & SCIENCE)

A BENGALI MEDIUM HIGHER SECONDARY SCHOOL
FOLLOWED BY W.B.C.H.S.E. CURRICULUM
ARTS and SCIENCE (XI & XII) STREAM
WITH SPECIAL COACHING FOR MEDICAL (NEET)
AND ENGINEERING (WBJEE)

MAGNIFICENT PERFORMANCES OF OUR STUDENTS IN H.S. - 2025

Admission Test
for class -XI (Science)
18th February, 2026
(Wednesday) at 12:00 pm

Offline & Online Form
Fill-up will Start From
10th December, 2025
login for
Online Form Fill-up:
www.targetpointrschool.org

NEET - UG & JEE 2025 Rankers

SEPARATE CAMPUS FOR BOYS AND GIRLS

BOYS' CAMPUS
SAHABAJPUR (CHHARKATOLA)
P.S.- KALIACHAK, DIST - MALDA
CONTACT NO - 8637060130/ 8101609680

GIRLS' CAMPUS
SAHABAJPUR (MASTER PARA)
P.S.- KALIACHAK, DIST - MALDA
CONTACT NO - 9734098601 / 9749271733

REGISTERED OFFICE :-
P.O : HARUCHAK (VIA- SAHABAJPUR),
P.S : KALIACHAK, DIST- MALDA,
WEST BENGAL - 732201

CONTACT NO- 9733080221 (H.M)
9734098601 / 9733093507 / 7872600103
9153199249 / 9775934411 / 8927011677
WEBSITE: www.targetpointrschool.org
Email ID : tprs2003@gmail.com

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২৬ মাঘ ।। ১৪৩২।। সোমবার ।। ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৩৯৫ সংখ্যা।। ১৭ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২৬ মাঘ ।। ১৪৩২।। সোমবার ।। ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৩৯৫ সংখ্যা।। ১৭ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে

ইউনিক পয়েণ্ট স্কুল (উঃ মাঃ)

স্থাপিত-২০১৩ একটি আদর্শ বেসরকারী আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত)

২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেনীতে (বিজ্ঞান বিভাগে) ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

ফর্ম দেওয়া শুরু ৩০শে জানুয়ারী ২০২৬ তারিখ থেকে

ফর্ম জমা দেওয়া ও অ্যাডমিট সংগ্রহ করার শেষ তারিখ -১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রথম প্রবেশিকা পরিক্ষা

১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০২৬ বুধবার, সময় - দুপুর ১২ টায়

ইউনিক পয়েন্ট স্কুল ক্যাম্পাস –উত্তর দারিয়াপুর।

ফল প্রাকাশ (Result)

২৩ এ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ সোমবার ,বেলা ১২টা

সফল ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নেওয়া হবে ২৩ এ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ থেকে

যাতায়াতের জন্য গাড়ির সু-ব্যাবস্থা আছে

বালক ও বালিকাদের জন্য আলাদা হোস্টেলের ব্যাবস্থা আছে

এক নজরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল

2020:- Abdul Hakim Ansari – 644 (92%)	2021:- Faten Nehal – 691 (99%)	2022:- Neha Parvin – 666 (95%)	2023:- Sahil Akhtar – 612 (88%)	2024:- Noor Alam – 630 (90%)	2025:- Nadiya Parveen – 657 (94%)
2019:- Saheba Khatun – 455 (91%)	2020:- Mahabuba Khatun – 475 (95%)	2022:- Sarifa Firdous – 483 (97%)	2023:- Md. Nayem Akhtar – 425 (85%)	2024:- Abul Kalam Azad – 435 (87%)	2025:- Sahil Akhtar – 448 (90%)
Md. Nisbaul Ansari M.B.B.S. (2022) North Bengal Medical College & Hospital			Md. Abdul Hakim Ansari M.B.B.S. (2024) Burdwan Medical College & Hospital		

-: প্রধান শিক্ষক :-

মহঃ রাফিকুল ইসলাম

9734637998 (H.M) / 9735967889 / 9614147014

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com | ২৬ মাঘ ।। ১৪৩২।। সোমবার ।। ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৩৯৫ সংখ্যা।। ১৭ পাতা | বুলেটিন সংখ্যা

বিভ্রাট রুখতে মাঠে এবার ৮৫০৫ অফিসার

সুপ্রিম শুনানির আগেই ঘর গোছালো নবান্ন

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটার তালিকা সংশোধনের মেগা লড়াইতে এবার নয়া মোড়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পিছু হটে নয়, বরং কোমর বেঁধে নামল নবান্ন। সোমবার শীর্ষ আদালতে গুরুত্বপূর্ণ শুনানির ঠিক ৪৮ ঘণ্টা আগে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়ে রাজ্য জানিয়ে দিল, বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) কাজে তারা মোট ৮,৫০৫ জন গ্রুপ-বি আধিকারিক দিতে সক্ষম। কমিশনের আনা 'অসহযোগিতা'র অভিযোগ কার্যত নস্যাৎ করে দিয়ে নবান্ন স্পষ্ট করল, প্রয়োজনে বাংলার ভূমিপুত্র অফিসারদের দিয়েই সম্পন্ন হবে সংশোধনের কাজ। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে ফের সওয়াল করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং বলে জল্পনা চলছে সর্বত্র।তার আগেই এই সংখ্যাতত্ত্ব পেশ করে রাজ্য সরকার নিজেদের অবস্থান মজবুত করল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।গত বুধবার সুপ্রিম কোর্টের এজলাসে এক নজিরবিহীন বাদানুবাদ দেখেছিল দেশ। রাজ্যের হয়ে নিজে সওয়াল করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে কমিশনের আইনজীবী পাল্টা দাবি তোলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পর্যাপ্ত আধিকারিক দিচ্ছে না বলেই ভিন রাজ্য থেকে অফিসার ভাড়া করতে হচ্ছে। এর পরেই প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি বিপুল মনুভাই পাঞ্চোলির বেঞ্চ নবান্নকে নির্দেশ দিয়েছিল দ্রুত আধিকারিকদের তালিকা জমা দিতে। সেই নির্দেশ পালন করেই শনিবার পিটিআই মারফত জানা গেল, নবান্ন ৮,৫০৫ জনের বিশাল বাহিনী প্রস্তুত রেখেছে। কমিশনের সেই পুরনো অভিযোগ যে রাজ্য মাত্র ৮০ জন 'গ্রেড-২' অফিসার দিয়েছে, তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে

এই নতুন তালিকা জমা পড়ল। ঘটনার সূত্রপাত ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের হয়রানি নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ ছিল, নামের বানানের ছোটখাটো ভুল বা পদবি পরিবর্তনের মতো তুচ্ছ কারণে হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে শুনানিতে ডেকে হেনস্থা করা হচ্ছে। তিনি সরব হয়েছিলেন ভাষাগত সমস্যা নিয়েও। তাঁর যুক্তি ছিল, ভিন রাজ্যের আধিকারিকরা বাংলা না বোঝায় বানান বিভ্রাট বাড়ছে। আদালতও এই যুক্তিতে সিলমোহর দিয়ে জানিয়েছিল, ক্ষুব্বানানের ছোটখাটো ভুলের জন্য কারও নাম যাতে তালিকা থেকে বাদ না-যায়, তা কমিশনকে নিশ্চিত করতে হবে।ক্ষু আর এই জট কাটাতে আদালত নবান্নকে এমন আধিকারিকদের তালিকা দিতে বলেছিল যারা বাংলা ভাষায় সাবলীল।শনিবারের এই চিঠি আসলে সোমবারের শুনানির আগে নবান্নের মোক্ষম হাতিয়ার। এর আগে কমিশন আদালতে নালিশ করেছিল যে, রাজ্য সরকার এসআইআরের কাজে কেবল অঙ্গনওয়ারি কর্মী বা নিচুতলার কর্মীদের পাঠাচ্ছে। কিন্তু এবার ৮,৫০৫ জন গ্রুপ-বি পদমর্যাদার আধিকারিকের নাম সামনে এনে নবান্ন বুঝিয়ে দিল, পেশাদারিত্বে খামতি রাখতে নারাজ তারা। এর ফলে ভিন রাজ্য থেকে অফিসার আনার কমিশনের যুক্তি ধোপে টিকবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অন্যদিকে, আদালতও কমিশনের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিয়ে রেখেছে। শুনানির নোটিস পাঠানোর ক্ষেত্রে আধিকারিকদের আরও বেশি ক্ষুসংবেদনশীলক্ষু হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। গত ২৬ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই এসআইআর প্রক্রিয়া এখন অন্তিম লগ্নে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শুনানি শেষ করে ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের কথা ছিল। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ভিন্ন। রাজ্যের বহু জায়গায় এখনও শুনানি প্রক্রিয়া শেষ হয়নি। কমিশনের অন্দরের খবর, নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করা কার্যত অসম্ভব। তাই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিনক্ষণ পিছিয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সোমবার সুপ্রিম কোর্ট এই সময়সীমা নিয়ে কী নির্দেশ দেয়, এখন সেটাই দেখার।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গতবার অভিযোগ করেছিলেন যে, ক্ষুনামের বানানের ভুলের জন্য কিংবা পদবি পরিবর্তনের জন্য অনেক ভোটারকে এসআইআরের শুনানিতে ডাকা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের হেনস্থা হচ্ছে।ক্ষু এই বক্তব্যকে গুরুত্ব দিয়ে আদালত জানিয়েছিল যে, এসআইআরের কাজে বাংলায় সাবলীল আধিকারিকদের নিয়োগ করলেই এই বিভ্রান্তি মিটবে। নবান্নের পাঠানো এই ৮,৫০৫ জনের বাহিনী মূলত সেই ভাষাগত ও প্রশাসনিক শূন্যস্থান পূরণ করতেই তৈরি। সোমবারের শুনানিতে শুধু যে আধিকারিকদের সংখ্যা নিয়ে আলোচনা হবে তা নয়, বরং ভোটারদের অধিকার এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিয়েও কড়া প্রশ্নের মুখে পড়তে হতে পারে কমিশনকে। রাজ্য এবং মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে ইতিমধ্যে নোটিস জারি করেছে আদালত। সোমবারের মধ্যে তাঁদের লিখিত জবাব পেশ করার কথা। রাজ্য আগেভাগেই তথ্য দিয়ে রাখায় কমিশনের আইনজীবীদের কাছে পাল্টা যুক্তি সাজানো কঠিন হতে পারে বলে ধারণা আইনজীবীদের একাংশের। সব মিলিয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারির ক্যালেন্ডারে বড়সড় রদবদল আসতে চলেছে। আপাতত সোমবারের সুপ্রিম শুনানিই ঠিক করে দেবে বাংলার ভোটার তালিকার ভবিষ্যৎ কোন পথে। নবান্ন তাদের গুটি সাজিয়ে ফেলেছে, এবার বল দিল্লির কোর্টে। কমিশনারের পাঠানো সময়ের আবেদন মঞ্জুর হয় না কি নতুন কোনও কড়া দাওয়াই দেয় সুপ্রিম কোর্ট, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা রাজ্য।

মাক্রোঁ সফরে মোদী ম্যাজিক

লক্ষ্য ১১৪ রাফালের ব্লু প্রিন্ট

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ফের ফরাসি গর্জনের অপেক্ষায় ভারতের আকাশ। আকাশপথে ভারতের সামরিক শক্তি কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিতে ১১৪টি রাফাল মাল্টিরোল যুদ্ধবিমান কেনার তোড়জোড় শুরু করল কেন্দ্র। এই মেগা ডিল নিয়ে আগামী সপ্তাহেই বসতে পারে প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ কাউন্সিল বা ডিএসি-র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। চলতি মাসেই কৃত্রিম মেধা সংক্রান্ত এক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে আসছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোঁ। কূটনৈতিক মহলের ধারণা, ফরাসি রাষ্ট্রপ্রধানের পা রাখার আগেই এই বিশাল চুক্তিতে সবুজ সংকেত দিয়ে বড়সড় 'মোদী ম্যাজিক' দেখাতে চাইছে সাউথ ব্লক। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে খ বর, এই ১১৪টি রাফাল কেনার জন্য ভারতের খরচ হতে পারে প্রায় ৩.২৫ লক্ষ কোটি টাকা। বর্তমানে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহের নেতৃত্বাধীন এই কাউন্সিলই দেশের সামরিক বাহিনীর জন্য নতুন অস্ত্র বা যুদ্ধ সরঞ্জাম কেনার চূড়ান্ত ছাড়পত্র দেয়। মাক্রোঁ ভারতে আসার ঠিক মুখে এই বৈঠক ডাকায় রাফাল নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে। ভারতের আকাশসীমা সুরক্ষিত রাখতে বায়ুসেনার জন্য এই যুদ্ধবিমানগুলি অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছেন সমর বিশেষজ্ঞরা। এই প্রকল্পের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো এর

উৎপাদন প্রক্রিয়া। প্রস্তাবিত ১১৪টি বিমানের মধ্যে মাত্র ১৮টি ফ্রান্স থেকে তৈরি অবস্থায় বা 'ফ্লাইং কন্ডিশনে' আনা হবে। বাকি ৯৬টি বিমান তৈরি হবে ভারতেই, যেখানে বিদেশি প্রযুক্তির সঙ্গে দেশীয় প্রযুক্তির মেলবন্ধন ঘটানো হবে। এই বিমানগুলির মধ্যে ৮৮টি হবে এক আসনের এবং ২৬টি হবে দুই আসনের। এর আগে ২০২০ সালে ফ্রান্স থেকে আসা ৩৬টি রাফালের কার্যকারিতা দেখে বায়ুসেনার বিশেষজ্ঞরা অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। এর পরেই গত বছর প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন 'নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রিগোষ্ঠী' বা সিসিএস আরও রাফাল কেনার বিষয়ে প্রাথমিক সম্মতি দিয়েছিল। সেই পরিকল্পনাই এবার চূড়ান্ত রূপ পেতে চলেছে। সীমান্তে বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বায়ুসেনার স্কোয়াড্রন সংখ্যা বাড়ানো এখন দিল্লির অগ্রাধিকার। ৩৬টি রাফাল ইতিমধ্যেই ভারতের প্রতিরক্ষা কবচ মজবুত করেছে। এবার ১১৪টি বিমানের এই ব্লু-প্রিন্ট বাস্তবায়িত হলে তা বায়ুসেনাকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে। রাজনাথ সিংহের নেতৃত্বাধীন আগামী সপ্তাহের বৈঠকে এই প্রস্তাবে শিলমোহর পড়লে তা হবে মোদী সরকারের অন্যতম বড় প্রতিরক্ষা জয়। মাক্রোঁ ও মোদীর করমর্দনের আগেই যদি এই ডিলের জট খুলে যায়, তবে তা ভারত-ফ্রান্স কৌশলগত সম্পর্ককে এক নতুন মাইলফলকে পৌঁছে দেবে। এখন দেখার, মাক্রোঁ আসার আগেই সাউথ ব্লক এই মেগা ফাইলের চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় কি না।

মালয়ের মাটিতে নেতাজি-স্মরণ

আইএনএ বীরকে কুর্নিশ মোদীর

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে ফের একবার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শিকড় ছুঁলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মালয়েশিয়া সফরের শেষ দিনে তিনি দেখা করলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর একদা সহযোদ্ধা, আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রবীণ সৈনিক জয়রাজ রাজা রাওয়ের সঙ্গে। এই সাক্ষাৎকে অত্যন্ত 'অনুপ্রেরণাদায়ক' বলে বর্ণনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদী স্পষ্ট জানান, ভারতের ভাগ্য নির্ধারণে নেতাজি এবং আইএনএ যোদ্ধাদের অবদান ভোলার নয়। তাঁদের বীরত্বের কাছে দেশ চিরকাল ঋণী থাকবে। রবিবার কুয়ালালামপুরের মাটিতে যখন মোদী এবং জয়রাজ রাজা রাও মুখোমুখি হলেন, তখন তৈরি হয় এক আবেগঘন মুহূর্ত। বয়সের ভারে নুয়ে পড়লেও জয়রাজের চোখেমুখে ছিল সেই পুরনো তেজ। প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত মন দিয়ে শোনেন স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই রোমাঞ্চকর দিনগুলোর কথা। পরে সমাজমাধ্যমে সেই অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নেন মোদী। তিনি লেখেন, 'আইএনএ-র প্রবীণ সৈনিক শ্রী জয়রাজ রাজা রাও-এর সঙ্গে দেখা করতে পারা সৌভাগ্যের। তাঁর জীবন অসীম সাহস এবং ত্যাগের প্রতীক। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা শুনে আমি অনুপ্রাণিত হলাম।' ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের যোদ্ধারা যে পথ দেখিয়েছিলেন, বর্তমান ভারত সেই পথেই এগিয়ে যাচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রী ইঙ্গিত দেন। মোদীর এই সফর শুধু কূটনৈতিক নয়, ছিল ঐতিহাসিকভাবেও তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৪৩ সালে এই কুয়ালালামপুরের সেলাঙ্গর পাডাং থেকেই নেতাজির এক হুঙ্কার ভারতের তরুণ প্রজন্মকে ঘর ছাড়তে বাধ্য করেছিল। সেই ইতিহাসকে সম্মান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর সকল যোদ্ধাদের কাছে আমরা চির ঋণী। তাঁদের বীরত্ব এবং আত্মত্যাগ ভারত ভাগ্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।' দু'দিনের এই সফরে মোদীর নজরে ছিল বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা এবং সেমিকন্ডাক্টরের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে তাঁর আলোচনা ভবিষ্যতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। তবে মালয়েশিয়ার মাটিতে দাঁড়িয়েও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দিতে ভোলেননি মোদী। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আমাদের বার্তা খুব স্পষ্ট। কোনও দ্বিচারিতা নয়। কোনও আপস নয়।দ মালয়েশিয়ায় বসবাসকারী ২৯ লক্ষ ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের কথাও মোদীর বক্তৃতায় উঠে আসে। তিনি বলেন, সভ্যতা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যই দুই দেশের বন্ধুত্বের আসল চাবিকাঠি।

মোদী-শাহের টেবিলে নিচুতলার রিপোর্ট

প্রার্থী বাছতে জোর পদ্মের 'গোপন ব্যালট'

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ প্রার্থী নির্বাচনে আর শুধু পেশাদার সমীক্ষায় ভরসা রাখছে না গেরুয়া শিবির। বরং দলের নিচুতলার কর্মীদের মনের কথা জানতে এবার নজিরবিহীন 'গোপন' পথে হাঁটল বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের টিকিট বিলির আগে সংগঠনের অন্দরে কার্যত পরীক্ষা নিচ্ছেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব। রুদ্ধদ্বার কক্ষে ফোন জমা রেখে গোপন ফর্মে নিচুতলার মেজাজ বুঝে নেওয়ার এই অভিনব প্রক্রিয়া ঘিরে এখন রাজ্য রাজনীতিতে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। এই গোপন মতামতের নির্যাস সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছে মোদী-শাহের টেবিলে। আগে মূলত সাধারণ মানুষের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়েই প্রার্থী ঠিক করার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু এবার অনেক বেশি সতর্ক পদ্ম শিবির। পেশাদার সংস্থা যে তালিকা দিচ্ছে, তাকেই এখন দলের সাংগঠনিক কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়া হচ্ছে। এই গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে জেলায় জেলায় ঘুরছেন রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন অন্য রাজ্য থেকে আসা ১২ জন অভিজ্ঞ সংগঠক। প্রতিটি সাংগঠনিক জেলায় গিয়ে তাঁরা অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে এই মতামত সংগ্রহের কাজ সারছেন। এই অভিনব পদ্ধতি পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি আগে কখনও দেখেনি।প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত কঠোর ও নিশ্ছিদ্র। প্রতিটি মণ্ডল সভাপতি, প্রাক্তন সভাপতি এবং জেলা স্তরের পদাধিকারীদের নির্দিষ্ট স্থানে ডাকা হচ্ছে। বৈঠকের শুরুতেই প্রত্যেকের মোবাইল ফোন সুইচড অফ করিয়ে জমা নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এরপর তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া দেওয়া হচ্ছে একটি ছাপানো ফর্ম। সেই ফর্মের উপরে লেখা থাকছে 'ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ'। তার নিচেই থাকছে 'আপনার পছন্দের প্রার্থীর নাম' লেখা তিনটি আয়তাকার খে াপ। সেখানে কর্মীদের নিজেদের বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পছন্দের নাম লিখে দিতে হচ্ছে। তবে কড়া শর্ত একটাই, 'ফর্মে পছন্দের প্রার্থী হিসাবে কেউ নিজের নাম লিখতে পারবেন না।' এই পুরো বিষয়টিই ঘটছে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে। একটি বিধানসভা কেন্দ্রের কর্মীদের যখন ফর্ম দেওয়া হচ্ছে, তখন সেই কক্ষের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ থাকছে।

আমন্ত্রিত ছাড়া কারও প্রবেশের অনুমতি নেই। ফর্মটি যে ভাঁজে দেওয়া হচ্ছে, ঠিক সেই ভাবেই নাম লিখে ফেরত দিতে হচ্ছে কর্মীদের। একজনের ফর্ম যাতে অন্যজন দেখতে না পারেন, তার জন্য কড়া নজরদারি থাকছে। কাজ শেষে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সেই ফর্মগুলি সংগ্রহ করে নিচ্ছেন নেতৃত্ব। অনেক পদাধিকারীই দাবি করেছেন, বৈঠকের আগে পর্যন্ত তাঁরা ঘুণাক্ষরেও এই 'গোপন ব্যালট' প্রক্রিয়ার কথা জানতে পারেননি। বিজেপি সূত্রের খবর, এবার প্রার্থী বাছাইয়ের একমাত্র মাপকাঠি হতে চলেছে 'জনপ্রিয়তা'। বিগত নির্বাচনে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোথাও নেতার পছন্দ, কোথাও খ্যাতনামী আবার কোথাও সংগঠনের চাহিদাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। দলের একাংশের মতে, সেই জগাখিচুড়ি সিদ্ধান্তের ফলেই অনেক জায়গায় বিপর্যয় ঘটেছিল। এবার আর সেই পথে হাঁটতে চাইছে না দিল্লি। সমীক্ষায় উঠে আসা নামের সঙ্গে সংগঠনের দেওয়া নামের সামঞ্জস্য খুঁজতেই এই গোপন ফর্মের কৌশল। জনপ্রিয়তাকেই করা হয়েছে একমাত্র বৈতরণী পার হওয়ার অস্ত্র। সংগঠনের অন্দরমহলের খবর বলছে, যদি দেখা যায় সাধারণ সমীক্ষায় আসা প্রথম পছন্দের নামটির সঙ্গে স্থানীয় সংগঠনের দূরত্ব রয়েছে, তবে সংগঠনের পছন্দের তালিকার দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যক্তিকেও গুরুত্ব দেওয়া হতে পারে। অর্থাৎ, নিচুতলার কর্মীরা যাঁকে চাইছেন, গুরুত্ব দেওয়া হবে তাঁকেই। দলের পদাধিকারীদের পূর্ণ নাম এবং স্বাক্ষর সম্বলিত এই ফর্মগুলি সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছে শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে। কোনো নির্দিষ্ট মাপকাঠি ছাড়া আগের বার যে ভুল হয়েছিল, এবার তার পুনরাবৃত্তি চায় না কেন্দ্রীয় বিজেপি। বিজেপি নেতারা কেউই এই সাংগঠনিক প্রক্রিয়া নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে রাজি নন। তবে সংগঠনের নিচুতলায় এই তৎপরতা দেখে কর্মীরা মনে করছেন, এবার টিকিট বণ্টনে বড়সড় চমক আসতে পারে।

দল দেখেছে, শুধুমাত্র জনপ্রিয় মুখ হলেই নির্বাচনে জেতা যায় না, তার জন্য দরকার শক্তিশালী সাংগঠনিক সমর্থন। তাই দুইয়ের ভারসাম্য রক্ষা করতেই এই 'গোপন অভিযান'। শেষ পর্যন্ত প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করবে কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোর্ড। তবে তার আগে মোদী-শাহের টেবিলে জমা পড়বে এই হাজার হাজার গোপন ফর্মের নির্যাস।

শুভেন্দুর নিশানায় 'বালি-সিন্ডিকেট'

বীরভূমে বিঁধলেন কাজল,অনুব্রতকে

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ নদীর বুকে গজিয়ে ওঠা বিতর্কিত নির্মাণ দেখে মেজাজ হারালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বীরভূমের তিলপাড়া সেতু সংলগ্ন এলাকায় কনভয় থামিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে সরব হলেন তিনি। ময়ূরাক্ষীর চরে বালি ও মাটির ওপর দিয়ে ভারি যান চলাচলের ব্যবস্থা দেখে শুভেন্দুর সরাসরি তোপ, 'লুট কাকে বলে দেখুন। তিলপাড়া ব্রিজটাকে নিজেরাই ভেঙেছে। তারপর প্রাকৃতিক নদীর মাঝখানে কী করেছে দেখুন।' রবিবার বীরভূমের ঠাসা কর্মসূচি শেষে সিউড়ি ফেরার পথে এভাবেই শাসকদলকে কড়া ভাষায় বিঁধলেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। ময়ূরাক্ষী নদীর ওপর তিলপাড়া জলাধার ও সেতুটি গত বর্ষার বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফাটল দেখা দেয় ডিভাইডারে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বড় গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ হলেও অভিযোগ ওঠে, বীরভূম জেলা ট্রাক মালিক সমিতি কোনো টেন্ডার বা সরকারি অনুমতি ছাড়াই নদীতে কংক্রিটের ব্লক বসিয়ে সমান্তরাল পথ তৈরির চেষ্টা করে। সেই খবর প্রকাশ্যে আসতেই কাজ থমকে যায়। বর্তমানে সেখানে বালি-মাটি ফেলে যাতায়াত চলছে। শুভেন্দু এদিন নদী গর্ভে সেই বিতর্কিত পরিকাঠামো দেখিয়ে বলেন, 'বীরভূম জেলায় কোটি কোটি টাকা লুট হচ্ছে। এদের মাথায় সরকারের হাত আছে, মুখ্যমন্ত্রীর হাত আছে। তাদের সাপোর্ট ছাড়া নদীর মাঝে এইভাবে ব্রিজ হতে পারে না। বিজেপি এলে মে মাসে সব বন্ধ করে দেব। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনালের অর্ডার আছে, তা মানে না।' এর আগে রামপুরহাটের গণপুর থেকে জনসভা করেন বিরোধী দলনেতা। সেখান থেকেই তিনি জেলার শাসক নেতাদের একহাত নেন। অনুব্রত মণ্ডল থেকে কাজল শেখ;সকলকেই 'বালি চোর' তকমা দেন তিনি। এরপর বাদ যাননি সাংসদ সামিরুল ইসলাম বা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ও। শুভেন্দুর আক্রমণাত্মক মেজাজে উঠে আসে নিয়োগ দুর্নীতির প্রসঙ্গও।

পশ্চিমবঙ্গ' সংকল্প যাত্রায় নামল বিজেপি

নয়া জামানা ডেস্ক রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) কাজ শেষ করা নিয়ে তীব্র অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী গত শনিবার শুনানির মেয়াদ শেষ হলেও এখনও কয়েক লক্ষ ভোটারের কাজ বাকি। এই পরিস্থিতিতে সময়সীমা বাড়ানোর আর্জি জানিয়ে দিল্লির নির্বাচন সদনে চিঠি পাঠিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজকুমার আগরওয়াল। তবে রবিবার রাত পর্যন্ত কমিশনের তরফে কোনও সবুজ সংকেত মেলেনি। ফলে নির্ধারিত ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়া নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। সূত্রের খবর, রাজ্যে এখনও ১০ থেকে ১৫ লক্ষ ভোটারের শুনানি বাকি রয়ে গিয়েছে। মূলত উত্তর কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মালদহ এবং কার্শিয়াং জেলার নির্বাচনী আধিকারিকরা বাড়তি সময়ের দাবি জানিয়েছেন। এই জেলাগুলিতে বিপুল সংখ্যক ভোটারের তথ্যগত অসঙ্গতি ও 'আনম্যাপড' ভোটারের সমস্যার সমাধান এখনও অধরা। সিইও দফতর সূত্রে জানা গেছে, 'আর ১০-১৫ লক্ষ শুনানি বাকি রয়েছে।' এই বিশাল কাজ শেষ করতে অতিরিক্ত পাঁচ থেকে সাত দিন সময় চেয়েছে রাজ্য। কমিশন সরকারিভাবে সময় বাড়ানোর কথা ঘোষণা না করলেও মৌখিকভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে খবর। যদিও মালদহ বা দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো জেলাগুলোতে রবিবার কাজের গতি ছিল অত্যন্ত মন্থর।

৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

প্রলোভনের মুখোশে শিকার

আইসক্রিম খেতে খেতে এক টুকরো নিরীহ আলাপ। পাশে আদুরে পোষ্য কুকুর, হাসিমুখে কথা বলা এক 'বন্ধুসুলভ' নারী। ঠিক এমনভাবেই শুরু হত বিশ্বাসের বীজ বোনা। তারপর ধীরে ধীরে সেই বিশ্বাসই পরিণত হত ফাঁদে। বিশ্বের অন্যতম কুখ্যাত যৌন শোষণচক্রের নেপথ্য কারিগর জেফ্রি এপস্টিন ও ঘিসলেইন ম্যাক্সওয়েলের কৌশল ছিল এতটাই মসৃণ, এতটাই 'স্বাভাবিক', যে শিকাররা অনেক সময় বুঝতেই পারত না তারা ইতিমধ্যেই এক অন্ধকার গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়েছে।মিশিগানের একটি আর্টস ক্যাম্পে ১৪ বছরের এক কিশোরীর সঙ্গে পরিচয় থেকে শুরু হওয়া গল্পটা আসলে শত শত মেয়ের অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি। স্কলারশিপের প্রতিশ্রুতি, ভবিষ্যতের স্বপ্ন, এলিট যোগাযোগ-এই সবই ছিল টোপ।পরিবারের আস্থা জিতে নেওয়া, মেয়ের 'প্রতিভা'র প্রশংসা, আর্থিক সহায়তার হাত বাড়ানো- সবকিছু মিলিয়ে তৈরি হত নির্ভরতার এক কৃত্রিম সম্পর্ক। তারপর নগদ টাকার বিনিময়ে 'মাসাজ'-এর নাম করে শুরু হত শোষণ যা দ্রুত রূপ নিত যৌন নির্যাতনে। মার্কিন বিচার দফতরের নথি বলছে, এই অপরাধ ছিল বিচ্ছিন্ন নয়,ছিল সুসংগঠিত। ফ্লোরিডায় দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের টাকার লোভ, নিউ ইয়র্কে উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণীদের জন্য স্কলারশিপ ও পার্টির আমন্ত্রণ, পূর্ব ইউরোপে মডেলিংয়ের স্বপ্ন, জায়গাভেদে বদলাত কৌশল, কিন্তু উদ্দেশ্য একটাই। ম্যাক্সওয়েল ছিলেন এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে। বন্ধুত্ব, উপহার, সিনেমা, শপিং-এসব 'যত্ন'-এর আড়ালেই চলত গ্রুমিং। একজন শিকারকে দিয়ে আরেকজনকে আনানোর পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছিল এক স্বয়ংক্রিয় শোষণচক্র।পাম বিচ থেকে নিউ ইয়র্ক, ব্যক্তিগত দ্বীপ থেকে ইউরোপ-বিলাসবহুল ভ্রমণ, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, পড়াশোনার খরচ-সবকিছু দিয়ে মেয়েদের এমনভাবে নির্ভরশীল করে তোলা হত যাতে পালানোর পথ ক্রমশ বন্ধ হয়ে যায়। ক্ষমতা, অর্থ আর প্রভাবের জোরে বছরের পর বছর এই অপরাধচক্র টিকে ছিল।এপস্টিনের মৃত্যু ও ম্যাক্সওয়েলের কারাদণ্ড আইনি পরিসমাপ্তি আনলেও প্রশ্ন রয়ে যায়-সমাজ কি সত্যিই এই ধরনের 'প্রলোভনের ফাঁদ' চিনতে শিখেছে ? কারণ শোষণের মুখ সবসময় ভয়ংকর হয় না,অনেক সময় তা আসে হাসিমুখে, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। আর সেই কারণেই এই কাহিনি শুধু এক অপরাধীর নয়,আমাদের সামাজিক সতর্কতারও আয়না।

জীবনী

লীলা মজুমদার

লীলা মজুমদার বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, যাঁর কলমের ছোঁয়ায় শৈশব হয়েছে আনন্দময় আর কৈশোর হয়েছে রোমাঞ্চকর।১৯০৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী কলকাতার বিখ্যাত রায় পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবা প্রমদারঞ্জন রায় ছিলেন প্রখ্যাত শিকারি ও লেখক আর মা সুরম্যদেবী। পারিবারিক সূত্রেই সাহিত্যের আবহে বড় হওয়া লীলা মজুমদারের বড়দা ছিলেন দিকপাল শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায় এবং ভাইপো ছিলেন বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়। এই সৃজনশীল পরিবেশে বেড়ে ওঠাই তাঁর লেখকসত্তাকে অনন্য রূপ দিয়েছিল।তাঁর পড়াশোনার শুরু শিলংয়ের লরেটো কনভেন্টে, পরে কলকাতার সেন্ট জনস ডায়োসেসান স্কুল এবং সবশেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে তিনি রেকর্ড নম্বর নিয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি আশুতোষ কলেজ এবং পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করেছেন। কিন্তু শিক্ষকতার গণ্ডি ছাপিয়ে তাঁর পরিচয় হয়ে ওঠে একজন কালজয়ী কথাশিল্পী হিসেবে। তাঁর লেখনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল হাস্যরসের সাথে গভীর জীবনবোধের মিশ্রণ। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর গল্পগুলোতে থাকত অলৌকিকতা, সাধারণ মানুষের জীবনের অসাধারণ সব দিক এবং পাহাড়-জঙ্গলের মায়াবী বর্ণনা। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই 'বদ্যিনাথের বড়ি' পড়লেই বোঝা যায় ভাষার ওপর তাঁর দখল কতটা ছিল। লীলা মজুমদারের অমর সৃষ্টিগুলোর মধ্যে 'পদি পিসির বর্মি বাক্স' বাংলা শিশুসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। এছাড়া 'হলদে পাখির পালক', 'টং লিং', 'মাকু' এবং 'গুপি গায়েন বাঘা বায়েন'-এর মতো কাজগুলো আজও পাঠকদের মুগ্ধ করে। তাঁর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ 'আর কোনোখানে' বা 'খেড়োর খাতা' শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ডায়েরি নয় বরং সে সময়ের সামাজিক ও পারিবারিক ইতিহাসের দলিল। রান্না নিয়ে তাঁর বই 'রান্নার বই' বাঙালির হেঁশেলের এক অপরিহার্য নির্দেশিকা হিসেবে স্বীকৃত।

১৯৩৬ সালে তিনি সত্যজিৎ রায়ের সাথে যুক্ত হয়ে কালজয়ী পত্রিকা 'সন্দেশ' সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনায় পত্রিকাটি এক নতুন প্রাণ ফিরে পেয়েছিল।সাহিত্যক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য তিনি পেয়েছেন অসংখ্য সম্মাননা। এর মধ্যে রবীন্দ্র পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার এবং বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার উল্লেখ যোগ্য। শুধু ছোটদের জন্যই নয় বড়দের মনস্তত্ত্ব এবং সমাজজীবন নিয়েও তাঁর কলম ছিল সাবলীল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি মননশীলতায় ছিলেন চিরযৌবনা।তাঁর গল্পে কোনো কৃত্রিম গুরুগম্ভীর ভাব ছিল না, বরং ছিল দিদিমা-ঠাকুমাদের গল্পের মতো এক মায়াবী ও ঘরোয়া টান।২০০৭ সালের ৫ এপ্রিল ৯৯ বছর বয়সে কলকাতার এই বিদুষী লেখিকা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাংলা সাহিত্য যতদিন থাকবে লীলা মজুমদার তাঁর সৃজনশীল মায়াবী জগতের মাধ্যমে প্রতিটি বাঙালি শিশুর মনে বেঁচে থাকবেন।

ভারতীয় সাংবাদিকতার সমগ্র ইতিহাস

কৃপাশঙ্কর চৌবে

অধ্যাপক, মহাত্মা গান্ধি আন্তর্জাতিক হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়ার্ধা,মহারাষ্ট্র

শেষ পর্ব

১৯১৮ সালে 'মালয়ালা মনোরমা' সপ্তাহে তিন দিন প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং ১৬ জানুয়ারি ১৯২৮ সাল থেকে এটি দৈনিকে পরিণত হয়। বর্তমানে 'মালয়ালা মনোরমা'-র মোট ১৬টি সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে;এর মধ্যে কেরল থেকে ১০টি এবং বাকি ৬টি সংস্করণ মুম্বই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, দিল্লি, বাহরাইন ও দুবাই থেকে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৮৪ থেকে ১৮৯৫ এবং ১৯০৬ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত 'ভারতী' সম্পাদনা করেন। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম মহিলা সম্পাদক। শ্রীধরজির মতে, ১৮৮৮ সালেই রতলাম থেকে 'সুগৃহিণী' প্রকাশিত হয়। হেমন্ত কুমারী দেবী ছিলেন এর সম্পাদক ও প্রকাশক। তাঁকেই হিন্দি ভাষার প্রথম মহিলা সম্পাদক হওয়ার গৌরব দেওয়া হয়।

১৮৯৩ সালে কংবলরায় চট্টোপাধ্যায় বাংলা মাসিক 'জন্মভূমি' প্রকাশ করেন। ১৮৯৫ সালে বাংলা সাপ্তাহিক 'বসুমতী' প্রকাশ শুরু হয় এবং ১৯১৪ সালে এটি দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। ১৮৯৭ সালে বৈকুণ্ঠনাথ দাস বাংলা মাসিক 'প্রদীপ' প্রকাশ করে সম্পাদক হিসেবে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়োগ করেন। বাংলার প্রায় সব শীর্ষ লেখকই এই পত্রিকায় লিখতেন। মাধব রাও সপ্রে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ছত্তীসগড়ের পেন্দ্রা থেকে হিন্দি মাসিক পত্রিকা 'ছত্তীসগড় মিত্র'-এর প্রকাশ ও সম্পাদনা শুরু করেন। শ্রীধর জির মতে, 'ছত্তীসগড় মিত্র'-এ সংবাদ তুলনামূলকভাবে কম এবং প্রবন্ধ ও সমালোচনা বেশি প্রকাশিত হতো (পৃষ্ঠা,৬৩৩)।

'সরস্বতী' পত্রিকার বিবরণ দিতে গিয়ে শ্রীধর জি অধ্যায়টির শিরোনাম দিয়েছেন; 'হিন্দির ভাষিক সংস্কার'। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান প্রেস থেকে মাসিক পত্রিকা 'সরস্বতী' প্রকাশিত হয়। মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী ১৯০৩ সালের জানুয়ারিতে 'সরস্বতী'-র সম্পাদক হন এবং ১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনি এর সম্পাদনা করেন। তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছিলেন মানক বানানের ব্যবহার নিশ্চিত করতে। ভাষার পরিশীলনই ছিল তাঁর প্রথম অগ্রাধিকার।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৯০১ সালে নিজ উদ্যোগে বাংলা মাসিক 'প্রবাসী' প্রকাশ করেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলি কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। ১৯০৬ সালে 'সন্ধ্যা' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ১৯০৬ সালেই অরবিন্দ ঘোষের ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যৌথভাবে বাংলা সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' প্রকাশ করেন। এটি অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীদের প্রিয় পত্রিকা ছিল এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালাত। ব্রিটিশ সরকার একাধিকবার এর ওপর জরিমানা আরোপ করে। ব্রিটিশবিরোধী লেখা প্রকাশের অভিযোগে ১৯০৭ সালে সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রেপ্তার হন। 'যুগান্তর'-এ বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও অরবিন্দ ঘোষ নিয়মিত লিখতেন। বারবার জামানত দিতে হওয়ায় পত্রিকাটি আর্থিকভাবে ভেঙে পড়ে এবং ১৯০৮ সালে এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

'সমগ্র ভারতীয় পত্রকারিতা' গ্রন্থে শ্রীধর জি ভারতীয় সাংবাদিকতায় ১৯০৭ সালের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ওই বছর শান্তিনারায়ণ ভাটনাগর এলাহাবাদ থেকে উর্দু সাপ্তাহিক 'স্বরাজ', কলকাতা থেকে জাস্টিস শারদাচরণ মিত্র 'দেবনাগর', মাধবরাও সপ্রে নাগপুর থেকে 'হিন্দি কেশরী', মদন মোহন মালব্য এলাহাবাদ থেকে 'অভ্যুদয়' এবং অম্বিকা প্রসাদ বাজপেয়ী কলকাতা থেকে 'নৃসিংহ' প্রকাশ করেন।

'আট সম্পাদক, ৯৪ বছরের সাজা' শীর্ষক অধ্যায়ে শ্রীধর জি লিখেছেন;

তবয়স মাত্র আড়াই বছর। মোট প্রকাশিত সংখ্যা ৭৫টি। মোট সম্পাদক ৮ জন। এদের মধ্যে ৬ জন সম্পাদককে মোট মিলিয়ে সাজা ও দেশান্তরের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল; ৯৪ বছর ৯ মাস। কোনো সংবাদপত্র কে অভিব্যক্তির স্বাধীনতার জন্য এত বড় মূল্য দিতে হয়েছে? কোনো সংবাদপত্রের সম্পাদকের পদ কি কখনও এমন কণ্টকাকীর্ণ মুকুটে পরিণত হয়েছে? বিশ্ব সাংবাদিকতার ইতিহাসে এমন দ্বিতীয় ঘটনা বিরলই নয়, প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এই সংগ্রামের সত্য কাহিনি ১৯০৭ সালে এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত উর্দু সাপ্তাহিক 'স্বরাজ্য'-এর আত্মকথা। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন শান্তি নারায়ণ ভাটনাগর। ভারতমাতা সোসাইটি এই পত্রিকার প্রকাশক ছিল। পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল আট এবং বার্ষিক মূল্য চার টাকা। 'স্বরাজ্য'-এর ধ্যেয়বাক্য ছিল; 'হিন্দুস্তানের আমরা, হিন্দুস্তান আমাদের'দ (পৃষ্ঠা,৬৯২)। শ্রীধর জি 'জু-উল-কর্ণীন'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে 'স্বরাজ'-এর সম্পাদক পদের জন্য এই ধরনের বিজ্ঞাপন ছাপা হতো;

তএক জো রুটি এবং এক কাপ জল; এটিই বেতন, যার ভিত্তিতে এলাহাবাদের 'স্বরাজ্'-এর জন্য একজন সম্পাদক প্রয়োজন। এটি সেই সংবাদপত্র যার দুই সম্পাদক বিদ্রোহাত্মক লেখার প্রতি ভালোবাসার কারণে গ্রেফতার হয়েছেন। এখন তৃতীয় সম্পাদক জোগাড় করার জন্য যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে, তাতে স্পষ্ট বলা

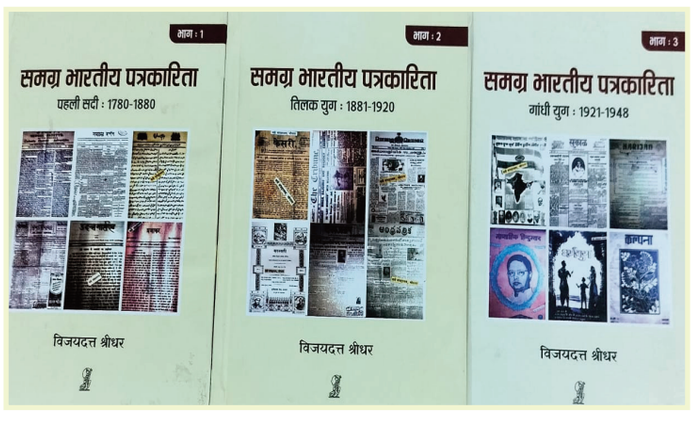

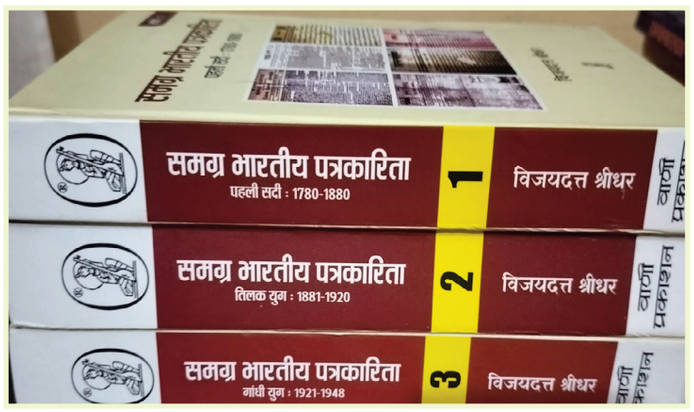

হয়েছে; এমন একজন সম্পাদক দরকার, যিনি আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে কারাগারে থেকেও এক জো রুটি ও এক কাপ জলকে অগ্রাধিকার দেবেনদ (পৃষ্ঠা,৬৯৩)।

ওড়িয়া সাংবাদিকতার উৎকর্ষ' শীর্ষক অধ্যায়ে শ্রীধরজি লিখেছেন; তঃ অক্টোবর ১৯১৯ তারিখে সাক্ষীগোপাল থেকে ওড়িয়া সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'সমাজ' প্রকাশ শুরু হয়। উৎকলমণি গোপবন্ধু দাস ছিলেন 'সমাজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ১৯১৯ সালেই মহাত্মা গান্ধি ইংরেজিতে 'ইয়ং ইন্ডিয়া' এবং গুজরাটিতে 'নবজীবন' প্রকাশ করেন। পরে 'নবজীবন' হিন্দিতেও প্রকাশিত হয়। 'নবজীবন' ভারতীয় জনমানসের জন্য নতুন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চেতনার মাধ্যম হয়ে ওঠে (পৃষ্ঠা,৮১৪)।দ ৩১ জানুয়ারি ১৯২০ তারিখে ভীমরাও আম্বেদকর মারাঠি পাক্ষিক 'মূকনায়ক'-এর সম্পাদনা ও প্রকাশনা শুরু করেন এবং 'বহিষ্কৃত সমাজ'-এর সমস্যাগুলিকে সামনে আনেন। একই বিষয়কে কেন্দ্র করে তিনি পরবর্তীকালে ১৯২৭ সালে 'বহিষ্কৃত ভারত', ১৯২৮ সালে 'সমতা', ১৯৩০ সালে 'জনতা' এবং ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ সালে 'প্রবুদ্ধ ভারত' প্রকাশ করেন।

১৯২২ সালে প্রফুল্ল সরকার 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রকাশ শুরু করেন, যা তখন থেকে আজ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৩৩ সালে আনন্দবাজার গোষ্ঠী থেকে 'দেশ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

তিনটি খণ্ড পাঠ করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে সমাজ সংস্কার, জাতীয় চেতনা, ভাষাগত সংস্কার এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় ভাষাগুলির সাংবাদিকতায় আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য বিদ্যমান। প্রায় সব ভারতীয় ভাষার অগ্রদূতরাই সামাজিক জাগরণ ও জাতীয় চেতনা সৃষ্টির জন্য সাংবাদিকতাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় ভাষার সাংবাদিকতার এই একাত্মতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 'সমগ্র ভারতীয় পত্রকারিতা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের নিবেদন-এ বিজয় দত্ত শ্রীধর ভারতীয় ভাষার সাংবাদিকতার সাংস্কৃতিক একাত্মতা সম্পর্কে অত্যন্ত যথাযথভাবে লিখেছেন যে; ভাবগত অন্তঃপ্রবাহে যে একরূপতা, তার জীবন্ত প্রমাণ ভারতীয় ভাষার সাংবাদিকতার মাধ্যমেই সহজে উদ্ঘাটিত হয়। হিন্দি, বাংলা, মারাঠি, গুজরাটি, উর্দু, ওড়িয়া, অসমীয়া, তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মালয়ালম প্রভৃতি প্রকাশভাষা ভিন্ন হলেও, প্রকাশিত ভাবনা ও অভিপ্রায়ে কোনো মৌলিক পার্থক্য ছিল না। সেই কারণেই যৌথ সংগ্রামের এক অনন্য ইতিহাস রচনায় ভারতীয় সাংবাদিকতা সফল হয়েছে। আমাদের প্রায় সকল মহাপুরুষ; তাঁরা সমাজ সংস্কার আন্দোলনের অগ্রণী হোন বা রাজনৈতিক নবজাগরণের পথপ্রদর্শক ও স্বাধীনতা সংগ্রামের লোকনায়ক;জনসংযোগ ও গণসংলাপের জন্য সাংবাদিকতাকেই মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। বিজয় দত্ত শ্রীধর বর্ণানুক্রমিক ইঙ্গিতসূচক তথ্যের পরিবর্তে ১৭৮০ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত একশো আটষট্টি বছরের ভারতীয় ভাষার সাংবাদিকতার ধারাবাহিক ইতিহাস কালানুক্রমিকভাবে উপস্থাপন করে এক বিরাট শূন্যতা পূরণ করেছেন। ভূমিকায় পদ্মভূষণ রামবাহাদুর রায় যথার্থই লিখেছেন যে ভারতীয় সাংবাদিকতার অতীত অধ্যয়নের জন্য এই গ্রন্থটি একই সঙ্গে একটি ইতিহাসগ্রন্থ, একটি গবেষণাগ্রন্থ এবং একটি সমালোচনামূলক গ্রন্থ। রায় সাহেবের মতে, যারা সাংবাদিকতার ইতিহাস জানতে চান, তাঁদের জন্য এই গ্রন্থে সঞ্চিত উপাদান এক দর্পণের মতো। অতীতের সেই দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে বর্তমানের মূল্যায়ন সহজেই করা যায়। একজন সাধারণ সাংবাদিকের কাছে এটি যেন এক চলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো।

সমগ্র ভারতীয় পত্রকারিতা (তিন খণ্ড)
লেখক বিজয় দত্ত শ্রীধর
প্রকাশক বাণী প্রকাশন
প্রথম সজ্জিত সংস্করণ ২০২৬
মূল্য ৫৫০০ টাকা

সম্পাদক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সঞ্জয়কুমার দাস

তৃতীয় পর্ব

বাংলা দেশের পুরনো বৈঠকী গল্পের মধ্যে তিনি আনলেন সমাজ-সমালোচনা, উচ্ছ্বসিত হাসির এবং উদ্ভট কল্পনাবিলাসের আড়ালে আনলেন সর্বসংস্কারমুক্ত পরিচ্ছন্ন বুদ্ধিবাদ।" শুধু তাই নয় নারায়ণবাবু মনে করেন ত্রৈলোক্যনাথই বাংলা নক্ শা আর রহস্যকে ছাড়িয়ে প্রথম খাঁটি হাসির গল্প লিখলেন। স্বভাবতই এ গ্রন্থের উৎসর্গের গতি প্রকৃতি যথার্থতার বেদীমূলেই অর্পিত।

৬১৮ পৃষ্ঠা সমন্বিত এ বৃহৎ সংকলনটিতে ভিন্ন ভিন্ন গল্পকারের ৬৫টি গল্প বর্তমান। অর্থাৎ সকল গল্পকারের সকল গল্প ও তাঁদের সাহিত্যিক প্রকৃতির তত্ত্বতালাশ এ লেখনির উদ্দেশ্য নয়। তবু মাত্র একটি গল্পের পাঠবিশ্বে ভ্রমণ করে আমরা সম্পাদক মহাশয় কথিত গল্প নির্বাচনী শর্তটির যথার্থতা পরখ করব। সে গল্পটি হল দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যালের 'ননীগোপালের বিয়ে'। এমন গল্প পাঠের সমাপ্তিতে স্মৃতিতে কড়া নাড়ে পরশুরামের 'ভুশণ্ডীর মাঠে' গল্পবৃত্ত। বিয়ে নিয়ে সেই অবস্থা। বর্তমান গল্পেও দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল জমাটি গল্পের আসর জমিয়েছেন ননীগোপাল দে'কে নিয়ে। ননীগোপাল গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। ডবল বি.এ পাশ সে। খবরের কাগজের অফিসে সে চাকরি পায়। কিন্তু তাঁর প্রথম কাজের নমুনাতেই (সংবাদ সংগ্রহ) ম্যানেজিং ডিরেক্টর জ্ঞান হারান। তারপর অবশ্য দিব্যি চলছিল। কিন্তু সমস্যার ঘূর্ণাবর্তে ননীগোপাল জড়িয়ে গেল, মানসীকে কেন্দ্র করে। মানসীর জ্যাঠা বলেছেন মাইনে না বাড়লে মানসীর সাথে তার বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, আবার ওদিকে পত্রিকার সম্পাদক গোবর্ধনবাবু বলেছেন বিয়ের আগে বেতন বাড়াবেন না। অবশেষে বন্ধু প্রহ্লাদের পরামর্শে জমজ ভাই খৈ নীগোপালের বৌ-ছেলে নিয়ে বেতন বাড়াতে গিয়ে যে নাকানিচুবানী খেয়েছে ননীগোপাল, তা আর বলতে। ভাই-বৌকে নিয়ে সমস্যার পালা সাঙ্গ করে শেষমেশ মানসীকে পাওয়ার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে তার। কিন্তু গল্পের সমাপ্তিতে সমস্যায় পড়েছে আবারও। কেননা ননীগোপাল আর খৈ

নীগোপালের চেহারা হুবহু এক। ফলত মানসী ফুলশয্যার রাতে ভ্রমবশত খৈ নীগোপালের সাথে গদগদ কণ্ঠে গল্পে মজেছে। নিজেকে তফাৎ করতে ননীগোপাল অবশ্য নিজের পিঠে-পেটে বড়ো বড়ো করে লিখে নিয়েছে 'ননীগোপাল দে; ডবল বি.এ'।গল্প চয়নের কৈফিয়তে সম্পাদক বলেছিলেন, 'কোনোটিতে তীব্র ব্যঙ্গ বা কঠিন শ্লেষ হয়তো নিহিত আছে;কিন্তু একান্তভাবে শ্লেষমূলক রচনাকে আমরা এতে স্থান দিইনি। আঘাতের মধ্যেও যাতে মধুলেপনটিই মুখ্য থাকে, জ্বালা থাকলেও কৌতুক যাতে তাকে স্নিগ্ধ করে দেয়;সেই দিকেই আমরা লক্ষ্য রেখেছি।' দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যালের এ গল্পে বিদ্রুপ একেবারেই নেই। সরসতার এতটুকু খামতি নেই এ গল্পে। নির্ভেজাল হাসির গল্প 'ননীগোপালের বিয়ে'। সম্পাদকের নিজের একটি গল্প এ সংকলনে আছে। নাম 'ইদু মিঞার মোরগা'। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কতখানি ভাষা সচেতন ছিলেন, তা এই গল্পপাঠে উপলব্ধি করা সম্ভব। চরিত্রদের নিজের (কৃত্রিম নয়) ভাষায় তাদের কথা বলিয়েছেন। মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতি এক কসাইয়ের গল্পকথায় তীব্র কষাঘাত হেনেছেন পুলিশ-প্রশাসনের প্রতি। তবে গল্পে হাস্যরসের উপাদানের চেয়ে কারুণ্যের চোরা স্রোত বয়ে গেছে। স্বস্তি পেয়েছেন পাঠক ইদু মিঞার মোরগটা বেঁচে যাওয়ায়। যে মোরগের জন্য ইদু মিঞা স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার কথা বলতে দ্বিধা করেন না। 'হাড়', 'টোপ'-এর লেখকের নিকট অনাবিল হাসির ফোয়ারায় ভেসে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যেন সোনার পাথর বাটি। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'ছোটগল্পের সব্যসাচী'। তাই পৃথক একটি সংকলনের ('৯ হাসির গল্প') 'অন্যমনস্ক চোর' গল্পে তিনি চোরের চুরির ধরণ নিয়ে যে গল্পবিশ্ব নির্মাণ করেছেন, তাতে সত্যিই আদ্যপ্রান্ত হাসির জোয়ারে নোঙর করতেই ভুলে যাবেন পাঠক। 'সরস গল্প'-এর সংকলনে 'ইদু মিঞার মোরগা'র পরিবর্তে 'অন্যমনস্ক চোর' থাকলেই পাঠক হিসেবে বেশি খুশি হতাম।

বড়ো অকালেই পরলোকে পাড়ি জমিয়েছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে। যদি এ দুর্ঘটনা না ঘটত তবে 'সরস গল্প' সংস্কৃত হতে হতে নির্মেদ রসের পাথারে পাঠককে যে আনন্দ তিনি দিয়েছেন, সে আনন্দের মাত্রা উচ্চ কোটিতে পৌঁছত। কেননা 'লেখকের নিবেদন' অংশে তাঁর স্বীকারোক্তি ছিল ''এমন হতে পারে, কোনো কোনো পাঠক তাঁদের কোনো-কোনো প্রিয় লেখককে এই বইতে খুঁজে পাবেন না; হয়তো সেই লেখকের উপযুক্ত রচনা আমরা খুঁজে পাইনি- হয়তো অনবধানতায় দু-একজন বাদও পড়তে পারেন। এ সমস্ত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/9/2026 8:34 AM Page 6

তৃণমূলকে বিঁধতে এবার ৩০ কেন্দ্রে
‘পাড়ায় পাড়ায়’ চার্জশিট বিজেপির

নয়া জামানা, কলকাতা বিধানসভা ভোটের রণদামামা বাজার অনেক আগেই নতুন কৌশলে ঘর গোছাতে নামল গেরুয়া শিবির। তৃণমূলকে বিঁধতে এবার আর কেবল বড় রাজনৈতিক মঞ্চ নয়, পাড়া-মহল্লার অলিগলিতে দুর্নীতির খতিয়ান পৌঁছে দিতে চাইছে বিজেপি। ৩০টি বিধানসভা কেন্দ্রকে চিহ্নিত করে প্রতিটি এলাকার জন্য আলাদা ‘অভিযোগপত্র’ বা ‘চার্জশিট’ প্রকাশ করল তারা।

বড় আদর্শগত লড়াইয়ের বদলে স্থানীয় মানুষের ক্ষোভকে হাতিয়ার করেই এই রণকৌশল সাজানো হয়েছে। বিজেপির এই পদক্ষেপকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে এক প্রকার ‘সার্জিক্যাল স্ট্রাইক’ বলে দাবি করছে নেতৃত্ব। তাদের লক্ষ্য অত্যন্ত স্পষ্ট; দিল্লির রাজনীতির বদলে বাংলার প্রতিটি বুথের নাগরিক সমস্যা ও প্রশাসনিক স্থবিরতাকে জনসমক্ষে আনা। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, ভোটাররা যখন নিজের এলাকার প্রতিদিনের অভাব-অভিযোগের নিরিখে সরকারকে বিচার করবেন, তখন এই ‘হাইপার-লোকাল’ প্রচার শাসক দলকে চাপে ফেলতে পারে। এই চার্জশিটে মূলত তিনটি বিষয়কে তুরুপের তাস করেছে বিজেপি। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম বদল ও ‘কাট-মানি’র অভিযোগ তুলে পরিষেবা প্রদানে অস্বচ্ছতার প্রসঙ্গ টানা হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিকে হাতিয়ার করে শিক্ষিত যুবসমাজের ক্ষোভ উসকে দিতে চাইছে গেরুয়া শিবির। পাশাপাশি পঞ্চায়েত ভোটের হিংসা ও নারী নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে প্রশাসনের মেরুদণ্ড নিয়ে সওয়াল করা হয়েছে। পাল্টা দিতে দেরি করেনি তৃণমূল কংগ্রেসও। ঘাসফুল শিবিরের দাবি, এটি নিছকই ‘নির্বাচনী গিমিক’। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী বা স্বাস্থ্যসাথীর মতো জনমুখী প্রকল্পের সাফল্যের কাছে এই অভিযোগপত্র ধোপে টিকবে না বলে তাদের বিশ্বাস। শাসক নেতৃত্বের মতে, উন্নয়নের নিরিখে পাল্লা দিতে না পেরে বিজেপি কুৎসার রাজনীতি শুরু করেছে।

তৃণমূল যখন সরকারি পরিষেবার ঢাল ব্যবহার করছে, বিজেপি তখন জবাবদিহিতার দাবিতে সরব। ৩০টি আসনের এই অতি-আঞ্চলিক প্রচার আগামী দিনে বাংলার রাজনীতির মোড় কোন দিকে ঘোরায়, এখন সেটাই দেখার।

শেষ পর্যন্ত ব্যালট বক্সে পরিষেবার অভাব বড় হবে নাকি সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা, তা নিয়ে কৌতূহল বাড়ছে।

কলকাতা-হাওড়া ভোট কি একসঙ্গেই?
এখন শুধু রাজ্যপালের সইয়ের অপেক্ষা

নয়া জামানা, কলকাতা বছরের শেষেই কি তবে ঘুচতে চলেছে দীর্ঘ প্রতীক্ষা? ডিসেম্বরে কলকাতা পুরসভার সঙ্গেই কি ভোট হবে হাওড়ায়? নবান্ন ও রাজভবনের দীর্ঘ টানাপড়েন শেষে এখন সবটাই ঝুলে রয়েছে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সইয়ের ওপর। বিধানসভায় পাশ হওয়া হাওড়া পুরসভা সংশোধনী বিল রাজ্যপাল অনুমোদন দিলেই নির্বাচনের পথে থাকা শেষ বাধাটুকুও দূর হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সব ঠিক থাকলে ৫০ থেকে বেড়ে ৬৬টি ওয়ার্ড নিয়ে নতুন সাজে ভোট উৎসবে মাতবে তিলোত্তমার যমজ শহর। শনিবারই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাশ হয়ে গিয়েছে হাওড়া পুরসভা সংশোধনী বিল। নিয়ম মেনে বিলটি এখন অনুমোদনের জন্য রাজভবনে পাঠানো হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যপাল সবুজ সংকেত দিলেই তড়িঘড়ি শুরু হয়ে যাবে আসন পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশনের কাজ। নতুন সংশোধনী কার্যকর হলে হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা বর্তমানের ৫০ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ৬৬-তে। এই ডিলিমিটেশন পর্ব মিটে গেলেই ভোটের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে যাবে হাওড়া। কাকতালীয়ভাবে, চলতি বছর ডিসেম্বর মাসেই শেষ হচ্ছে কলকাতা পুরসভার বর্তমান বোর্ডের মেয়াদ। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর চাইছে, ওই সময়ের মধ্যেই হাওড়ার সমস্ত আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সেরে ফেলতে, যাতে দুই শহরের ভোট একই সঙ্গে সেরে ফেলা যায়। ২০১৩ সালের পর থেকে হাওড়াবাসীর ভোটাধিকার কার্যত থমকে রয়েছে। ২০১৮ সাল থেকে আইনি জট ও প্রশাসনিক রদবদলের জেরে নির্বাচন আর হয়নি। মাঝে ২০১৫ সালে বালি পুরসভাকে হাওড়ার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন বালির ৩৫টি ওয়ার্ড ভেঙে ১৬টি ওয়ার্ড করা হয়। কিন্তু একুশের বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল সরকার ফের বালি ও হাওড়াকে আলাদা করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সময় বিল পাসে বাগড়া দিয়েছিলেন তৎকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। বালির উন্নয়ন খাতে খরচের হিসেব নিয়ে রাজভবনের সঙ্গে নবান্নের সংঘাত চরমে ওঠে। এবার সেই পুরনো তিক্ততা কাটিয়ে নতুন বিল পাসে প্রশাসনিক জট কাটার ইঙ্গিত মিলছে। তবে পুরভোটের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে পারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন। পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের এক আধিকারিকের কথায়, ‘রাজ্যপাল বিলে অনুমোদন দিলেও, এ বছর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন রয়েছে। তাই নতুন সরকার গঠনের আগে হাওড়ায় পুর ভোট সম্ভব নয়। তবে এই সময়কালে হাওড়ায় যে সব পুর পরিষেবার প্রয়োজন হবে, তা দিতে বাধ্য থাকবে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর।’ অর্থাৎ, ভোট ডিসেম্বরে না কি বিধানসভা নির্বাচনের পর, তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার এখন সময়ের হাতে। আপাতত হাওড়াবাসীর নজর রাজভবনের দিকে। রাজ্যপাল সই করলেই ভোট-যুদ্ধে নামার প্রস্তুতি শুরু করবে শাসক-বিরোধী সব পক্ষই।

একূল-ওকূল হারিয়ে অকূল পাথারে সেলিম
শূন্যের গেরো কাটাতে এবার মিম-ই কি ভরসা?

ভোটের ময়দানে শূন্যের অভিশাপ কাটাতে এবার কার্যত ‘একূল-ওকূল’ দুকূল হারানোর পথে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। হুমায়ুন কবীর এখন অতীত, কংগ্রেসও হাত ছেড়েছে আগেই। এই পরিস্থিতিতে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এবার আসাদউদ্দিন ওয়েইসির দল মিম-এর সঙ্গ পেতে মরিয়া হয়ে উঠল সিপিএম। খবর চাউর হতেই রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি যোগাযোগ করেছেন মিম নেতৃত্বের সঙ্গে। মিমের রাজ্য সভাপতি ইমরান সোলাঙ্কি নিজেই সেই ফোনের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক অটুট রাখতে সেলিমের এই ‘মিম-তৎপরতা’ নিয়ে এখন বামফ্রন্টের অন্দরেই ক্ষোভের আগুন জ্বলছে।ইমরান সোলাঙ্কি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ‘আমার কাছে ফোন এসেছিল। আমি তখন সভায় ছিলাম। সিপিএমের সঙ্গে নিশ্চয় বসব। জানতে চাইব ওরা কী চায়। কলকাতা বা মুর্শিদাবাদ যেখানে চাইবে, সেখানেই বসব। জোটের কথা কী বলে শুনতে চাইব।’ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আলিমুদ্দিনের সবুজ সংকেত ছাড়া মিমের মতো দলের কাছে সিপিএমের কোনো নেতার ফোন যাওয়া অসম্ভব। মালদহ ও মুর্শিদাবাদের মতো জেলাগুলিতে মিম দীর্ঘদিন ধরেই মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছে। হুমায়ুন কবীর নিজের নতুন দল গড়ার পর মিমের সঙ্গে জোটের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এবার সেই একই রাস্তায় হাঁটল সিপিএম। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি মুর্শিদাবাদে নিজের জমি বাঁচাতে এখন মৌলবাদী তকমা থাকা শক্তির সঙ্গেই শেষ ভরসা মহম্মদ সেলিমের?এই খবর জানাজানি হতেই কটাক্ষ করতে ছাড়েনি শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। ঘাসফুল শিবিরের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বলেছেন, ‘সিপিএম রাজনৈতিক ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে। ভিক্ষাপাত্র হাতে ঘুরছে। একা মুরোদ নেই যত বড় বড় কথা। হুমায়ুনের মন বুঝতে গিয়েছিলেন মহম্মদ সেলিম। ১৪ ফেব্রুয়ারি আসছে, সেলিম মন বুঝতে ভ্যালেন্টাইনস ডে-কে কাজে লাগাচ্ছে। এখন চারদিকে মন বুঝতে যাচ্ছে।’ যদিও যাবতীয় জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন মহম্মদ সেলিম নিজে। তাঁর দাবি, এই ফোনের খবর ভিত্তিহীন। বিভিন্ন রকম ‘জঞ্জাল’কে তাঁদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে পাল্টা তোপ দেগেছেন তিনি।এদিকে মিম-ঘনিষ্ঠতা নিয়ে সিপিএমের ওপর চটে লাল বামফ্রন্টের শরিক দলগুলি। তাদের প্রশ্ন, মুর্শিদাবাদে জয়ের জন্য কেন বারবার কখনও কংগ্রেস, কখনও হুমায়ুন আবার কখনও মিমের দরজায় ঘুরতে হবে? এই ‘সুবিধাবাদী’ রাজনীতি ফ্রন্টের আদর্শকে কালিমালিপ্ত করছে বলে মনে করছেন ফরওয়ার্ড ব্লক বা আরএসপি-র মতো শরিকরা। অন্যদিকে, নওশাদ সিদ্দিকির আইএসএফ একাই ৫০টি আসন দাবি করে আলিমুদ্দিনের চাপ বাড়িয়ে রেখেছে। সব মিলিয়ে জোটের জট এখন সিপিএমের গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিস্থিতি সামলাতে আসরে নামতে হয়েছে প্রবীণ নেতা বিমান বসুকেও। আগামী ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠক। তার আগেই এই টালমাটাল পরিস্থিতি সামাল দিয়ে আসন রফার জট কাটাতে চাইছে বামেরা।

জনমতই দিশা, ২৬-এর লক্ষ্যে ‘বিকশিত
পশ্চিমবঙ্গ’ সংকল্প যাত্রায় নামল বিজেপি

নয়া জামানা, কলকাতা ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের রণদামামা বাজিয়ে দিল গেরুয়া শিবির। লক্ষ্য নবান্ন দখল, আর সেই অভিযানের মূলে থাকছে খোদ জনতা জনার্দনের রায়। শনিবার থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হল বিজেপির বিশেষ জনসংযোগ কর্মসূচি ‘বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ সংকল্পপত্র , পরামর্শ সংগ্রহ অভিযান’। একে নিছক দলীয় ইস্তাহার বলতে নারাজ নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, এটি আসলে ‘জনতার ম্যানিফেস্টো’। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে নয়, বরং গ্রামের মেঠো পথ থেকে সংগৃহীত মানুষের অভাব-অভিযোগ আর প্রত্যাশার ভিত্তিতেই তৈরি হবে আগামীর নির্বাচনী দলিল। বিজেপির এই বিশেষ উদ্যোগে আমজনতার কণ্ঠস্বরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। দলের শীর্ষ নেতাদের কথায়, এই নির্বাচনী ইস্তাহার আসলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের এক ‘সামাজিক চুক্তি’। রাজ্যের প্রতিটি জেলা, শহর এবং প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের দুয়ারে পৌঁছবেন কর্মীরা। সংগ্রহ করা হবে

২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের রণদামামা বাজিয়ে দিল গেরুয়া শিবির। লক্ষ্য নবান্ন দখল, আর সেই অভিযানের মূলে থাকছে খোদ জনতা জনার্দনের রায়। শনিবার থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হল বিজেপির বিশেষ জনসংযোগ কর্মসূচি ‘বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ সংকল্পপত্র , পরামর্শ সংগ্রহ অভিযান’। একে নিছক দলীয় ইস্তাহার বলতে নারাজ নেতৃত্ব।

তাঁদের সুচিন্তিত মতামত। এর জন্য অভিনব পন্থায় জোর দিয়েছে বিজেপি। শহর ও মফস্বলের জনবহুল মোড়ে বসানো হচ্ছে ‘আকাঙ্ক্ষা সংগ্রহ বাক্স’। শুধু চিঠিতেই নয়, ডিজিটাল যুগে ফোন কল, ই-মেল, কিউআর কোড স্ক্যান কিংবা সোশ্যাল মিডিয়া হ্যাশট্যাগের মাধ্যমেও নাগরিকরা তাঁদের মনের কথা পৌঁছে দিতে পারবেন দলের কাছে। দলের অন্দরের খবর, এই অভিযানের মূল লক্ষ্যই হল কর্মসংস্থান, স্বচ্ছ প্রশাসন এবং রাজ্যের ভেঙে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা। ইস্তাহারে প্রাধান্য পাবে পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা ও দুর্নীতির প্রতিকারের ব্লু-প্রিন্ট। শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, সাধারণ মানুষের দেওয়া নিদানই হবে বিজেপির রাজনৈতিক হাতিয়ার। ইতিপূর্বেই রাজ্যের ৩০টি বিধানসভা কেন্দ্রে স্থানীয় ইস্যু ও দুর্নীতির খতিয়ান তুলে ধরে ‘চার্জশিট’ প্রকাশ করেছে বিজেপি। ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রতিটি কেন্দ্রে এই চার্জশিট পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে, নিচুতলার ক্ষোভ আর প্রত্যাশাকে সঙ্গী করেই তৃণমূলস্তরের লড়াইয়ে কোমর বাঁধছে পদ্ম শিবির। রাজনৈতিক মহলের মতে, মানুষের মতামতকে সরাসরি মান্যতা দিয়ে বিজেপি আসলে ভোটারদের আস্থায় নিতে চাইছে।

বারাকপুর মনিরামপুরে অবৈধ
নির্মাণ নিয়ে উত্তপ্ত এলাকা

নয়া জামানা, বারাকপুর ঃ বারাকপুর মনিরামপুরে এক অবৈধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র পরিস্থিতি। অভিযোগের তির উত্তর বারাকপুর পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, পেশায় আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, কাউন্সিলরের লাথি এবং মারে মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধের। তবে সমস্ত অভিযোগ রবীন্দ্রনাথ বাবু ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই অভিযোগ করা হচ্ছে বলে তাঁর দাবি। বেশ কিছুদিন ধরেই ওই অঞ্চলে একটি অবৈধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিচ্ছিল। জানা যায়, এই অবৈধ নির্মাণে বাধা দিচ্ছিলেন তুলসী বাবু। এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। সেখানে উপস্থিত হয়ে অভিযোগকারীর বক্তব্য অনুযায়ী, তুলসী বাবু এবং তাঁর ছেলে হেমন্ত অধিকারীকে মারধর শুরু করেন তিনি। পরিবারের দাবি, কিল-চড়-ঘুষি ও লাথিতে বৃদ্ধ মাটিতে লুটিয়ে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট জগদীশচন্দ্র বসু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

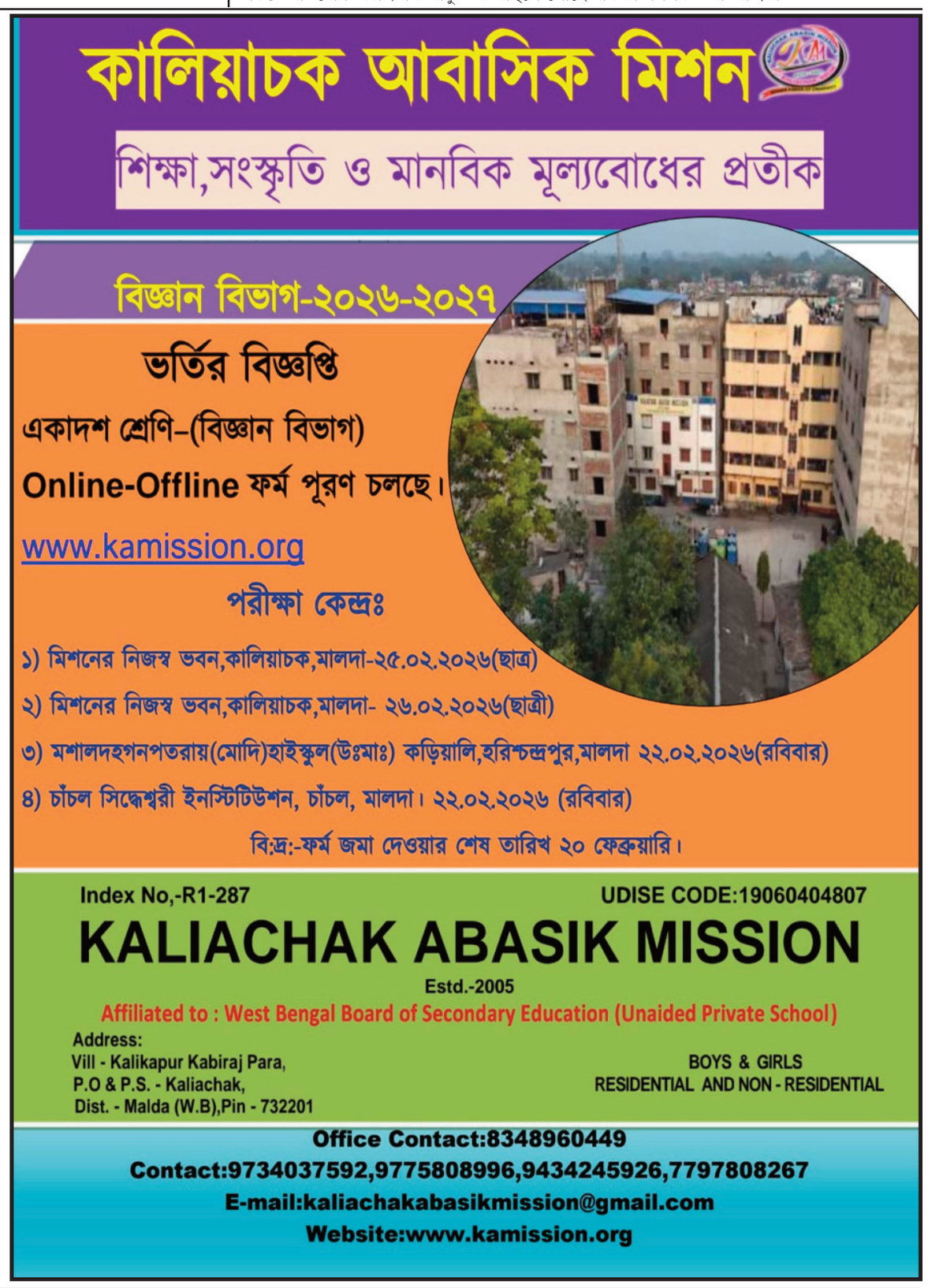

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/9/2026 8:34 AM Page 7

উত্তরবঙ্গ
নয়া জামানা

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ কোচবিহারে, ৪০ হাজার ভোটে হারানোর হুঁশিয়ারি

প্রদীপ কুন্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ বিধানসভা নির্বাচনের মুখে কোচবিহার জেলায় বিজেপিতে বড়সড় ভাঙন। রবিবার কোচবিহার শহরে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন হেমলতা সরকার ও সানন্দ সরকার। জেলা তৃণমূল সভাপতি গিরীন্দ্রনাথ বর্মনের হাত ধরে তাঁরা দলে যোগ দেন। যোগদানের পর তৃণমূলের কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের ব্লক সভাপতি শুভঙ্কর দে বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। তিনি দাবি করেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কোচবিহার উত্তর কেন্দ্র থেকে বিজেপিকে অন্তত ৪০ হাজার ভোটে হারানো হবে। তাঁর আরও দাবি, ভোটের আগে বিজেপির আরও বহু কর্মী ও নেতা তৃণমূলে যোগ দিতে চলেছেন। দলত্যাগীদের রাজনৈতিক পরিচয় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। হেমলতা সরকার কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের ১ নম্বর মণ্ডলের

বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ছিলেন এবং পুন্ডিবাড়ির প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য। অন্যদিকে, সানন্দ সরকার ছিলেন বিজেপি যুব মোর্চার মণ্ডল সভাপতি। এদিন তাঁরা নিজেদের অনুগামী ও সমর্থকদের নিয়েই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। দলে যোগ দিয়ে সানন্দ সরকার বলেন, বিজেপিকে জিতিয়েও সাধারণ মানুষের কোনও উপকার হয়নি। যে আশায় আমরা বিধায়ককে জিতিয়েছিলাম, সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। হেমলতা সরকার জানান, বিজেপিতে থেকে মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ পাননি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজ ও জনমুখী নীতিতেই অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। জেলা তৃণমূল সভাপতি গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে বিজেপি যে গর্ব করত, তার দুই স্তম্ভ আজ তৃণমূলে যোগ দিল। এটাই বিজেপির পতনের সূচনা। তিনি আরও জানান, শুধু এই দু'জন নন, তাঁদের সঙ্গে এদিন আরও বহু বিজেপি কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন।

মালবাজারে পরিত্যক্ত মর্টার শেল বিস্ফোরণে মৃত্যু কিশোরের

নয়া জামানা ।। মালবাজার

সেনাবাহিনীর পরিত্যক্ত মর্টার শেল বিস্ফোরণে এক কিশোরের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল মালবাজার ব্লকের বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে সাউগাও বস্তি সংলগ্ন তিস্তা (লীস) নদীর চরে। মৃত কিশোরের নাম রৌনোক চৌধুরী (১৬)। সে বাগরাকোট হাই স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিল। বাড়ি সাউগাও বস্তির খোয়ার লাইন এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবছরের মতো চলতি শীতকালেও লীস নদীর চরে সেনাবাহিনীর ফায়ারিং মহড়া চলছিল। রবিবার ওই মহড়া বন্ধ ছিল। রবিবার সকালে কোনো এক কারণে রৌনোক নদীর চর এলাকায় যায়। অভিযোগ, সেখানে পড়ে থাকা সেনাবাহিনীর একটি পরিত্যক্ত মর্টার শেল কৌতূহলবশত নাড়াচাড়া করতেই আচমকা বিস্ফোরণ ঘটে।

বিস্ফোরণের তীব্রতায় গুরুতর জখম হয় কিশোরটি এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় আতঙ্ক ও শোকের পরিবেশ তৈরি হয়। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মালবাজার থানার পুলিশ। পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'ডুয়ার্স এক্সপ্রেস মেল'-এর সম্পাদক রাজু নেপালী-সহ স্থানীয় বাসিন্দারাও সেখানে উপস্থিত হন। পুলিশ বিকেল নাগাদ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে মৃত কিশোরের পরিবার শোকস্তব্ধ। এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, সেনাবাহিনীর ফায়ারিং মহড়া শেষ হওয়ার পর নদীর চর এলাকায় পড়ে থাকা পরিত্যক্ত গোলা বা শেল যথাযথভাবে সরানো হয়নি। সঠিকভাবে এলাকা পরীক্ষা ও পরিষ্কার না করায় এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে তাঁদের দাবি। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা। এ বিষয়ে

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মকর্তা রাজু নেপালী বলেন, সেনাবাহিনী ফায়ারিং মহড়ার আগে মালবাজার থানাকে জানিয়ে দেয় এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় লাল ঝান্ডা লাগিয়ে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা হয়।

ফায়ারিং চলাকালীন ওই এলাকায় প্রবেশ নিষেধ থাকে। তবে বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কিছু মানুষ সেই সতর্কবার্তা অমান্য করেন।

এর ফলেই এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটছে। এই ঘটনার পর ফের একবার সেনা মহড়া সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা, পরিত্যক্ত বিস্ফোরক অপসারণ এবং সাধারণ মানুষের সচেতনতা নিয়ে

গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের তরফে আরও কড়া নজরদারি ও কার্যকর পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

পর পর চার মহিলাকে লক্ষ্য করে ছিনতাইকারীদের হামলা আলিপুরদুয়ারে

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ শহরে একের পর এক দুঃসাহসিক চেইন ছিনতাইয়ের ঘটনায় রবিবার সকালে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সকাল প্রায় ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে, মোটরসাইকেলে চেপে আসা হেলমেট পরিহিত দুই দুষ্কৃতকারী শহরের বিভিন্ন প্রান্তে পরপর চারজন মহিলাকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে সোনার চেইন ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়।

প্রথম ঘটনাটি ঘটে পূর্ব শান্তিনগর এলাকায়। স্থানীয় গৃহবধূ পিঙ্কি সরকার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় আচমকাই বাইকে আসা দুষ্কৃতকারীরা তাঁর গলা থেকে সোনার চেইন ছিনিয়ে নেয়। ধাক্কাধাক্কিতে তিনি আহত হন। এর কিছুক্ষণ পরেই নিউটাউন দুর্গাবাড়ি এলাকায় দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে। গৃহবধূ মিতা দাস উঠোন ঝাড়ু দেওয়ার সময় ছিনতাইকারীরা তাঁর চেইন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। তিনি বাধা দিলে ধস্তাধস্তি শুরু হয়, এতে তিনি পড়ে গিয়ে আহত হন। চেইনটি ছিঁড়ে গেলেও দুষ্কৃতকারীরা এর একটি অংশ নিয়ে পালিয়ে যায়। এরপর বেলতলা এলাকায় জল আনতে যাওয়ার পথে গৃহবধূ কৃষ্ণা সেন ছিনতাইয়ের শিকার হন। শেষ ঘটনাটি ঘটে কালজানি সেতু পার হয়ে বীরপাড়া চৌপথি এলাকায়, যেখানে পথচারী অনিতা কর্মকারের গলা থেকে সোনার চেইন ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতকারীরা। ঘটনার পর শহরজুড়ে আতঙ্ক ছড়ায়। বিভিন্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য জানান, চারটি ঘটনাতেই লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। একই দুই বাইক আরোহী এই ছিনতাই কাণ্ডে যুক্ত বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরে উপকৃত কয়েকশো মানুষ

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ সুস্থ শরীরই প্রকৃত সম্পদ;এই বার্তাকে সামনে রেখে শ্রীকৃষ্ণ শিশু বিদ্যা মন্দিরের উদ্যোগে রবিবার খ ড়িবাড়িতে এক বিশাল বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হল। প্রত্যন্ত এলাকার সাধারণ ও দরিদ্র মানুষের জন্য উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতেই এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। সকাল থেকেই শিবিরে মানুষের ভিড় চোখে পড়ে। কয়েকশো মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। শিলিগুড়ি লায়ন্স নেত্রালয় ও মহর্ষি দয়ানন্দ স্মৃতি ন্যাস (ডি.এ.ভি স্কুল)-এর সহযোগিতায় শিবিরে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা, চোখের চিকিৎসা ও ছানি অপারেশনের জন্য রোগী নির্বাচন করা হয়।

পাশাপাশি অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ ও চোখের ড্রপ বিতরণ করা হয়। আয়োজকদের মতে, ২৫০ জনের বেশি মানুষ রেজিস্ট্রেশন করান। এর মধ্যে ২৫ জনের বেশি রোগীকে ছানি অপারেশনের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে এবং শতাধিক মানুষ বিনামূল্যে চশমা পেয়েছেন।

মিথ্যে মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগে , দিনহাটা থানার সামনে পথ অবরোধে বিজেপি

সামির হোসেন, নয়া জামানা, দিনহাটা ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে বিজেপি নেতা-কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে;এই অভিযোগ তুলে রবিবার দিনহাটা থানার সামনে পথ অবরোধ করে অবস্থান-বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দিল ভারতীয় জনতা পার্টি। দিনহাটা মদনমোহন পাড়া এলাকা থেকে একটি মিছিল শুরু হয়ে দিনহাটা থানার সামনে এসে জমায়েত হয়। এই বিক্ষোভ ও ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন, সহ-সভাপতি বিরাজ বোস, বিজেপি মহিলা মোর্চার নেত্রী ও বিধায়ক মালতি রাভা রায়, জেলা সাধারণ সম্পাদক অজয় রায়, শাবানা খাতুন সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন কোচবিহার থেকে দিনহাটায় আসার সময় ভেটাগুড়িতে বিজেপি নেতাদের গাড়ি লক্ষ্য করে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের তরফে কালো পতাকা দেখানো ও 'গো ব্যাক' স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। দিনহাটা থানার সামনে অবস্থান

বিক্ষোভ চলাকালীন বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন অভিযোগ করেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির সাংগঠনিক কাজকর্ম ঠেকাতে পরিকল্পিতভাবে নেতা-কর্মীদের গাঁজা ও ইয়াবা সংক্রান্ত মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে জেলে পাঠানো হচ্ছে। তাঁর দাবি, রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহের নির্দেশেই এই কাজ করছে দিনহাটার পুলিশ। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ভবিষ্যতে বিজেপি কর্মীদের উপর কোনও হামলা হলে দল বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে। পরে বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল দিনহাটা পুলিশের এসডিপিও ধীমান মিত্র ও থানার আইসি জয়দীপ মোদকের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি জমা দেয়। বৈঠকের পর অভিজিৎ বর্মন জানান, পুলিশ প্রশাসন দলীয় কর্মসূচিতে বাধা না দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। তবে সমস্যা চললে ফের আন্দোলনের পথে হাঁটার বার্তাও দেন তিনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিনহাটা জুড়ে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে মোতায়েন ছিল ব্যাপক পুলিশ বাহিনী।

ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের উদ্যোগে ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পের উদ্বোধন

সোমনাথ দত্ত, নয়া জামানা, মালবাজার ঃ ডুয়ার্সের চা-বাগান বেষ্টিত ডামডিম এলাকায় ক্রীড়া প্রতিভা তুলে ধরার লক্ষ্যে ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের উদ্যোগে রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প। মালবাজার ব্লকের ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব সংলগ্ন মাঠে ডিউজ বলের এই ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পের উদ্বোধন করা হয়।

এই কোচিং ক্যাম্পে বিভিন্ন বয়সের কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের আধুনিক পদ্ধতিতে ক্রিকেট প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই মাঠে ডিউজ বলে খেলার উপযোগী পিচ তৈরি করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষক রেখে নিয়মিত অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিনই ইউ-১৪

ও ইউ-১৯ বিভাগের খেলোয়াড়দের নিয়ে একটি প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করা হয়।

ক্লাব সম্পাদক রঞ্জন চন্দ জানান, চা-বাগান এলাকার লুকিয়ে থাকা ক্রিকেট প্রতিভাকে সামনে আনার লক্ষ্যেই এই ডিউজ বল ক্রিকেট একাডেমির সূচনা। ক্লাবের কর্মকর্তা টিংকু প্রধান জানান, ইতিমধ্যেই কোচিং ক্যাম্পে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং এলাকার বহু ছেলে-মেয়ে আগ্রহের সঙ্গে প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেছে। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সভাপতি জয়দীপ দাস, সম্পাদক রঞ্জন চন্দ, পিনাক দে, টিংকু প্রধান, প্রশিক্ষক সুরজ থাপা সহ অন্যান্য ক্লাব সদস্যরা।

ডিউটিতে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ বোনের আশীর্বাদ নিয়ে বাড়ি এসে আর কর্মস্থলে ফেরা হল না তরতাজা যুবকের। শনিবার রাত প্রায় দশটা নাগাদ জাতীয় সড়ক ৩১-এ (এনএইচ-৩১) মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় প্রাণকৃষ্ণ রায় ওরফে প্রদ্যুতের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দ্রুতগতিতে চলা বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাড়ির পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কায় বাইক থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন যুবক। তাঁকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে

চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। মৃত যুবক ফাটাপুকুরের একটি সার কারখানায় কর্মরত ছিলেন। আগামী ফাল্গুনের ২৭ তারিখ তাঁর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। দুর্ঘটনার জেরে কিছু সময় যান চলাচল ব্যাহত হয়। রবিবার দেহ ময়নাতদন্তের পর বাড়ি ফিরতেই শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবারে।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু যুবকের

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ রেল লাইন পারাপার করতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি সংলগ্ন গন্ডোগল জোত এলাকায়।

মৃত যুবকের নাম শ্যামল বর্মন (২৯)। তিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে রেল লাইন পার হওয়ার সময় রাধিকাপুর,শিলিগুড়ি ডেমো ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন শ্যামল বর্মন।

ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ এবং রেল পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পরিবারের সদস্য উৎপল বর্মন জানান, পারিবারিক অশান্তির কারণে এই ঘটনা ঘটতে পারে বলে তাঁদের অনুমান। যদিও বিষয়টি নিয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছয়নি পুলিশ। গোটা ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে রেল পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এই আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় গন্ডোগল জোত সহ আশপাশের এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

নিম্নমানের রাস্তার কাজের অভিযোগে, 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্প ঘিরে ক্ষোভ ময়নাগুড়িতে

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের পদমতি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধোনির বাড়ি এলাকায় 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পের অধীনে সিসি রাস্তার কাজ নিম্নমানের হওয়ার অভিযোগে রবিবার বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, রাস্তার কাজ শুরুর আগে কোনও প্রকল্প সিডিউল টাঙানো হয়নি।

সিডিউল দেখতে চাইলে ঠিকাদারি সংস্থার পক্ষ থেকে তা দেখাতে অস্বীকার করা হয়। এছাড়াও রাস্তার কাজের বোর্ডে কোনও ঠিকাদারি সংস্থার নাম উল্লেখ নেই, শুধুমাত্র

ব্যয়ের অঙ্ক লেখা রয়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, রাস্তায় ব্যবহৃত পাথর অত্যন্ত নিম্নমানের এবং সিমেন্টের পরিমাণও কম। কোথাও পাথর ও বালি উঠে আসছে, আবার কোথাও ঢালাইয়ের নিচে ঘাস ও মাটি বেরিয়ে রয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, মাটি ও ঘাস পরিষ্কার না করেই তার উপর ঢালাই করা হচ্ছে।

এই বিষয়ে এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য পবিত্র রায়ও স্বীকার করেছেন যে রাস্তার কাজের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ঠিকাদারের ম্যানেজারকে একাধিক প্রশ্ন করা হলেও তিনি এড়িয়ে যান এবং বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। অপরদিকে ঠিকাদারি সংস্থার মালিক সঞ্জীব ঘোষ অভিযোগ অস্বীকার করলেও কাজের মান নিয়ে স্পষ্ট উত্তর দিতে পারেননি।

এ বিষয়ে ময়নাগুড়ি ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগের একাধিক চেষ্টা করা হলেও তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি। গোটা ঘটনায় এলাকাজুড়ে ক্ষোভ ও অসন্তোষের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

কলেজ পড়ুয়া সহ তিনজনের মৃত্যু, শোকাহত পরিবারগুলির পাশে বিধায়ক খগেশ্বর রায়

সুস্মিতা রায়, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ শনিবার সকালে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানার অন্তর্গত মনুয়াগঞ্জ এলাকায় আমবাড়ি,হাতিমোড় রাজ্য সড়কে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় তিন যুবকের মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় কর্ণদেব মণ্ডল ও শুভাশিস ওঁরাওয়ের। গুরুতর আহত অবস্থায় দীপঙ্কর মজুমদারকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত কর্ণদেব মণ্ডল একটি কারখানায় কর্মরত ছিলেন। তাঁর পরিবারে রয়েছেন বাবা, মা, স্ত্রী ও দুই বছরের এক শিশু সন্তান। অপরদিকে শুভাশিস ওঁরাও ও দীপঙ্কর মজুমদারের পরিবারেও রয়েছেন তাঁদের বাবা-মা ও ভাই। এই দুর্ঘটনায় তিনটি পরিবারই চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। রবিবার সকালে মৃত তিন যুবকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজগঞ্জ ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী

শনিবার সকালে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানার অন্তর্গত মনুয়াগঞ্জ এলাকায় আমবাড়ি,হাতিমোড় রাজ্য সড়কে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় তিন যুবকের মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় কর্ণদেব মণ্ডল ও শুভাশিস ওঁরাওয়ের। গুরুতর আহত অবস্থায় দীপঙ্কর মজুমদারকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সর্বানী ধারা, পানিকৌড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পাপিয়া সরকার সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। তাঁরা শোকাহত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন, গভীর সমবেদনা জানান এবং এই কঠিন সময়ে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এছাড়াও এদিন মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখ া করেন রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি নেতা নিতাই মণ্ডল। তিনিও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে সমবেদনা জানান এবং পাশে থাকার বার্তা দেন।

ফুড ইন্সপেক্টর নেই ময়নাগুড়ি পুরসভায়, অস্বাস্থ্যকর খাবার নিয়ে উদ্বেগ শহরবাসীর

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ শহর জুড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে ফাস্টফুড ও বিভিন্ন খাবারের দোকান। সন্ধ্যার পর রাস্তার ধারে এসব দোকানে উপচে পড়ছে ভিড়। কিন্তু ময়নাগুড়ি পুরসভায় দীর্ঘদিন ধরে ফুড ইন্সপেক্টর না থাকায় খ াদ্যের গুণগতমান যাচাই ও নিয়মিত নজরদারি কার্যত বন্ধ রয়েছে বলে অভিযোগ শহরবাসীর। নতুন বাজার, পুরাতন বাজার-সহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় খোলা অবস্থায় খ াবার বিক্রি হচ্ছে। কোন ধরনের তেল ব্যবহার করা হচ্ছে, খাবার স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে রান্না ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা; এসব বিষয় নজরদারির বাইরে থেকেই যাচ্ছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। গরমের মরশুম সামনে থাকায় পেটের অসুখসহ বড় ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকির আশঙ্কা বাড়ছে। ময়নাগুড়ি শহিদগড় হাই স্কুলের শিক্ষক দীপক চক্রবর্তী বলেন, রাস্তার ধারের খাবারের দোকানগুলিতে নিয়মিত নজরদারি জরুরি। অনেক অভিভাবক শিশুদের জন্য ফাস্টফুড কিনে বাড়ি নিয়ে যান। কিন্তু সেগুলি কীভাবে রান্না হচ্ছে, তা দেখার কেউ নেই।

এ প্রসঙ্গে ময়নাগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান মনোজ রায় জানান, বর্তমানে পুরসভায় ফুড ইন্সপেক্টর নেই। তবে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন দপ্তরে জানিয়ে ডিমান্ড পাঠানো হয়েছে। তিনি স্বীকার করেন, শহরের স্বার্থে ফুড ইন্সপেক্টর অত্যন্ত প্রয়োজন।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/9/2026 8:34 AM Page 8

উন্নয়নের খতিয়ান নিয়ে পথে মনীষা-সুমলারা, ইংরেজবাজারে অভিনব ‘উন্নয়নের পাঁচালি’

নয়া জামানা, মালদহ ঃ ইংরেজবাজার শহরে উন্নয়নের বার্তা আরও জোরদার করতে নতুন উদ্যোগ নিল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস।

দলের পক্ষ থেকে প্রতিটি ওয়ার্ডে শুরু হয়েছে অভিনব কর্মসূচি ‘উন্নয়নের পাঁচালি’। এই কর্মসূচির মাধ্যমে মা-মাটি-মানুষের সরকারের গত প্রায় ১৫ বছরের সাফল্য, জনমুখী প্রকল্প ও মানুষের জীবনে আসা পরিবর্তনের খতিয়ান সরাসরি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায়।রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলছেন নেতৃত্ব ও কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন ইংরেজবাজার শহর মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মনীষা সাহা মণ্ডল,ইংরেজ বাজার পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুমলা আগরওয়াল,কাউন্সিলর সন্ধ্যা দাস ও অশোক সাহা।নেতৃত্বের বক্তব্য, লক্ষ্মীর ভান্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তা থেকে শুরু করে পরিকাঠামো উন্নয়ন সবই মানুষের জীবনযাত্রার মান বদলেছে।তাই এই ‘পাঁচালি’ শুধু প্রচার নয় বরং উন্নয়নের বাস্তব চিত্র তুলে ধরার এক জনসংযোগ সেতু। কর্মসূচিকে ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের উৎসাহ ও সাধারণ মানুষের সাড়া ছিল চোখে পড়ার মতো।

প্রতিশ্রুতির জালে দুই দশক ,মহকুমা সদর চাঁচলে এখনও অধরা পুরসভা, ভোটের মুখে বাড়ছে জনরোষ

সৌম্যজ্যোতি মন্ডল ।। নয়া জামানা ।। চাঁচল

দক্ষিণবঙ্গের কোনো ছোট শহর হোক বা উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক জনপদ;উন্নয়নের মাপকাঠিতে পুরসভা পাওয়া যেকোনো এলাকার কাছেই বড় মাইলফলক। কিন্তু মালদা জেলার চাঁচল মহকুমা সদরের ক্ষেত্রে চিত্রটা ঠিক উল্টো। রাজ্যের একমাত্র মহকুমা সদর হিসেবে চাঁচল আজও পুরসভার তকমা পায়নি, যা নিয়ে দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ক্ষোভ জমছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে। ২০০১ সালের ১ এপ্রিল চাঁচল মহকুমা গঠনের পর থেকেই এই দাবি জোরালো হয়। প্রশাসনিক নিয়ম অনুযায়ী, পুরসভা গঠনের জন্য অন্তত ২০ হাজার জনসংখ্যা প্রয়োজন।

অথচ ২০০১ সালের জনগণনাতেই চাঁচলের ১০টি মৌজা মিলিয়ে জনসংখ্যা ছিল ৪২ হাজার ৮৭৯। বর্তমানে সেই সংখ্যা কয়েক গুণ বাড়লেও পরিকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন হয়নি। ইতিহাস বলছে, ২০১০ সালে বামফ্রন্ট সরকার যে ১৩টি নতুন পুরসভা গঠনের ঘোষণা করেছিল, তার মধ্যে চাঁচলের নাম ছিল। পরবর্তীতে ২০১৪ সালে তৃণমূল সরকারও চাঁচলকে পুরসভা করার কথা ঘোষণা করে। এমনকি ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ফিরহাদ হাকিম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, শাসকদলের প্রার্থী জিতলে দ্রুত পুরসভা কার্যকর হবে। সেই ভরসায় চাঁচলবাসী তৃণমূলকে জয়ী করলেও পাঁচ বছর কেটে যাওয়ার পর পরিস্থিতি তথৈবচ। ফের সামনে আরও একটি বিধানসভা নির্বাচন, কিন্তু প্রতিশ্রুতি আজও রয়ে গিয়েছে কাগজের কলমেই। এই ইস্যুকে হাতিয়ার করে ময়দানে নেমেছে বিরোধী দলগুলো। সম্প্রতি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী চাঁচলে এসে এই বঞ্চনা নিয়ে সরাসরি শাসকদলকে নিশানা করেছেন। কংগ্রেস নেতা নীলু কাজীর সাফ অভিযোগ, তৃণমূল চাঁচলের মানুষের সাথে প্রতারণা করেছে। পাল্টা সুর চড়িয়েছে বিজেপিও; দলের রাজ্য সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ির দাবি, বিজেপি ক্ষমতায় এলেই দ্রুত এই দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হবে। যদিও জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন আশ্বস্ত করেছেন যে, কিছু কারিগরি কারণে দেরি হলেও দ্রুত পুরসভা চালু হয়ে যাবে। তবে রাজনৈতিক তরজার মাঝে পড়ে সাধারণ মানুষ চূড়ান্ত হতাশ। স্থানীয় বাসিন্দা দীপক চ্যাটার্জি বা যুবক ঋতম দাসের মতো সাধারণ নাগরিকদের একটাই আক্ষেপ; পুরসভা না হওয়ায় নাগরিক পরিষেবা থেকে শুরু করে কর্মসংস্থান, সবক্ষেত্রেই তাঁরা পিছিয়ে পড়ছেন।

ভোট আসে ভোট যায়, কিন্তু চাঁচলবাসীর ‘পুর-স্বপ্ন’ আজও অধরা থেকে যায়।

বিজেপি সাংসদের তৎপরতায় রায়গঞ্জ-বারসই চার লেন সড়ক প্রকল্পের কাজ শুরু

রামকৃষ্ণ দাস, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি অবশেষে বাস্তবায়নের পথে। বিজেপি সাংসদ কার্তিক চন্দ্র পালের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রায়গঞ্জ থেকে বিহারের বারসই পর্যন্ত সরাসরি চার লেনের সড়ক যোগাযোগ প্রকল্পের ‘ডিটেইল প্রজেক্ট রিপোর্ট’ বা ডিপিআর তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। মোরগ্রাম,কিশনগঞ্জ হাইস্পিড করিডরের অধীনে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটি হাতে নিয়েছে। প্রায় ২২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তাটি তৈরি হলে রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ ও ইটাহারের মানুষের সঙ্গে বিহারের বারসইয়ের যোগাযোগ ব্যবস্থা আমূল বদলে যাবে।

শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে সাংসদ জানান, এটি কোনো নির্বাচনী চমক নয়, বরং সাধারণ মানুষের দীর্ঘ ৩০ বছরের বঞ্চনা দূর করার একটি স্থায়ী পদক্ষেপ। বর্তমানে রায়গঞ্জ থেকে বারসই যেতে গেলে মহানন্দা ও নাগর নদী পার হওয়ার জন্য নৌকার ওপর নির্ভর করতে হয়, যা বর্ষাকালে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। নতুন এই সড়ক ও সেতু নির্মিত হলে সেই দুর্ভোগ যেমন কমবে, তেমনই ওই অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যেও জোয়ার আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ডিপিআর তৈরির জন্য ১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং একটি সংস্থাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সাংসদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে ওয়েস্ট দিনাজপুর চেম্বার অব কমার্স ও রায়গঞ্জ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। ব্যবসায়ীদের মতে, এই রাস্তা দুই রাজ্যের বাণিজ্যিক সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে। পাশাপাশি, রায়গঞ্জ শহরের ভেতর দিয়ে যাওয়া পুরোনো জাতীয় সড়কের বেহাল দশা কাটাতেও সক্রিয় হয়েছেন সাংসদ। রাজ্য পূর্ত দপ্তর রূপাহার থেকে বারদুয়ারি মোড় পর্যন্ত ১২ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের অনুমোদন দিয়েছে, যার কাজ মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকেই শুরু হওয়ার কথা। সব মিলিয়ে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় স্তরে সমন্বয়ের মাধ্যমে এলাকার সড়ক পরিকাঠামোয় এক বড় পরিবর্তনের সূচনা হতে চলেছে।

বালুরঘাটে ৪০তম পৌর ফুল মেলা উপলক্ষে বর্ণাঢ্য রোড রেস

নয়া জামানা, বালুরঘাট ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট পৌরসভার ঐতিহ্যবাহী ফুল মেলা এবার ৪০ বছরে পদার্পণ করল। প্রতি বছরের মতো এবারও এই মেলা উপলক্ষে আয়োজিত হলো এক বর্ণাঢ্য রোড রেস।

গত ৮ জানুয়ারি, মেলার শেষ দিনে এই দৌড় প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে জেলাজুড়ে ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা যায়। রবিবার সকালে হিলি ব্লকের তিওর প্রাচি সংঘ থেকে প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। প্রায় ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এই পথ অতিক্রম করে দৌড়বিদরা বালুরঘাটের সুরেশ রঞ্জন পার্কে এসে পৌঁছান। আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, এ বছর প্রতিযোগিতায় মোট ১৭০ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন, যার মধ্যে ১৪০ জন পুরুষ এবং ৩০ জন মহিলা প্রতিযোগী ছিলেন। প্রতিযোগিতার প্রারম্ভে তিওরে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করেন বালুরঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান সুরজিৎ সাহা, ভাইস চেয়ারম্যান মুনমুন কর, কাউন্সিলর পল্লব দাস ও সুবিনয় আচার্য। রাস্তার দু’ধারে দাঁড়িয়ে অসংখ্য সাধারণ মানুষ করতালি দিয়ে দৌড়বিদদের অভিনন্দন জানান। চেয়ারম্যান সুরজিৎ সাহা জানান, ফুল মেলাকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই দৌড় প্রতিযোগিতায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিপুল অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানটিকে এক অনন্য মাত্রা দিয়েছে।

গঙ্গা ভাঙন আন্দোলনের রূপকার কেদারনাথ মন্ডলের স্মরণসভা

তনয় কুমার মিশ্র, নয়া জামানা, মালদা ঃ গঙ্গা ভাঙন আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব প্রয়াত কেদারনাথ মন্ডলের স্মরণে মালদার বাঙ্গীটোলা গ্রাম পঞ্চায়েত হলে আয়োজিত হলো এক আবেগঘন স্মরণসভা। ‘গঙ্গা ভাঙন নাগরিক অ্যাকশন প্রতিরোধ কমিটি’ ও ‘জন আন্দোলন কমিটি’র উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় কেদারবাবুর জীবন ও সংগ্রামকে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি গঙ্গা ভাঙন রোধে সরকারি ব্যর্থতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হলেন সদস্যরা। গত ২৪ জানুয়ারি ৮৯ বছর বয়সে সাহাপুরের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন কেদারনাথ মন্ডল। ১৯৯৮ সালে বামপন্থী রাজনীতি ছেড়ে তিনি নাগরিক অ্যাকশন প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তোলেন এবং আমৃত্যু গঙ্গা পাড়ের সর্বহারা মানুষের অধিকার রক্ষায় লড়েছেন। এদিনের সভায় তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি স্মারকগ্রন্থ এবং তনয় কুমার মিশ্রের লেখা কাব্যগ্রন্থ ‘গঙ্গা পাড়ের শব্দ’ প্রকাশিত হয়। বইটি লেখক প্রয়াত কেদারনাথ মন্ডলকেই উৎসর্গ করেছেন। স্মরণসভায় উপস্থিত বক্তারা অভিযোগ করেন, ভাঙন প্রতিরোধের নামে বর্তমানে সরকারি স্তরে ব্যাপক দুর্নীতি ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে। সীমান্ত সমস্যা ও গঙ্গার চরের মানুষের নাগরিক অধিকার নিয়ে প্রশাসনের উদাসীনতার বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দেন আন্দোলনকারীরা। কমিটির কর্ণধার খিদির বক্স ও বিপ্লব ভট্টাচার্য বলেন, ‘আমরা এক সুযোগ্য অভিভাবককে হারালাম। গঙ্গা ভাঙন ইস্যুটিকে বিশ্বদরবারে পৌঁছে দিতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।’ সভায় প্রয়াত নেতার দুই পুত্র, কন্যা ও পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। কেদারবাবুর মৃত্যুতে মালদার নাগরিক আন্দোলনে যে শূন্যতা তৈরি হলো, তা অপূরণীয় বলেই মনে করছেন তাঁর দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধারা।

ইসলামপুরে রামনবমীর প্রস্তুতি তুঙ্গে, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার ডাক দিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ আগামী ২৭শে মার্চ রামনবমী উদযাপন উপলক্ষে ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু করেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। রবিবার ইসলামপুরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই উৎসবের রূপরেখা তুলে ধরেন সংগঠনের উত্তরবঙ্গের প্রধান গৌরাঙ্গ তালাপাত্র ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। পরিষদের দাবি, ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম রামনবমী উৎসব আয়োজিত হয় ইসলামপুরে, যেখানে প্রতি বছর কয়েক লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটে। সেই ঐতিহ্য বজায় রেখে এবারও এক বিশাল ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এবারের উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে কৌশিক পাল এবং সম্পাদক হিসেবে সুমন্ত ভাওয়ালের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ২৭শে মার্চ, শুক্রবার মূল শোভাযাত্রার পাশাপাশি থাকবে ভগবান রামের ভজন, নৃত্য ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শোভাযাত্রার রুট আগের বছরের মতোই অপরিবর্তিত থাকছে। উৎসবটি শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। ধর্মীয় ভাবাবেগ ও শৃঙ্খলার মেলবন্ধনে এক অনন্য উৎসব উপহার দিতে কোমর বেঁধে নামছেন আয়োজকরা।

ইসলামপুরে সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি মিমের, ঘোষিত হলো ব্লক কমিটি

উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে নিজেদের সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করতে বড়সড় পদক্ষেপ নিল আসাদউদ্দিন ওয়াইসির দল এআইএমআইএম। রবিবার শহরের একটি বেসরকারি হোটেলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের পক্ষ থেকে ইসলামপুর ব্লক কমিটি গঠন করা হয়। এই নবগঠিত কমিটির ব্লক সভাপতির গুরুদায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে মহসিন দিনাজপুরীর হাতে। সম্মেলনে উপস্থিত দলের শীর্ষ নেতৃত্ব স্পষ্ট জানান যে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ইসলামপুর আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মিম পুরোপুরি প্রস্তুত।

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে নিজেদের সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করতে বড়সড় পদক্ষেপ নিল আসাদউদ্দিন ওয়াইসির দল এআইএমআইএম। রবিবার শহরের একটি বেসরকারি হোটেলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের পক্ষ থেকে ইসলামপুর ব্লক কমিটি গঠন করা হয়।

এই নবগঠিত কমিটির ব্লক সভাপতির গুরুদায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে মহসিন দিনাজপুরীর হাতে। সম্মেলনে উপস্থিত দলের শীর্ষ নেতৃত্ব স্পষ্ট জানান যে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ইসলামপুর আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মিম পুরোপুরি প্রস্তুত। সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে অভয়বাণী দিয়ে নেতারা বলেন, ‘কাউকে ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই।’ তাঁরা দাবি করেন, মিম কেবল বিভাজনের নয়, বরং উন্নয়ন ও অধিকারের রাজনীতি করতে ময়দানে নেমেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনের আগে এই ব্লক কমিটি গঠন এবং সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া ইসলামপুরের প্রচলিত রাজনৈতিক সমীকরণে বড় পরিবর্তন আনতে পারে। তৃণমূল ও বাম-কংগ্রেস শিবিরের ভোটে মিম কতটা থাবা বসাতে পারে, তা নিয়েই এখন এলাকায় জোর চর্চা শুরু হয়েছে। গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের ডাক দিয়ে মিম নেতৃত্ব জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা এখন থেকেই নির্বাচনের পূর্ণ প্রস্তুতি শুরু করছেন।

কেরালায় মৃত শ্রমিকের সন্তানদের পাশে ‘গরিবের বন্ধু’ মতিউর

মোজাম্মেল হক, নয়া জামানা, পুকুরিয়া ঃ রোজগারের আশায় ভিনরাজ্যে গিয়ে আর ফেরা হলো না মালদহের সম্বলপুর একডালিয়া গ্রামের যুবকের। গত ২৩শে জানুয়ারি কেরালায় কর্মস্থলে মৃত্যু হয় তাঁর। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারীকে হারিয়ে অথৈ জলে পড়েছিল অসহায় পরিবারটি। বাড়িতে বিধবা স্ত্রী ছাড়াও রয়েছে চার সন্তান ও বৃদ্ধ বাবা। খবরটি কানে পৌঁছানো মাত্রই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ‘গরিবের বন্ধু’ হিসেবে পরিচিত মতিউর রহমান। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি শোকাতুর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদের হাতে এক লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন। শুধু আর্থিক সাহায্যই নয়, মৃত শ্রমিকের মেয়ের পড়াশোনা ও ভবিষ্যতের যাবতীয় দায়িত্ব নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। মৃতের বাবা ইমাম আলী জানান, ‘ছেলের উপার্জনেই সংসার চলত। বয়সের ভারে আমি অক্ষম, দুবেলা অন্ন জোটা ভার হয়ে পড়েছিল। মতিউর বাবুর এই সাহায্য আমাদের বেঁচে থাকার নতুন আশার আলো দেখাল।’ মতিউর রহমানের এই মানবিক উদ্যোগে এলাকায় খুশির হাওয়া। শোকের আবহেও কিছুটা স্বস্তি খুঁজে পেয়েছে অসহায় পরিবারটি।

জনগণের মনের কথা জানতে বালুরঘাটে বিজেপির ‘সাজেশন বক্স’,পাল্টা কটাক্ষ তৃণমূলের

দুলাল সিংহ, নয়া জামানা, বালুরঘাট ঃ বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজার আগেই জনসংযোগে অভিনব কৌশল নিল ভারতীয় জনতা পার্টি। দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট পৌরসভা এলাকায় ‘সাজেশন বক্স’ কর্মসূচির সূচনা করলেন জেলা বিজেপি সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষের সমস্যা, এলাকার উন্নয়ন এবং রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে সাধারণ নাগরিকরা ঠিক কী ভাবছেন, তা সরাসরি জানতেই এই উদ্যোগ। আগামী দিনে জেলার প্রতিটি ব্লকে এই বাক্স বসানো হবে। এদিন কর্মসূচির শুরুতেই দেখা যায় সাধারণ মানুষের উৎসাহ, বিশেষ করে মহিলারা বিপুল সংখ্যায় তাঁদের মতামত জমা দেন। অধিকাংশ পরামর্শেই নারী নিরাপত্তা, উন্নত শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং ভয়হীন পরিবেশে ভোটদানের দাবি উঠে এসেছে। স্বরূপ চৌধুরীর দাবি, তৃণমূল সরকার মানুষের কথা শুনতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই বিজেপি ক্ষমতায় এলে জনগণের মতামতকেই অগ্রাধিকার দেবে। তবে বিজেপির এই কর্মসূচিকে ‘রাজনৈতিক নাটক’ বলে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বালুরঘাট শহর তৃণমূল সভাপতি সুভাষ চাকী পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, ২০১৪ সাল থেকে কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকলেও বিজেপি অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আটকে রেখে এখন ভোটের মুখে মানুষের সহানুভূতি পেতেই এই সাজেশন বক্সের আয়োজন করা হয়েছে।

পুরাতন মালদায় তৃণমূলের বর্ণাঢ্য অভিনন্দন যাত্রা

নয়া জামানা, পুরাতন মালদা ঃ রাজ্য বাজেটে লক্ষ্মী ভাণ্ডার প্রকল্পের আর্থিক অনুদান বাড়িয়ে ১৫০০ ও ১৭০০ টাকা করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে রবিবার পুরাতন মালদায় এক বিশাল ‘ধন্যবাদ ও অভিনন্দন যাত্রা’ অনুষ্ঠিত হলো। পৌরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা আইএনটিটিইউসি-র জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ হালদারের উদ্যোগে বাচামারি পালপাড়া এলাকা থেকে এই সুসজ্জিত মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক আশীষ চক্রবর্তী, পুরপ্রধান বিভূতিভূষণ ঘোষ, চৈতালি ঘোষ সরকার এবং কার্তিক ঘোষের মতো নেতৃত্ব। ঢাক, কাঁসা এবং দলীয় পতাকায় সজ্জিত এই পদযাত্রাটি গোটা এলাকা পরিক্রমা করে। বক্তারা জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সিদ্ধান্ত প্রান্তিক মানুষের আর্থিক সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। সাধারণ মানুষের স্বস্তি ও জনমুখী বাজেটের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেই এই স্বতঃস্ফূর্ত আয়োজন। মিছিল থেকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জয়ধ্বনি দেওয়া হয়।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/9/2026 8:34 AM Page 9

লক্ষাধিক ভক্তের সমাগমে মা রাজরাজেশ্বরীর প্রতিমা বিসর্জন

নয়া জামানা ।। সুতি

বংশবাটী গ্রামে ধর্মীয় আবেগ ও লোকাচারের এক অনন্য দৃষ্টান্ত তৈরি করে রবিবার সকালে সম্পন্ন হল মা রাজরাজেশ্বরী দেবীর প্রতিমা বিসর্জন। পূর্ণিমা তিথির পরবর্তী রবিবারে বহু বছরের প্রথা মেনে রাজুয়া দিঘিতে দেবীর নিরঞ্জনকে ঘিরে লক্ষাধিক ভক্তের ঢল নামে। ভোরের আলো ফোটার আগেই ঢাক, কাঁসর-ঘণ্টা, শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে চলা এই ঐতিহ্যবাহী পুজোর অন্তিম লগ্নে দেবীকে বিদায় জানাতে বংশবাটী গ্রাম ছাড়াও পার্শ্ববর্তী বীরভূম জেলা, ঝাড়খণ্ড-সহ দূরদূরান্ত থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এসে উপস্থিত হন। সকাল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদের ভিড়ে উপচে পড়ে রাজুয়া দিঘির চারপাশ। কোথাও ভক্তদের কীর্তন, কোথাও আবার চোখের জলে মায়ের বিদায় সমগ্র পরিবেশ হয়ে ওঠে আবেগঘন।বিপুল জনসমাগম সত্ত্বেও প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও স্বেচ্ছাসেবকদের তৎপরতায় শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয় বিসর্জন পর্ব। প্রতিটি মুহূর্তে নজরদারি, নিয়ন্ত্রিত প্রবেশ ও স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শেষ হয় এই বৃহৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠান। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী, কয়েক দশক আগে ভট্টাচার্য পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এক অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়েই মা রাজরাজেশ্বরীর এই পুজোর সূচনা।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই পারিবারিক পুজোই আজ সর্বজনীন রূপ নিয়েছে। সরস্বতী পুজোর পরদিন থেকে শুরু হওয়া এই পুজোয় নিয়ম মেনে পাঁঠাবলি দেওয়া হয় এবং পুজোকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে গ্রামে বসে বিশাল মেলা।

এই মেলায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি দূরদূরান্ত থেকে আগত মানুষজনের ভিড় চোখে পড়ার মতো।বিসর্জনের চূড়ান্ত মুহূর্তে দেবীকে শেষ প্রণাম জানাতে গিয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন অসংখ্য ভক্ত। অনেকের চোখেই জল, আবার সেই আবেগের মধ্যেই শোনা যায় আসছে বছর আবার হবে এই আশ্বাসে মা রাজরাজেশ্বরীকে বিদায় জানান সকলে।ধর্ম, সংস্কৃতি ও লোকাচারের এক অপূর্ব মেলবন্ধন হিসেবে প্রতি বছরই বংশবাটী গ্রামের মা রাজরাজেশ্বরীর পুজো ও বিসর্জন পর্ব বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে আসছে। এই পুজো শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং গ্রামীণ ঐতিহ্য, সামাজিক সম্প্রীতি ও বিশ্বাসের এক জীবন্ত নিদর্শন হয়ে উঠেছে।

বিরোধী শিবিরে ধস, বিধায়কের হাতধরে তৃণমূলে যোগদানের ঢল

কমল মজুমদার , নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ জঙ্গিপুর বিধানসভা এলাকায় ফের একবার সাংগঠনিক শক্তি বাড়াল তৃণমূল কংগ্রেস। বিধায়ক জাকির হোসেনের নেতৃত্বে জঙ্গিপুর পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে শতাধিক মানুষ আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। এই যোগদান ঘিরে জঙ্গিপুরের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র চর্চা। নবাগত সদস্যদের বক্তব্য অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যজুড়ে যে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং জঙ্গিপুরে বিধায়ক জাকির হোসেনের হাত ধরে যে ধারাবাহিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, তারই শরিক হতে তাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁদের দাবি, গত কয়েক বছরে জঙ্গিপুরে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ পরিষেবা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির বাস্তব রূপায়ণে চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন এসেছে। বিশেষ করে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দ্রুত সমস্যার সমাধান এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নে বিধায়ক জাকির হোসেনের সক্রিয় ভূমিকা তাঁদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট করেছে।যোগদান সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব জানান, মানুষের বিশ্বাস ও ভালোবাসাই তাঁদের সবচেয়ে বড় শক্তি। দল-মত নির্বিশেষে সকলকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গিপুরের উন্নয়নের ধারা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁদের মূল লক্ষ্য। নতুন যোগদানকারীদের স্বাগত জানিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের দল, উন্নয়নের দল।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই বিপুল সংখ্যক মানুষের যোগদানের ফলে আগামী দিনে জঙ্গিপুর এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক ভিত আরও মজবুত হল বলেই মনে করা হচ্ছে।

সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ, কাঠগড়ায় পঞ্চায়েত প্রধান

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ কোটি টাকার সরকারি প্রকল্প, অথচ কাজের মান নিয়ে উঠছে চরম দুর্নীতির অভিযোগ। মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর ১ ব্লকের গড্ডা পঞ্চায়েত এলাকায় রাস্তার কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠল জনতা। কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। গ্রামবাসীদের অভিযোগের তীর সরাসরি স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান গোলাপি খাতুনের দিকে। বৈদ্যনাথপুর মোড় (বাদশাহী সড়ক) থেকে শেরপুর ফেরিঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ৯.৩৬৯ কিলোমিটার দীর্ঘ এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটির সংস্কার কাজ শুরু হয়েছে। প্রায় ৪,৭৩,৬৮,৬৮৯ টাকা বরাদ্দে তৈরি এই রাস্তাটি গড্ডা, সিংহারি, শ্যামপুর, চাচুয়া, কাশিপুর ও শুখ তানপুরের মতো একাধিক গ্রামের সংযোগকারী প্রধান মাধ্যম। স্থানীয়দের অভিযোগ, শুরু থেকেই নিয়ম মেনে উন্নত মানের সামগ্রী ব্যবহার না করে অত্যন্ত নিম্নমানের পাথর ও বালি দিয়ে দায়সারা ভাবে কাজ শেষ করার চেষ্টা চলছে।বিক্ষোভকারীদের দাবি অনুযায়ী, কাগজে-কলমে এই কাজের ই.এইচ. কনস্ট্রাকশন কোং প্রাইভেট লিমিটেড দায়িত্ব একটি ঠিকাদার সংস্থা পেলেও, পর্দার আড়ালে পুরো বিষয়টি পরিচালনা করছেন গড্ডা পঞ্চায়েতের প্রধান গোলাপি খাতুন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ,ঠিকাদারের কাছ থেকে কাজ নিয়ে প্রধান নিজেই ব্যক্তিগত তদারকিতে কাজ করাচ্ছেন।মুনাফার লোভে সিডিউল বহির্ভূত ও অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে।প্রধান ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে জোরজবস্তি কাজ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।এত টাকা বরাদ্দ হওয়া সত্ত্বেও কেন কমা সামগ্রী দিয়ে কাজ হবে? আমরা চাই সিডিউল মেনে স্বচ্ছভাবে কাজ হোক। প্রধান নিজে যুক্ত থেকে দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছেন, এটা আমরা মানব না। এক বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী।এদিন বিক্ষোভের জেরে দীর্ঘক্ষণ কাজ বন্ধ থাকে।এলাকাবাসীর স্পষ্ট দাবি, অবিলম্বে এই নিম্নমানের কাজ বন্ধ করতে হবে এবং সরকারি নির্দেশিকা বা ওয়ার্ক সিডিউল অনুযায়ী উন্নত মানের সামগ্রী দিয়ে নতুন করে কাজ শুরু করতে হবে। অন্যথায় তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এই বিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধান ও ঠিকাদার কর্তৃপক্ষ সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি কথা বলতে চাননি।

ঐতিহ্য রক্ষায় মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ উৎসব

একসময় বাংলার নবাবী রাজধানী হিসেবে বিখ্যাত মুর্শিদাবাদের গৌরবময় অতীতকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার জন্য প্রতি বছর মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি'র উদ্যোগে আয়োজিত হয় মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ উৎসব। গত ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে তিন দিন ধরে চলা এই উৎসবের এদিন শেষ দিন। এবারের আয়োজনের প্রধান আকর্ষণ কাঠগোলার বাগান ও প্রাসাদের রাজকীয় প্রেক্ষাপট।

নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ একসময় বাংলার নবাবী রাজধানী হিসেবে বিখ্যাত মুর্শিদাবাদের গৌরবময় অতীতকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার জন্য প্রতি বছর মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি'র উদ্যোগে আয়োজিত হয় মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ উৎসব। গত ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে তিন দিন ধরে চলা এই উৎসবের এদিন শেষ দিন। এবারের আয়োজনের প্রধান আকর্ষণ কাঠগোলার বাগান ও প্রাসাদের রাজকীয় প্রেক্ষাপট।এদিন সন্ধ্যায় উদ্যোক্তাদের তরফে কাঠগোলা বাগানের রাজকীয় প্রেক্ষাপট এবং দুগ্গার পরিবারের বহু পুরনো প্রাসাদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হল একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে এই উৎসব নবাবী আমলের ঐতিহ্য, স্থাপত্য, সংস্কৃতি ,শিল্পকলা এবং খাদ্য রসিকতাকে এক ছাদের নিচে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়েছে।মুর্শিদাবাদ জেলার কাঠগোলা প্রাসাদ এবং বাগান, যা দুগ্গার পরিবারের ঐতিহাসিক বাসস্থান হিসেবেই পরিচিত তার মার্বেলের মেঝে, ইতালীয় শৈলীতে নির্মিত স্তম্ভ, বিশাল বাগান ,জলাশয় এবং সেখানে অবস্থিত পারিবারিক মন্দির দেখার জন্য প্রত্যেক বছর দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ মুর্শিদাবাদের লালবাগ শহরে আসেন। মুর্শিদাবাদ জেলাকে পর্যটন মানচিত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং এই জেলার ট্যানজিবল এবং ইনট্যাঞ্জিবল ঐতহ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভ্রমণ পিপাসু মানুষের সামনে তুলে ধরতে ২০১০ সাল থেকেই এই সংস্থা প্রতিবছর 'মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ উৎসব' আয়োজন করে চলেছে। এই উৎসবের আয়োজকদের আশা ঐতিহাসিক স্থাপত্য ও রাজপ্রাসাদ দর্শন, বিভিন্ন রকমের চিত্র প্রদর্শন, নৌকা ভ্রমণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তিন দিন ধরে চলা এই উৎসব মুর্শিদাবাদকে পর্যটনের মানচিত্রে আরও আকর্ষণীয় জায়গায় নিয়ে যাবে। এই উৎসবকে আকর্ষণীয় করার জন্য উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে স্থানীয় লোকনৃত্য ও লোকগান, নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা ,আলোকচিত্র প্রদর্শনী, আতশবাজির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সব মিলিয়ে উৎসব হয়ে উঠেছে আনন্দ এবং ইতিহাসের এক মিলনমেলা। এই উৎসবের খাদ্যপ্রেমীদের জন্য রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। ঐতিহাসিক বাড়িগুলোতে নবাবি খানাপিনার আয়োজন করা হয়েছে। রয়েছে মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত শেহেরওয়ালি খাবার। আওয়াধি ও বাঙালি ফিউশন রান্না এবং স্থানীয় বিভিন্ন মিষ্টির স্বাদ নিতে পারছেন অনুষ্ঠান এবং উৎসব দেখতে আগত দেশ-বিদেশের পর্যটকরা। মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সন্দীপ নওলখা বলেন,আমাদের তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের ভ্রমণ পিপাসু মানুষের কাছে সবথেকে প্রিয় পর্যটনের জায়গা মুর্শিদাবাদ। প্রায় ১৬ বছর আগে এই উৎসব প্রথম শুরু হওয়ার পর মুর্শিদাবাদ জেলার এই এলাকায় যেমন সামাজিক- অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে তার পাশাপাশি দেশ বিদেশ থেকে আগত পর্যটকদের সংখ্যাও বেড়েছে। প্রত্যেক বছর কাঠগোলার বাগানে প্রায় ১৫-১৬ লক্ষ পর্যটক আসছেন। আমরা এই ইতিহাস প্রচার না করলে ধীরে ধীরে এই 'হেরিটেজ', এখানকার বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি,ঐতিহ্য রক্ষা করা সম্ভব হতো না। এই সমস্ত কিছু বাঁচানোর উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের তরফ থেকে প্রত্যেক বছর এই উৎসব করা হয়। সন্দীপ নওলখা জানান,মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ উৎসবে আকর্ষিত হয়ে দুটো বিলাসবহুল 'ক্রুজ' খুব শীঘ্রই মুর্শিদাবাদ জেলায় আসছেন এবং তাতে প্রচুর বিদেশী পর্যটক থাকবেন। লালবাগের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জ শহর নতুন করে ট্যুরিজম ডেস্টিনেশন হিসেবে গড়ে উঠছে। সেখানে বেশ কিছু বিলাসবহুল হোটেলও তৈরী হয়েছে। আজিমগঞ্জে জৈন সম্প্রদায়ের প্রচুর মন্দির রয়েছে। গত কয়েক বছরে বহু কোটি টাকা খরচ করে মন্দিরগুলো সংস্কার করা হয়েছে। জৈনদের এই নতুন পর্যটনস্থল নিয়ে রাজস্থান এবং গুজরাটে জৈন সম্প্রদায়ের মানুষদের তাঁরা প্রচার চালাচ্ছেন বলেও জানান সন্দীপ নওলখা।

বাড়িতে ঢুকে শ্লীলতাহানি, আত্মঘাতী যুবতী

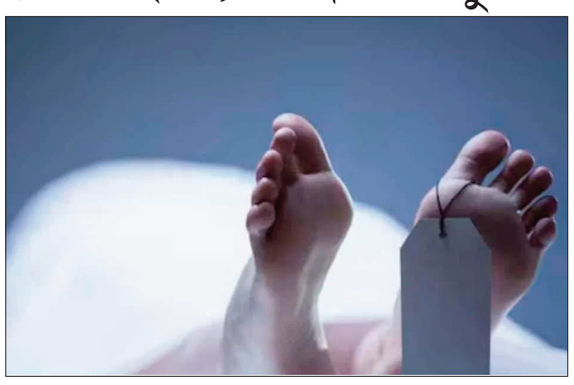

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বখাটে যুবকের লালসা ও প্রাণনাশের হুমকির বলি হতে হল মুর্শিদাবাদের জলঙ্গির এক কিশোরীকে। উত্ত্যক্ত করা ও শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ করলে বাবাকে খুন করা হবে এই আতঙ্কে শেষ পর্যন্ত আত্মহননের পথ বেছে নিল দশম শ্রেণির ওই ছাত্রী। প্রথমে বিষ খেয়ে এবং পরে হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় সে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত যুবকের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে শোকাতুর পরিবার।

মৃতার পরিবারের অভিযোগ, স্থানীয় এক যুবক গত ৬ মাস ধরে ওই কিশোরীকে মেলামেশার জন্য চাপ দিচ্ছিল ও উত্ত্যক্ত করছিল। কিশোরী রাজি না হওয়ায় অভিযুক্ত যুবক হুমকি দেয় যে, তার বাবা যখন মাঠে কাজে যাবেন, তখন তাকে কুপিয়ে খুন করে রেখে আসবে। বাবার প্রাণের ভয়ে কিশোরী দীর্ঘ সময় এই নির্যাতনের কথা কাউকে জানায়নি।দিন পাঁচেক আগে বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে অভিযুক্ত যুবক কিশোরীর শ্লীলতাহানি করে। বাড়ি ফিরে গোয়ালঘরের সামনে মেয়ের চিৎকার শুনতে পান বাবা। তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছালে অভিযুক্ত যুবক পালিয়ে যায়। এর পরেই কিশোরী বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তিন দিন হাসপাতালে চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেও মানসিক ট্রমা কাটিয়ে উঠতে পারেনি সে। এদিন কিশোরী তার বাবাকে দুটি কলম কিনে আনতে বলে। বাবা দোকানে গেলে এবং মা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার সুযোগে সে গলায় দড়ি দেয়। মেয়ের মৃত্যুতে ভেঙে পড়া বাবা বলেন, আমার একমাত্র মেয়েকে ওই ছেলেটা কেড়ে নিল। মেয়ে আগে জানালে আমি পুলিশে যেতাম। অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কিষান মান্ডিতে কারচুপি ! রাইস মিলের বিরুদ্ধে সরব চাষিরা

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ভরতপুর-১ ব্লকের গড্ডা পঞ্চায়েত এলাকায় সরকারি কিষান মান্ডির উদ্যোগে ধান কেনা শুরু হতেই দেখা দিল চরম বিতর্ক। গড্ডা গ্রামে আয়োজিত এই ধান কেনার ক্যাম্পে একটি নির্দিষ্ট রাইস মিলের বিরুদ্ধে ধান চুরির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন স্থানীয় কৃষকরা। অভিযোগের তির মূলত 'মা উত্তরবাহিনী রাইস মিল' কর্তৃপক্ষের দিকে।

বৃহস্পতিবার গড্ডা গ্রামে কিষান মান্ডির তরফ থেকে ধান কেনার ক্যাম্প বসানো হয়েছিল। সেখানে এলাকার প্রান্তিক চাষিরা তাদের উৎপাদিত ধান বিক্রি করতে আসেন। কৃষকদের অভিযোগ, ধান ওজন করার সময় প্রতি কুইন্টালে প্রায় ৮ থেকে ১০ কেজি করে ধান কম দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, ওজনে কারচুপি করে কৃষকদের ঠকানোর চেষ্টা করছে সংশ্লিষ্ট রাইস মিলটি।বিক্ষুব্ধ এক কৃষক জানান, ক্ষুব্ধআমরা হাড়ভাঙা খাটুনি করে ফসল ফলাই।

সরকারি ক্যাম্পে ধান দিতে এসে দেখি রাইস মিলের লোকজন ওজনে কারচুপি করছে। বস্তা প্রতি যদি ৮-১০ কেজি ধান চুরি হয়ে যায়, তবে আমাদের লাভ তো দূরের কথা, উৎপাদন খরচই উঠবে না।নির্দিষ্ট রাইস মিলের পাল্লায় ওজনে ব্যাপক গরমিল ধরা পড়েছে বলে দাবি চাষিদের।ওজন কম দেখিয়ে কৃষকদের প্রাপ্য টাকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।কিষান মান্ডির ক্যাম্পে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও রাইস মিলের কর্মীরা কীভাবে এই সাহস পায়, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড্ডা গ্রামে দীর্ঘক্ষণ উত্তেজনা বজায় থাকে।

চাষিদের প্রতিবাদের মুখে ধান কেনার প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। কৃষকদের দাবি, অবিলম্বে এই দুর্নীতির তদন্ত করতে হবে এবং ওজনে স্বচ্ছতা এনে পুনরায় ধান কেনা শুরু করতে হবে।প্রশাসন এবং কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোনো কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয় কি না, এখন সেটাই দেখার।তবে ম্যানেজারের এই 'ধর্ম কাটার প্রবলেম'-এর অজুহাত মানতে নারাজ বিক্ষুব্ধ চাষিরা। তাদের বক্তব্য, যদি মেশিনে ত্রুটি থাকে তবে কেন সেটি আগে পরীক্ষা করা হয়নি? সরকারি ক্যাম্পে কেন ত্রুটিপূর্ণ মেশিন আনা হলো, তা নিয়েও তদন্তের দাবি তুলেছেন তারা। কৃষকদের অভিযোগ, যান্ত্রিক ত্রুটির নাম করে আসলে সাধারণ চাষিদের ঘাম ঝরানো ফসল আত্মসাৎ করার চেষ্টা চলছে।যান্ত্রিক ত্রুটি নাকি পরিকল্পিত চুরি? ভরতপুরে ধান কেনা নিয়ে তুঙ্গে বিতর্ক।কাটায় গোলমাল!

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সভা ইমাম সংগঠনের

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির তত্ত্বাবধানে খড়গ্রাম ব্লক শাখার উদ্যোগে রবিবার একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সভার আয়োজন করা হয়। খড়গ্রাম বিডিও অফিসের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এই সভায় সমাজে শান্তি, সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক সহাবস্থান বজায় রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক আশিস মার্জিত, কান্দি মহকুমা শাসক, অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের মুর্শিদাবাদ জেলার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল রাজ্জাক, আব্দুর সবুর, আনিকুল ইসলাম, পাশাপাশি জেলা সাধারণ সম্পাদক অশোক মুখার্জি সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সামাজিক ঐক্য রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি।

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে একত্রে নিয়ে সমাজ গঠনের বার্তা তুলে ধরা হয় এই সভা থেকে। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়, আগামী দিনেও এই ধরনের সম্প্রীতি সভা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে সমাজে শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়।

ভিনরাজ্যে মৃত্যু বাংলার শ্রমিক

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ রঘুনাথগঞ্জ,১ নম্বর ব্লকের মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নওদা এলাকার এক পরিযায়ী শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু ফের রাজ্যের বাইরে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিল। স্থানীয় বাসিন্দা ওই ব্যক্তি পেশায় ছিলেন রাজমিস্ত্রি। জীবিকার তাগিদে প্রায় ৪৫ দিন আগে তিনি কাজের খোঁজে ব্যাঙ্গালোরে যান। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী হিসেবে দূরে গিয়েই সংসারের হাল ধরেছিলেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, ব্যাঙ্গালোরে কাজ করার সময় মাচা বাঁধতে গিয়ে প্রায় তিনতলা উচ্চতা থেকে পড়ে যান তিনি। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সবথেকে বড় ধাক্কা এসে পড়েছে তাঁর পরিবারের উপর। মৃত শ্রমিকের বাড়িতে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী ও দু'টি ছোট ছোট শিশু। এক মুহূর্তে পরিবারের একমাত্র ভরসাটুকু হারিয়ে তারা এখন চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। স্বামীর আয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সংসারের ন্যূনতম খরচ, শিশুদের পড়াশোনা, ভবিষ্যৎ সবকিছুই এখন প্রশ্নের মুখে। এই ঘটনায় নতুন করে উঠে এসেছে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি। রাজ্যের বাইরে কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে সেই শ্রমিকের পরিবারকে কীভাবে সাহায্য করা হবে, সরকারের দায়িত্ব ঠিক কতখানি সেই দিকেই তাকিয়ে আছে মৃতের পরিবার। সরকারি ক্ষতিপূরণ, শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প, বিমা বা আর্থিক সহায়তা এই সব ব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োগ কতটা দ্রুত ও কার্যকরভাবে হয়, সেটাই এখন তাঁদের একমাত্র আশা। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এই অসহায় পরিবারটির পাশে দাঁড়ানো এখন অত্যন্ত জরুরি। শুধু এককালীন সাহায্য নয়, দীর্ঘমেয়াদে পরিবারের খরচ বহনের জন্য সরকার ও প্রশাসনের স্পষ্ট উদ্যোগ প্রয়োজন। একই সঙ্গে পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজের জায়গায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কঠোর করা দরকার, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো পরিবার এভাবে বিপর্যস্ত না হয়।এই মৃত্যু শুধু একটি পরিবারের নয়, গোটা সমাজের কাছে এক কঠিন প্রশ্ন রেখে গেল পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবন ও ভবিষ্যৎ রক্ষায় আমরা সত্যিই কতটা দায়িত্বশীল।

বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ লালগোলার সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার কথা মাথায় রেখে প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিলেন বিশিষ্ট শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ও সমাজসেবী ডঃ আব্দুল আজিজ। তাঁর তত্ত্বাবধানে লালগোলায় একদিনের ফ্রি মেডিকেল হেল্প ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।

এই ক্যাম্পে অভিজ্ঞ পাঁচ জন চিকিৎসক উপস্থিত থেকে ছোট থেকে বড় সকল রোগীর বিনামূল্যে চিকিৎসা করেন।আমরা জানি, বর্তমান সময়ে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করাতে গিয়ে সাধারণ মানুষের বিপুল আর্থিক খরচ বহন করতে হয়।

সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ডঃ আব্দুল আজিজের উদ্যোগে এই ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প সাধারণ মানুষের কাছে আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায়। চিকিৎসার পাশাপাশি রোগীদের বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধও বিতরণ করা হয়।এই মেডিকেল ক্যাম্পে চিকিৎসা প্রদান করেন ডঃ আব্দুল আজিজ, ডঃ মাসুদা খাতুন, ডঃ মতিউর রহমান, ডঃ সাকিরুল ইসলাম ও ডঃ রুহুল আমিন। বিভিন্ন বয়সের অসংখ্য মানুষ এদিন এই শিবিরে চিকিৎসা করাতে আসেন। সকাল থেকেই মেডিকেল ক্যাম্পে জনসাধারণের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। ডঃ আব্দুল আজিজ জানান, লালগোলার অনেক প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ এখনও উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/9/2026 8:34 AM Page 10

প্রাণহাতে ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কে যাত্রা গর্তে ভরা রাস্তায় পথচারীদের চরম ভোগান্তি

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূমের নলহাটি,রানীগঞ্জ ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের বাইপাস থেকে নলহাটি কলেজ মোড় পর্যন্ত প্রায় কয়েক কিলোমিটার রাস্তা এখন কার্যত মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। প্রতিদিন হাজার হাজার সাধারণ মানুষ, স্কুলপড়ুয়া, অফিসযাত্রী থেকে শুরু করে পণ্যবাহী ট্রাক, ট্রাক্টর ও ছোট যানবাহন এই পথ ব্যবহার করলেও দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বেহাল অবস্থার কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে দাবি এলাকাবাসীর।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,

রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। কোথাও পিচ উঠে গিয়ে কংক্রিট বেরিয়ে পড়েছে, কোথাও আবার অসমতল অংশে জল জমে থাকায় আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে চলাচল। দিনের বেলায় যেমন দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে, তেমনি রাতের অন্ধকারে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। প্রায়ই ট্রাক, ট্রাক্টর কিংবা মোটরবাইক উল্টে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে বলে জানিয়েছেন বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, ছোটখাটো দুর্ঘটনা প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়ি য়ে ছে ।এলাকাবাসী দের অভিযোগ, একাধিকবার বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমেও এই রাস্তার দুরবস্থার ছবি ও খবর প্রকাশিত হয়েছে। তবুও সংস্কারের কোনও দৃশ্যমান উদ্যোগ দেখা যায়নি।

ফলে বাধ্য হয়ে সাধারণ মানুষকে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে। বিশেষ করে স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রী ও প্রবীণ নাগরিকদের জন্য এই পথ আরও বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।সমস্যার আর একটি বড় দিক হল ধুলো দূষণ। রাস্তার অধিকাংশ অংশ ভাঙাচোরা হওয়ায় যানবাহন চলাচলের সময় ঘন ধুলোর আস্তরণ তৈরি হয়। ফলে পথচারী ও বাইক আরোহীদের চোখে -মুখে ধুলো ঢুকে পড়ছে, শ্বাসকষ্টের সমস্যাও দেখা দিচ্ছে বলে অভিযোগ। অনেকেই বাধ্য হয়ে ঘুরপথ ব্যবহার করছেন, কিন্তু সেটি সময়সাপেক্ষ ও দূরত্বে বেশি হওয়ায় সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে প্রধান যোগাযোগপথ হিসেবে অধিকাংশ মানুষকেই এই ১৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ব্যবহার করতে হচ্ছে।স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, দ্রুত সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু না হলে বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁদের দাবি, প্রশাসন অবিলম্বে উদ্যোগ নিয়ে রাস্তার স্থায়ী মেরামতির ব্যবস্থা করুক, যাতে প্রতিদিনের এই ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত থেকে মুক্তি পান নলহাটির মানুষ।

সিউড়ি হাটজনবাজার রেলওয়ে ওভারব্রিজ উদ্বোধন, দীর্ঘদিনের ভোগান্তির অবসান

তারিক আনোয়ার ।। নয়া জামানা ।। বীরভূম

সিউড়ি হাটজনবাজার রেলওয়ে ওভারব্রিজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঘিরে এলাকা জুড়ে খুশির আবহাওয়া। রবিবারের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যোগ দেন ভারতের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। এই দিন ভার্চুয়াল মাধ্যমে রেলমন্ত্রী সিউড়ি হাটজনবাজার রেলওভারব্রিজ, কুমারপুর রোড ওভারব্রিজের উদ্বোধন করেন এবং আসানসোল,বোকারো ট্রেন পরিষেবার শুভ সূচনা ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে সরাসরি উপস্থিত থেকে সিউড়ি হাটজনবাজার রেলওভারব্রিজের ফিতা কাটেন শুভেন্দু অধিকারী। এরপর তিনি গোটা ওভারব্রিজ জুড়ে পদযাত্রা করেন। এই ব্রিজ চালু হওয়ায় এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটলো বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। দীর্ঘদিন ধরে হাটজনবাজার রেলগেটকে কেন্দ্র করে স্কুলপড়ুয়া থেকে শুরু করে মুমূর্ষু রোগী;সকলেই চরম দুর্ভোগে পড়তেন। ওভারব্রিজ চালু হওয়ায় লেভেল ক্রসিংয়ে দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটল এবং সিউড়ি ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের দৈনন্দিন যাতায়াত দ্রুত ও সহজ হবে।এই ব্যস্ত রুটে লেভেল ক্রসিং গেট অপসারণের ফলে নিরাপত্তা বাড়বে, একই সঙ্গে সিউড়ি স্টেশনের আশেপাশে যানজটও উল্লেখ যোগ্যভাবে কমবে। ছাত্রছাত্রী, শ্রমিক ও স্থানীয় যাত্রীদের চলাচলের পাশাপাশি জরুরি যানবাহনের নিরবচ্ছিন্ন যাতায়াত নিশ্চিত করতে এই ওভারব্রিজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, বহু বাধা ও জটিলতার পর এই ব্রিজ চালু হল। এর ফলে সাধারণ মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন।অন্যদিকে, ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখতে গিয়ে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, চলতি বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের রেলখাতে রেকর্ড ১৪,২০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা ২০০৯,১৪ সালের গড় বরাদ্দের তুলনায় তিন গুণেরও বেশি।

তিনি আরও জানান, ২০১৪ সালের পর থেকে রেল সংস্কারে নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ৫২৩টি রেল ফ্লাইওভার ও আন্ডারপাস নির্মাণ করা হয়েছে, যার ফলে লেভেল ক্রসিং অপসারণ ও যানজট কমানো সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি নতুন ট্রেন পরিষেবা চালুর মাধ্যমে রাজ্যের স্বল্প ও দীর্ঘ দূরত্বের যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত হয়েছে।

এদিন রেলের ওভারব্রিজের উপর পদযাত্রা শেষ করে ফিরে আসার সময় বিজেপি সমর্থকরা 'জয় শ্রীরাম' এবং তৃণমূল সমর্থকরা 'জয় বাংলা' স্লোগানে মুখরিত হন। তবে দুই পক্ষের স্লোগান সত্ত্বেও ঘটনাস্থলে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি বা অশান্তি সৃষ্টি হয়নি।

জনসেবায় রেডক্রস ও পুলিশ ঃ বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চশমা বিতরণ

অঞ্জন শুকুল, নয়া জামানা,নদীয়া ঃ মানবিকতা ও মূল্যবোধ সমাজে পৌঁছে দিতে আয়োজন করা হলো একটি জনসচেতনতা শিবির।ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি বগুলা ইউনিট এবং রানাঘাট জেলা পুলিশের ব্যবস্থাপনায় হাঁসখালি থানার যৌথ উদ্যোগে চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির এবং বিনামূল্যে চশমা বিতরণ এর আয়োজন করা হয়। এছাড়াও কর্মসূচিতে ছিল সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফের প্রচার অভিযান এবং বিনামূল্যে হেলমেট বিতরণ অনুষ্ঠান।উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জৈব ও প্রযুক্তি মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, রানাঘাট জেলা পুলিশের অ্যাডিশনাল এসপি লালটু হালদার, এবং ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি বগুলা ইউনিটের ভাইস চেয়ারম্যান ডক্টর অতীন্দ্রনাথ মন্ডল এছাড়াও বিভিন্ন সমাজ সেবী সংগঠন সহ স্থানীয় সহস্রাধিক মানুষ। এক বিশাল পদযাত্রার এবং প্রদীপ প্রজ্জলন এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়।এই অনুষ্ঠানে চক্ষু পরীক্ষা এবং সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য একাধিক চিকিৎসকের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।এছাড়াও উন্নত মানের যন্ত্রাংশের মাধ্যমে চক্ষু পরীক্ষা এবং বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করা হয়। এবং সেই একই সাথে মরনোতত্ব চক্ষুদান এবং তার পাশাপাশি যারা দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন তাদের বিশ্বের সক্ষমতার সংশয় পত্র প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।এই ধরনের অনুষ্ঠানের ফলে স্থানীয় সাধারণ মানুষ বেশ উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন এবং তারা উপকৃত হয়েছেন বলে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন।

সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ বার্তায় রামপুরহাটে ম্যারাথন দৌড়

সায়ন ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিকদের উদ্যোগে ট্রাফিক নিয়ম মানা ও পথ নিরাপত্তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে রবিবার একটি ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয়। 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কর্মসূচির আওতায় অনুষ্ঠিত এই ম্যারাথনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পথ নিরাপত্তা ও ট্রাফিক আইন মেনে চলার বিষয়ে সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন করে তোলা। রবিবার সকাল ৭টায় মুনসুবা মোড় থেকে ম্যারাথন দৌড়ের সূচনা হয় এবং তা শেষ হয় তারাপীঠ আটলা মোড়ে। ম্যারাথনে বিভিন্ন বয়সের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই উদ্যোগে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও ইতিবাচক সাড়া লক্ষ্য করা যায়।উক্ত ম্যারাথন দৌড় ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাটের বিধায়ক তথা রাজ্যের ডেপুটি স্পিকার ড. আশীষ ব্যানার্জি, বীরভূমের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাহুল মিশ্রা, এএসপি নলহাটি স্বপ্নীল মানে, রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গোবিন্দ শিকদার, রামপুরহাট থানার আইসি পুলক মন্ডল, রামপুরহাট সার্কেল ইন্সপেক্টর মনিরুল ইসলাম সরকার, রামপুরহাট ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মানোস সরকার, রামপুরহাট ট্রাফিক ওসি গৌতম মন্ডল এবং তারাপীঠ থানার ওসি অভিষেক ঘোষ।পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রামপুরহাট থানার সাব ইন্সপেক্টর মহঃ মিকাইল মিয়া।

তৃণমূল আমলে তাঁত শিল্পীদের দূর্দশা ! গিরিরাজের নিশানায় রাজ্য সরকার

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ এই রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসলে সবার আগে বন্ধ করা হবে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ। বেছে বেছে অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বের করা হবে। তন্তুদের জন্য হাফ তৈরি করেছে তৃণমূল সরকার, যেখানে বিক্রি করা হচ্ছে নকল শাড়ি। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর তন্তুজীবীদের জন্য খুলে যাবে ভাগ্যের চাকা। সঠিক দামে আসল তাঁতের শাড়ির জন্য একাধিক ব্যবস্থা করবে বিজেপি সরকার। বর্তমানে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলছে লুটপাটের সরকার। ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি। ৮ই ফেব্রুয়ারি, রবিবার নদীয়ার শান্তিপুরে তাঁত শিল্পী সম্মেলনে যোগ দিয়ে এমনটাই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার ও বিজেপির একাধিক বিধায়কগণ।তাঁত শিল্প সম্মেলনের শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গিরিরাজ সিং তুলে ধরেন শান্তিপুরের তাঁত শিল্প সহ গোটা রাজ্যের তাঁত শিল্পের উন্নয়নের কথা। বস্ত্র মন্ত্রীর দাবি, শান্তিপুরের হস্ত চালিত তাঁতশিল্প ধ্বংসের মুখে, সঠিক দাম পাচ্ছে না তন্তুজীবীরা।গোটা রাজ্যজুড়ে ছেয়ে গেছে নকল শাড়িতে, তাঁত শিল্পীদের কথা ভাবছে না তৃণমূল সরকার। ২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় আসলে তাঁত শিল্পীদের জন্য গোটা রাজ্যে গড়ে উঠবে একের পর এক উন্নয়ন। তাঁত শিল্পীদের ঘুরে যাবে ভাগ্যের চাকা। ন্যায্য মূল্য পাবে তাঁতিরা। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁত শিল্পীদের অবস্থা করুন।পাওয়ারলুমে তৈরি শাড়ি হ্যান্ডলুম বলে বিক্রি করা হচ্ছে।জামদানি শাড়ির ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। তাঁত শিল্পীদের কথা ভাবছে না এই রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে এই তাঁত শিল্পকে বিশ্বের দরবারে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমরাও সেই চেষ্টা করছি। অন্যদিকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না রাজ্যের শাসক দলকে। তুলে ধরলেন একাধিক দুর্নীতির কথা। কটাক্ষের সুরে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, তৃণমূল বলে আর কিছু নেই, তৃণমূল চলে গেছে।তৃণমূলের বিদায় নিশ্চিত! আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিই সরকার গড়বে।

শান্তিপুরে চুরির দাপট অনড়! খোয়া গেল সোনা-রূপোসহ নগদ টাকা

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ নদীয়ার শান্তিপুরে আবারও চুরির ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো। শনিবার গভীর রাতে শান্তিপুরের বেলঘড়িয়া থেকে খাপড়াডাঙ্গা এলাকার কুন্ডুপাড়ায় কয়েকটি বাড়ি ও একটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে।পরিবার সূত্রে জানা যায়, বাড়ির সদস্যরা বাড়িতে কেউ ছিল না। বিয়ে বাড়ি উপলক্ষে বুধবার থেকেই বাড়ি ছিল তালাবদ্ধ। বাইরে থাকার সুযোগে চোরেরা বাড়িতে ঢুকে পড়ে। এরপর দুটি ঘরের আলমারি ও শোকেস ভেঙে সোনা ও রূপোর গয়নাসহ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। রবিবার সকালে বাড়ির লোকজন ফিরে এসে ঘরের অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়দের খবর দেন।ঘটনার পর পরিবারের পক্ষ থেকে শান্তিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। এলাকায় টহলদারি বাড়ানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এছাড়াও পাশেই আরও একটি মুদি দোকানে একই রূপ চুরির ঘটনা ঘটে। দুষ্কৃতীরা দোকানের কলাপসিবল গেট ভেঙে ভিতরে ঢোকে এবং নগদ প্রায় কুড়ি হাজার টাকার মতো চুরি করে। সিসিটিভি ক্যামেরার সমস্ত তারও তারা নষ্ট করে দিয়ে যায়। পাড়ার ভিতর রাতের অন্ধকারে এক নয়, পরপর দুটি দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন।

পোস্টারে তোলপাড়! জগন্নাথের পোস্টার ঘিরে শান্তিপুরে চাঞ্চল্য

শিবম দেবনাথ, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী আসার আগেই বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে একাধিক জায়গায় পোস্টার মারাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো শান্তিপুরে। রবিবার নদীয়ার শান্তিপুরে ছিল তাঁত শিল্পী সম্মেলন।

যার আয়োজনে ছিল ভারতীয় জনতা পার্টি। মূলত পশ্চিমবঙ্গের টেক্সটাইলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনার জন্যই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী গিরিরাজ সিং রবিবার বঙ্গ সফরে আসেন।কিন্তু তার আগেই গোটা শান্তিপুর শহর জুড়ে বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়াকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। পোস্টার গুলিতে লেখা রয়েছে শান্তিপুরের গদ্দার জগন্নাথ সরকার। রবিবার নদীয়ার শান্তিপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এই পোস্টার দেখা যায়। যদিও এই প্রসঙ্গে বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারের দাবি, তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে এই পোস্টার মারা হয়েছে। চোরেরা যেমন রাতের অন্ধকারে চুরি করে তেমনই ষড়যন্ত্রকারীরা রাতের অন্ধকারে এই কাজটি করেছে। তিনি তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শাসক দলের প্রতি একটি ইঙ্গিত টেনেছেন, যার দরুন এই ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের নামে ফোন করে প্রতারণা! কড়া বার্তা প্রশাসনের,সতর্ক থাকার নির্দেশ

নিপ্পন বিশ্বাস,নয়া জামানা, নদীয়া ঃ আবাস যোজনার ঘর দেওয়ার নামে আবারও সক্রিয় প্রতারণা চক্র। ভুয়ো ফোন কল বা মেসেজের মাধ্যমে টাকা চাওয়ার অভিযোগ। আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেবার নামে ফের প্রতারণার অভিযোগ উঠে আসলো। ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হলো এক ব্যক্তি।

অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ভীমপুর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম রবিউল শেখ। তার বাড়ি মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদ থানা এলাকায়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আসাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের নাইকুড়া দুর্লভপাড়া গ্রামের বাসিন্দা অনন্ত মন্ডলকে বাংলা আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রতারণা করা হয়। অভিযোগ, ১৬ই জানুয়ারি এক ব্যক্তি নিজেকে মুখ্যমন্ত্রীর অফিসের লোক পরিচয় দিয়ে ফোনে টাকা দাবি করেন।এরপর অনন্ত মন্ডল অন্য একজনের ফোনপে-এর মাধ্যমে মোট ৬,১৭০ টাকা পাঠান। কিন্তু কোনও অনুদানের টাকা তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েনি। বুঝতে পেরে তিনি ২৯শে জানুয়ারি ভীমপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তদন্তে নেমে প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে।এরপর মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদ থানার সহযোগিতায় সেই থানারই অন্তর্গত একটি গ্রাম থেকে শনিবার রাতে অভিযুক্ত রবিউল শেখকে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছ থেকে অপরাধে ব্যবহৃত মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতকে রবিবার কৃষ্ণনগর দায়রা জজ আদালতে পেশ করা হয় এবং পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের দাবি করা হয়। মহামান্য কোর্ট তিন দিনের পুলিশ হেফাজত মঞ্জুর করেন। এই ঘটনায় স্থানীয় এলাকাবাসীর ভেতর মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে পুলিশ কমিশনের তরফ থেকে সাধারণ মানুষের প্রতি সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। ভীমপুর থানার ওসি জানান যদি কেউ কোনদিনও ফোন কলের মাধ্যমে সরকারি প্রকল্পের নামে টাকার দাবি করে সেই মুহূর্তেই যেন সেই ব্যক্তি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ প্রশাসন সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।এই চক্রে ভুলেও যেন কেউ পা না বাড়ায়, এমনটাই অনুরোধ তিনি জনসাধারণের উদ্দেশ্য জানান।

বোলপুরে শুরু নেতাজি সুভাষ কাপ

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসে স্পোর্টস সেলের উদ্যোগে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৯ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বোলপুর স্টেডিয়াম মাঠে একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। রবিবার রাতে ব্যাট চালিয়ে ষষ্ঠ বছরের এই টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এসআরডিএর চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বোলপুর পুরসভার চেয়ারপার্সন পর্না ঘোষ, জেলার ক্রীড়া সংস্থার সহ সভাপতি সুদীপ্ত ঘোষ সহ অন্যান্যরা।সোমবার থেকে দিবারাত্রি এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টটি শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। এই টুর্নামেন্টে এবার মোট ১৬ টি দল অংশ নিয়েছে।

বুধবার এই টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্বের খেলা রয়েছে। টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স উভয় দলের হাতে ট্রফি, মানপত্র ও বিশেষ পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।এদিন অনুব্রত মণ্ডল জানান, বীরভূম জেলায় খেলাধুলো বেড়েছে তার জন্য আনন্দিত। এক সময় বোলপুরে ছেলে মেয়েরা খেলায় প্রচুর নাম করেছে পশ্চিমবঙ্গে। এখনও সুন্দরভাবে খেলা ধরে রেখেছে।

২০২৬ এর বিধানসভার পর দিদিকে বলব জেলার তিনটে মহকুমায় বড় স্টেডিয়াম করার জন্য। মাঠ একটা প্রাণ। মাঠে যাওয়া একটা নেশা।সকলেই বাড়ির ছোটদের মাঠে পাঠান। এদিন সন্ধ্যায় প্রয়াত গায়ক জুবিন গর্গের স্মরণে করা মঞ্চে গায়ক কেশব দে সংগীত পরিবেশন করেন।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/9/2026 8:34 AM Page 11

আগুরীদের দাবিতে আন্দোলনের হুশিয়ারি

নয়া জামানা ।। বর্ধমান

ভারত বর্ষে প্রায় আড়াই হাজার বছরের জাতি আগুরী বা উগ্র ক্ষত্রিয়রা। কিন্তু আজও তারা সামাজিকভাবে নানা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এই অভিযোগ তুলে পূর্ব জেলা সম্মেলন থেকে আন্দোলনের ডাক দিলেন উগ্র ক্ষত্রিয় সমিতি। রবিবার শহর বর্ধমানের রেলওয়ে রঙ্গমঞ্চে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। ওই মঞ্চ থেকেই সংগঠনের পদাধিকারীরা আগামী দিনে তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে সরব হবেন বলে জানিয়ে দেন। কয়েক বছর আগে পূর্ব বর্ধমান জেলায় এই বিশেষ প্রাচীন জাতি উগ্র ক্ষত্রিয়দের (আগুরী) সংগঠন গড়ে ওঠে। কিন্তু এতদিন সংগঠনের নানা কর্মসূচি চললেও সেই অর্থে দাবি দাওয়া জানানো হয়নি সরকারের কাছে। তারপর ২০২৫ সালে দেবব্রত হাজরা চৌধুরী সভাপতি এবং অনুপ কুমার দানা সম্পাদক কে সম্পাদক করে নতুন কমিটি নির্বাচনের পর সংগঠনে কাজের গতি বারে।

তার মধ্যে বিশ্বেশ্বর চৌধুরী, শুভ জৎ গণ্ডহ, সুদীপ মন্ডল রা সামনের সারিতে এসে সংগঠনের হাল ধরেন। এ বছর ২৭ তম সম্মেলনে পূর্ব বর্ধমানই নয়, রাজ্যের অনান্য জেলার আগুরী জাতির লোকজন হাজির হয়েছিলেন। সম্মেলনে সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচির পাশাপাশি তাদের জাতিগত বেশ কয়েকটি দাবি দাওয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট আইনজীবী সমীর কুমার চৌধুরী। ছিলেন অনান্য অতিথিরা। সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি বিশ্বেশ্বর চৌধুরী জানান, সম্মেলনে ৭ দফা দাবি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তার মধ্যে আছে উগ্র ক্ষত্রিয় পর্ষদ গঠন করা। এই জাতির লোকজন যে হেতু সব কাজেই যুক্ত এর জন্য আগামী দিনে ব্যাবসা এবং কৃষিতে সরকারি ঋণ মকুব করার দাবি জানানোর প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সম্মেলন থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছে, সংরক্ষণের দোহাই দিয়ে সম্প্রদায়ের লোকজনকে সরকারিভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

অবিলম্বে এ ব্যাপারে সরকারি পদক্ষেপ দাবি করা হয়েছে। একই সঙ্গে আগুরীদের পরিবারে উচ্চ শিক্ষায় যে সব মেধাবী ছেলে মেয়ে রয়েছে তাদের স্কলারশিপ দেবার দাবি তোলা হয়।

দুর্ঘটনার কবলে পুলিশের জাল ভ্যান, আহত ৩ পুলিশকর্মী

নয়া জামানা , বর্ধমান ঃরবিবার ছুটির দিনে পিকনিক করতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পরল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের একটি জাল ভ্যান। রবিবার সকাল প্রায় ৯টা নাগাদ সদরঘাট কৃষক সেতুর কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনায় চালকসহ মোট তিনজন পুলিশ কর্মী আহত হন। প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে জেলা পুলিশের একটি বিশেষ দল সদরঘাট মাঠে পিকনিকের উদ্দেশ্যে আসে। পুলিশ কর্মীদের নামিয়ে দেওয়ার পর জাল ভ্যানটি রাস্তার উপরেই ইউ-টার্ন নেওয়ার চেষ্টা করছিল। সেই সময় পোলেমপুর দিক থেকে বর্ধমানের দিকে দ্রুত গতিতে আসা একটি ডাম্পারকে এড়াতে গিয়ে চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। বর্ধমানের তেলিপুকুরের দিক থেকে আসা ডাম্পারের ধাক্কা এড়াতে গিয়ে পুলিশের গাড়িটি রাস্তা থেকে ছিটকে নীচে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় জাল ভ্যানটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনার সময় গাড়িতে তিনজন পুলিশ কর্মী ছিলেন, তারা সকলেই জখম হন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান অন্যান্য পুলিশ কর্মী, ট্র্যাফিক পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা। আহত পুলিশ কর্মীদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এই দুর্ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য বর্ধমান,আরামবাগ রোডে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশের তৎপরতায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আসানসোল ম্যারাথনে হাজারেরও বেশি দৌড়বিদ

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রবিবার সকালে শিল্পাঞ্চল আসানসোলে অনুষ্ঠিত হল 'আসানসোল ম্যারাথন' বা 'রান ফর আসানসোল'। আসানসোলের বিভিন্ন ক্লাবের যৌথ সংগঠন 'ইউনিটি অফ আসানসোল ক্লাবস অ্যান্ড সোসাইটিজ'-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই দৌড়ে অংশগ্রহণ করেন ১০৩৬ জন দৌড়বিদ। জিটি রোডের পুরনো রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম মোড় থেকে শুরু হয়ে এই ম্যারাথনটি রবীন্দ্র ভবনে গিয়ে শেষ হয়। রাজ্যের আইন ও শ্রম মন্ত্রী মলয় ঘটক এদিন সকালে আশ্রম মোড়ে সবুজ পতাকা দেখিয়ে বর্ণাঢ্য এই দৌড়ের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল পুরনিগমের চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার সুনীল চৌধুরী, পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নাবলম এবং ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি স্বামী সৌমত্বানন্দ জি মহারাজ সহ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও স্থানীয় কাউন্সিলররা। পুরো যাত্রাপথ জুড়ে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে ছিল কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। দৌড়বিদদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে আয়োজক সংস্থা অ্যাম্বুলেন্স ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করেছিল। ম্যারাথন শেষে রবীন্দ্র ভবনে এক বিশেষ সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা। আয়োজকদের মতে, ম্যারাথনের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

ভোটার শিশুরাই ! পর্ষদের নির্দেশ মেনে শিশুদের ভোট গ্রহণ

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের নির্দেশ মেনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হয়ে গেল ভোটাভুটি। ছোট্ট পড়ুয়াদের নিয়ে এই অভিনব নির্বাচন ঘিরে এদিন ছিল উৎসবের আমেজ। সংসদীয় গণতন্ত্রের আদলে ভোটদান পর্ব চলে বিদ্যালয়ে। ছিলনা কোন পুলিশ পাহারা, নেই সশস্ত্র বাহিনী,তবুও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল নির্বাচন। এমনই এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করল গলসির দয়ালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।তবে এই নির্বাচন কোনও লোকসভা বা বিধানসভা ভোট নয়। এটি ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু সংসদ নির্বাচন। সাধারণত প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের নির্দেশে শিশু সংসদ মনোনীত পদ্ধতিতে গঠিত হলেও, দয়ালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিনব উদ্যোগে পড়ুয়াদের সক্রিয় অংশগ্রহণে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই শিশু সংসদ গঠন করা হয়। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় ভোটগ্রহণ।

প্রধানমন্ত্রী, স্বাস্থ্য, খাদ্য, শিক্ষা ও পরিবেশমন্ত্রী এই পাঁচটি পদের জন্য মোট ১১ জন পড়ুয়া প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেয়। প্রার্থীদের নামে ব্যালট পেপার ছাপিয়ে সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়।ভোটের সময় পড়ুয়ারা সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে একে একে ভোটকক্ষে প্রবেশ করে। পোলিং অফিসারের কাছ থেকে ব্যালট পেপার সংগ্রহ করে নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেয় তারা। ভোট দেওয়ার পর ব্যালট পেপার ভাঁজ করে ব্যালট বাক্সে জমা দেয় পড়ুয়ারা।

পুরো প্রক্রিয়াই ছিল শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ। বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার ব্যালট বাক্স খুলে ভোট গণনা করা হবে। নির্বাচনকে ঘিরে গোটা বিদ্যালয়জুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিপ্লব চ্যাটার্জি জানান, পড়ুয়ারা বাবা-মায়ের কাছ থেকে ভোটের কথা শুনলেও ভোট দেওয়ার প্রকৃত পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এই নির্বাচনের মাধ্যমে পড়ুয়ারা হাতে-কলমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করল। এতে তাদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ ও আনন্দ লক্ষ্য করা গেছে বলেও তিনি জানান।

মদ রুখতে পথে মহিলারা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত পারুলিয়া বাজার এলাকায় মদ্যপান করার একটি বার চালু হওয়াকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়াল। রবিবার বেলা ১২টা নাগাদ পারুলিয়ার কয়েকশো মহিলা ও পুরুষ ওই বারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সামিল হন। বিক্ষোভকারীরা বার চত্বর ঘিরে ধরার পাশাপাশি কালনা,কাটোয়া এসটিকেকে রোড অবরোধ করেন, ফলে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রায় এক মাস আগে এলাকায় ওই মদের বারটি চালু হওয়ার পর থেকেই নানান সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাঁদের দাবি, বার থেকে মদ্যপান করে বাড়িতে ফিরে অনেকের ছেলে ও স্বামীরা পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি করছে। এর ফলে সংসারে ঝগড়া-বিবাদ বেড়ে গিয়েছে এবং এলাকার স্বাভাবিক শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। পাশাপাশি স্থানীয় এলাকার পরিবেশও নষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ তাদের। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদ জানাতেই তারা রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানান বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া মহিলারা জানান, বার চালু থাকলে ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নিতে পারে। তাই অবিলম্বে ওই মদের বার বন্ধের দাবি জানানো হয়। বিক্ষোভ চলাকালীন এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্রিয় ভূমিকা নেয় পূর্বস্থলী থানার পুলিশ প্রশাসন। ঘটনার খবর পেয়ে পূর্বস্থলী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ আধিকারিকরা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন। পুলিশের পক্ষ থেকে আপাতত ওই মদের বার বন্ধ রাখা হবে বলে আশ্বাস দেওয়ার পর বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা। তবে বিক্ষোভকারীরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে যদি ফের ওই মদের বার চালু করা হয়, তাহলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তারা। গোটা ঘটনার দিকে নজর রাখছে পুলিশ প্রশাসন। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

রাধাগোবিন্দ মন্দিরের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে ভক্তের ঢল

নয়া জামানা, কাটোয়া ঃ কাটোয়া ২ ব্লকের বিষ্ণুপুর গ্রামে সাড়ম্বরে পালিত হল রাধাগোবিন্দ মন্দিরের বাৎসরিক অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষে সকালে মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে নগর কীর্তনের সূচনা হয়। কীর্তনের তালে তালে পা মেলান হাজারো ভক্ত। বাদ্যযন্ত্র,কাঁসর, করতালের সুরে সুরে 'হরিনাম সংকীর্তন'-এ মাতোয়ারা হয়ে ওঠে গোটা বিষ্ণুপুর গ্রাম। মন্দির থেকে রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহ বার করে এনে নাটমন্দিরে স্থাপন করা হয় এবং সেখানে বৈদিক নিয়মে অভিষেক সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠান ঘিরে দেখা যায় ভক্তদের ঢল। বাৎসরিক অনুষ্ঠানের দিন যেন কয়েক হাজার ভক্তের মাঝে স্বয়ং রাধা-কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে এমনই বিশ্বাসে উপস্থিত হন ভক্তরা। হরিনাম সংকীর্তনের আসরে কৃষ্ণনামে মুখর হয়ে ওঠে চারপাশ। রাধে রাধে গানের তালে নাচানাচিতে মেতে ওঠেন এলাকার মহিলারাও। এই পুণ্য উপলক্ষে মন্দির কমিটির উদ্যোগে বিশাল মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। হাজার হাজার মানুষকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রসাদ হিসেবে পরিবেশিত হয় পরমান্ন, ভাত, ডাল, তরকারি, বেগুনি, চাটনি, পায়েস ও বোঁদে। ভক্তি ও আতিথেয়তার এই মেলবন্ধনে খুশি দর্শনার্থীরা। রাধাগোবিন্দ মন্দিরের বাৎসরিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে দিনভর বিষ্ণুপুর গ্রামে উৎসবের আবহ বিরাজ করে।

বিএলও-বাবার মৃত্যু, কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ তৃণমূলের

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ ভাতারে বিএলও এবং তাঁর বাবার মৃত্যুর ঘটনায় ফের কমিশনের ওপর চাপ সৃষ্টি করল তৃণমূল কংগ্রেস। এসআইআরের কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন বিএলও গোরাচাঁদ রুদ্র। ছেলের মৃত্যুর শোক সহ্য না করতে পেরে মারা গেলেন বৃদ্ধ বাবাও। একই সাথে দুই প্রাণ চলে যাবার ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তোপ দাগা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। ঘটনা সূত্রে জানা গেছে, মৃত বিএলওর বাড়ি ভাতারের এরুয়ারের নবাবনগরে। সেই একটি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সেই সূত্রে তিনি ভাতার বিধানসভা এলাকার ৩৩ নং অঞ্চলের বিএলও ছিলেন। শুক্রবার এসআইআরের কাজে বিডিও অফিসে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যার সময় সেখান থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে রামপুর এলাকায় বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর চোট পেয়েছিলেন।আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে তাঁকে ভাতার হাসপাতালে পরে বর্ধমানে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিকে বাড়িতে ওই বিএলওর দুর্ঘটনার খবর পৌঁছে যেতেই তার বাবার মৃত্যু হয়। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ওই বিএলওর বাবা ধীরেন্দ্রনাথ রুদ্র (৮৬) দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আরও অসুস্থ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

এদিকে চিকিৎসা চলাকালীন শনিবার বিকেলে মৃত্যু হয় ওই বিএলওর। সব শেষে শনিবার রাতে স্থানীয় শ্মশানে পর পর দুটি দেহ দাহ করা হয়। এদিকে গ্রামে জোড়া মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া পাড়া প্রতিবেশী দের মধ্যে। তবে এই ঘটনার পর কড়া ভাষাতেই কমিশন এবং বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তৃণমূল নেতৃত্ব। এলাকার বিধায়ক মান গোবিন্দ অধিকারী এবং জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম মৃত্যুর জন্য কমিশনকে দায়ী করেছেন। অপার্থিব ইসলাম দাবি করেন, অতিরিক্ত কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে চাপে ছিলেন ওই বিএলও। তারপর বাড়ি ফেরার পথে মানসিক চাপে বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। তারপর ছেলের অবস্থার কথা ভেবে মৃত্যু হয় বাবার। একই সঙ্গে দুজনের মৃত্যু নিয়ে বিজেপির ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেন তিনি। বলেন, বিজেপির এই কুৎসিত রাজনীতি আর কমিশনের বিরামহীন কাজের বোঝা আজ কেড়ে নিচ্ছে বিএলও দের জীবন। মানুষের প্রাণের চেয়ে বিজেপির কাছে রাজনীতিটাই বড়ো। এই অরাজকতার শেষ দেখেই ছাড়ব বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

১০ম আলু ব্যবসায়ী সমিতির জেলা সম্মেলন

নয়া জামানা , বর্ধমান ঃ বর্ধমান বামুনপাড়া আলু ব্যবসায়ী সমিতির ১০ম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল আটপাড়া শিবালয় কোল্ড স্টোরেজে। উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজিত এই সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আলু ব্যবসায়ীরা অংশ নেন। সম্মেলনে অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন, বিধায়ক অলক কুমার মাঝি। এছাড়াও ছিলেন এলাকার অঞ্চল সভাপতি আলাউদ্দিন শেখ, প্রধান নূরজাহান বিবি সাহানা সহ আরও অনেকে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি লালু মুখার্জী, রাজ্য ও জেলা সম্পাদক জগবন্ধু মণ্ডল, জেলা সভাপতি উত্তম পাল, ইউনিট সভাপতি অভিজিৎ ঘোষ এবং সম্পাদক রাশেদ আলী। অনুষ্ঠানের শুরুতেই উপস্থিত অতিথিদের সংবর্ধনা জানানো হয়। পরে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যা সম্মেলনের আবহকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেহেমুদ খাঁন বলেন, এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তিনি সংগঠনের প্রতি কৃতজ্ঞ। পাশাপাশি যাঁরা এই সম্মেলনের আয়োজন করেছেন এবং এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের সকলকে জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বামুনপাড়া আলু ব্যবসায়ী সমিতির সার্বিক শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

সংগঠনের সম্পাদক জগবন্ধু মণ্ডল জানান, সারা বছর ধরে এই সংগঠন রক্তদান শিবির সহ নানা সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে। পাশাপাশি আলু ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে সংগঠন। তিনি আরও জানান, এদিনের সম্মেলনে অন্যান্য জেলার সংগঠনের সম্পাদক ও সভাপতিরাও উপস্থিত ছিলেন, যা এই সম্মেলনের গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

ক্যান্সার সচেতনতায় মিনি ম্যারাথন

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ ক্যান্সার মানেই নো অ্যানসার নয়। সেই সচেতনতার ডাক দিয়ে বিশেষ কর্মসূচি পালন করা হল শহর বর্ধমানে। বর্ধমানের রেনেসাঁ উপনগরীতে এই বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করে বেঙ্গল ক্যান্সার ফাউন্ডেশন। রবিবার ক্যান্সার হাসপাতালের উদ্যোগে প্রথমেই এক মিনি ম্যারাথন দৌড় এর আয়োজন করা হয়। তিন কিলোমিটার এই মিনি ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করেন রেনেসাঁ উপনগরীর বাসিন্দারা। মিনি ম্যারাথন উপলক্ষে সকলেরই উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

মিনি ম্যারাথন দৌড় এর পর এদিন বেঙ্গল ক্যান্সার ফাউন্ডেশন ও হাসপাতালের উদ্যোগে ক্যান্সার রোগ সচেতনতা বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ওই আলোচনা সভায় ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা করিয়ে যে রোগী সুস্থ হয়ে গেছেন তাঁদেরও ডাকা হয়। তাদের মতামত শোনা হয়েছে। এছাড়াও রোগীদের আত্মীয় পরিজন এবং সাধারণ মানুষজনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ক্যান্সার রোগ বিষয়ে ভীতি দুর করা হয়। পরে সাংবাদিক সম্মেলনে বেঙ্গল ক্যান্সার ফাউন্ডেশনের কর্ণধার ও প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ দেব নারায়ণ দত্ত জানান, আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে ক্যান্সার রোগ সারানো সম্ভব।

তাই অযথা ভয় না খেয়ে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবার আওতায় আসতে হবে। তিনি জানান এখন গরিব মানুষের চিকিৎসা খরচের কোন সমস্যা নেই। কারণ স্বাস্থ্য সাথীর মাধ্যমে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব। এমনকি সিএম ফান্ড থেকেও সর্বাধিক এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা অনুদান পাওয়া যাবে।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বেশ কয়েকজন রোগি সুস্থ হবার পর তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে বলেন। ডাঃ দেব নারায়ণ দত্ত জানান, পুরো ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে তারা ক্যান্সার রোগ বিষয়ে সচেতনতা কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন। আর এ ব্যাপারে অতি সাধারণ মানুষকে সামিল করা হবে।

অ্যাবাকাস প্রতিযোগিতায় গণিতচর্চা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ শিশুদের মেধা বিকাশ ও গণিত শিক্ষায় আগ্রহ বাড়াতে অভিনব উদ্যোগ নিল ডায়নামিক স্কিল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন। রবিবার পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত পূর্বস্থলী কৃষ্ণনাথ পুস্তকাগারে সংস্থার ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হল অ্যাবাকাস প্রতিযোগিতা। পাঁচ মিনিটে ৭০টি অঙ্ক সমাধানের এই প্রতিযোগিতায় পূর্বস্থলী সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের প্রি-প্রাইমারি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ১৩৫০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে।প্রতিযোগিতা শুরুর আগে থেকেই অনুষ্ঠানস্থলে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দ্রুত ও নির্ভুলভাবে অঙ্ক সমাধানের লক্ষ্যে পড়ুয়ারা ছিল সম্পূর্ণ মনোযোগী। প্রতিযোগিতা চলাকালীন তাদের উৎসাহ, আত্মবিশ্বাস ও আগ্রহ সকলের নজর কেড়েছে।এই বিষয়ে সংস্থার কর্ণধার জয়দীপ ভট্টাচার্য জানান, বর্তমান সময়ে শিশুরা ক্রমশ মোবাইল ও ডিজিটাল মাধ্যমে আসক্ত হয়ে পড়ছে। সেই প্রবণতা থেকে শিশুদের দূরে রাখতেই এই ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। অ্যাবাকাসের মাধ্যমে শিশুদের মানসিক দক্ষতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ও গণনাশক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায় বলেও তিনি জানান।আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ পরিসরে এই ধরনের শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। পড়ুয়াদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সফল আয়োজনে খুশি অভিভাবকরাও। শিক্ষামূলক এই উদ্যোগ স্থানীয় মহলে প্রশংসিত হয়েছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/9/2026 8:34 AM Page 12

খেলাধুলো আর আনন্দে শেখা ঃ কমরগঞ্জ প্রাথমিক স্কুলের স্বপ্নের পাঠশালা

ভরত বেরা ।। নয়া জামানা।। পশ্চিম মেদিনীপুর

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা পৌরসভার কমরগঞ্জ প্রাথমিক স্কুল যেন একটি ছোট্ট স্বপ্নের জগত। মাত্র ৪৫ জন ছাত্রছাত্রী এবং তিনজন শিক্ষক নিয়ে গড়ে উঠেছে এমন এক শিক্ষালয়, যেখানে পড়াশোনা মানে কেবল বইয়ের চাপ নয়, বরং খেলা, গান, কৌতূহল ও আনন্দের সঙ্গে শেখা। স্কুলে প্রবেশ করলেই চোখে পড়ে রঙিন দেওয়াল, যেখানে দেশের মহান ব্যক্তিত্বের ছবি, বিভিন্ন ফুল-ফল-পাখি এবং মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি শিশুদের মনকে আকৃষ্ট করে। রঙিন দেয়াল শুধু সাজসজ্জা নয়, বরং শেখার এক নরম উদ্দীপনা। ডিজিটাল ক্লাসরুমে বইয়ের পাতা ছাড়াও শিশুদের দেখানো হয় শিক্ষামূলক সিনেমা, যেখানে বিদ্যাসাগর, বিভিন্ন মনীষী ও দেশের ইতিহাসের গল্পগুলো সহজ ভাষায় তুলে ধরা হয়। শিক্ষকেরা বলেন, প্রাথমিক স্তরেই শিশুর ভিত তৈরি হয়। তাই পড়াকে কখনও বোঝা বা চাপ মনে হওয়া উচিত নয়। আমরা রঙিন ছবি, শব্দ আর দৃশ্যের মেলবন্ধনে শেখাই যেন শিশুরা আনন্দের সঙ্গে শেখার অভিজ্ঞতা পায়। এছাড়াও, স্কুলে খেলাধুলোকে শিক্ষার অংশ হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

কখনও লাইটিং ব্যবহার করে রাস্তা এবং ট্রাফিক সিগন্যাল দেখানো হয়, কখনও গোল বৃত্ত এঁকে খেলাধুলো মাধ্যমে গ্রহের ঘূর্ণন শেখানো হয়। শিশুদের হাতে কলম দিয়ে খেলা, গান, চিত্রাঙ্কন সব মিলিয়ে শেখার পরিবেশকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। অভিভাবকরাও সন্তুষ্ট, কারণ এই এলাকায় এখনও কোনও ছাত্রছাত্রী সরকারি স্কুল ছেড়ে অন্যত্র যায়নি। শিক্ষকদের নিষ্ঠা, অভিভাবকদের সহযোগিতা এবং শিশুরা যে আনন্দের সঙ্গে শেখে, তা মিলিয়ে কমরগঞ্জ প্রাথমিক স্কুল সত্যিই হয়ে উঠেছে এক জীবন্ত শিক্ষার উদাহরণ। এই ছোট্ট স্কুলের গল্প দেখিয়ে যায়, কিভাবে সততা, অধ্যবসায় এবং সৃজনশীল শিক্ষা এক ছোট্ট শ্রেণীকক্ষকেও স্বপ্নের পাঠশালায় পরিণত করতে পারে। কমরগঞ্জ প্রাথমিক স্কুল আজ প্রমাণ করছে, পড়াশোনা শুধু জ্ঞান নয়, আনন্দ, কৌতূহল ও সৃজনশীলতার সঙ্গে মিশে গেলে তা হয়ে যায় জীবনের সবচেয়ে মধুর অভিজ্ঞতা।

ডেবরায় দমকল কেন্দ্রের কাজ শুরু, নিরাপত্তা আরও মজবুত

নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায় বহু প্রতীক্ষিত দমকল কেন্দ্রের কাজ অবশেষে শুরু হয়েছে, যা নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে খুশির হাওয়া বয়ে গেছে। প্রায় ৩ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকার ব্যয়ে ডেবরার দ্বারিকাপুর মৌজায়, পূর্ত দপ্তরের জমিতে এই কেন্দ্র গড়ে উঠবে। ডেবরা ব্লক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা, কারণ এখান দিয়ে গেছে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেললাইন। এতদিন ডেবরা বা আশপাশের এলাকায় অগ্নিকাণ্ড ঘটলে পাঁশকুড়া, সবং বা খড়্গপুর থেকে দমকলের ইঞ্জিন আসতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় নিত। ফলে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি অনেক বেড়েছিল। নতুন দমকল কেন্দ্র চালু হলে এই সমস্যা দূর হবে এবং আগুনে নিরাপত্তা আরও বাড়বে। ডেবরার বিধায়ক ডঃ হুমায়ুন কবীরের উদ্যোগে দমকল বিভাগ এই প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। কয়েক মাস আগে জমি হস্তান্তর ও অর্থ বরাদ্দ সম্পন্ন হয়। বর্তমানে সরেজমিনে দ্রুতগতিতে নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। বাজার সংলগ্ন ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশেই এই কেন্দ্র গড়ে উঠছে। কেন্দ্রটি চালু হলে শুধু ডেবরাই নয়, পিংলা, খড়্গপুর-২ ব্লক এবং পাঁশকুড়ার কিছু অংশও উপকৃত হবে। ঠিকাদার সংস্থাকে এক বছরের মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। সময়মতো কাজ শেষ হলে ডেবরার মানুষ আরও নিরাপদ বোধ করবে এবং আগুনের ক্ষেত্রে তৎপরতা বাড়বে।

চোরের গুজবে রাত জেগে পাহারা, পুলিশ ঢুকল সরেজমিনে

নয়া জামানা,মেদিনীপুর ঃ মেদিনীপুর সদরের গুড়গুড়িপাল থানার অন্তর্গত ধেড়ুয়া, চাঁদড়া, মণিদহ এবং অন্যান্য গ্রামের বাসিন্দারা রাত নামলেই আতঙ্কে ভুগছেন। গত কয়েক দিন ধরে গ্রামের একাধিক স্থানে চোর ঢুকেছে এবং বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ছে; এমন গুজব ছড়িয়ে পড়ায় গ্রামজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। অভিযোগ করা হচ্ছে, কেউ বাইরে গেলে সেই চোর দৌড়ে পালিয়ে যায় এবং পরে আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে কেউ সরাসরি চোর দেখেছে বলে বলতে পারেননি।

পুলিশ জানিয়েছে, এই সব খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তবে গুজবের জেরে বহু এলাকায় গ্রামবাসীরা দল বেঁধে রাত জেগে পাহারা দিচ্ছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য রবিবার গুড়গুড়িপাল থানার পুলিশ সরেজমিনে নামল। চাঁদড়া, চিলগোড়া, ধেড়ুয়া ও আশেপাশের এলাকায় দিনভর মাইকিং করে মানুষকে আতঙ্কিত না হওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গুজবকে বিশ্বাস না করে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে হবে। কোনও সন্দেহজনক কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে থানায় জানাতে হবে। আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে কাউকে মারধর করা কড়াভাবে নিষেধ।

এছাড়া গুজব ছড়ানো আইনত অপরাধ এবং এর ফলে জরুরি পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে। পুলিশের আবেদন;আতঙ্ক নয়, সচেতনতা হাতে ধরুন। রাত জেগে পাহারা দেওয়া বন্ধ করুন, এবং পরিবারের সঙ্গে মিলেমিশে নিরাপদ জীবন যাপন করুন। সচেতনতা আর সংযমই একমাত্র নিরাপত্তার পথ।

আনন্দ পাঠশালার শিশুদের মজাদার ক্রীড়া উৎসব, শিক্ষা আর আনন্দের মিলন

নয়া জামানা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ কেশিয়াড়ী দর্পণ সমাজসেবী সংগঠনের উদ্যোগে আনন্দ পাঠশালার ছাত্রছাত্রীদের জন্য রবিবার অনুষ্ঠিত হলো এক আনন্দময় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। প্রান্তিক এলাকার বিশেষভাবে বিপন্ন জনজাতির শিশুদের পড়াশোনায় উৎসাহিত করতে এবং খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটাতে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। শিশু শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর মোট ৪০ জন শিশু অংশগ্রহণ করেন। তাদের জন্য আয়োজিত প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল অংক দৌড়, ব্যাঙ লাফানো, বস্তা দৌড়, ৫০, ৭৫ ও ১০০ মিটার দৌড়। প্রতিটি খেলা শিশুদের মধ্যে সাহস, ধৈর্য এবং দলবদ্ধভাবে কাজ করার মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেশিয়াড়ী সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বাপী হালদার ও কেশিয়াড়ী থানার আইসি সুশোভন সরকার। তারা শিশুদের হাতে শিক্ষা সামগ্রী, ছবি আঁকার বই ও পুরস্কার তুলে দেন। কেশিয়াড়ী দর্পণ সমাজসেবী সংগঠনের দুই সর্বোচ্চ পরিচালকও এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। সমাজের পিছিয়ে থাকা শিশুদের জন্য এমন শিক্ষামূলক উদ্যোগকে সত্যিকারের সমাজসেবা হিসেবে অভিহিত করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজকর্মী ও সংগঠনের সভাপতি প্রদীপ শাসমল, কার্যকরী সভাপতি ঝর্ণা আচার্য্য, সহ সভাপতি দীপক বিশুই, সম্পাদক সুদীপ্ত মান্না, সহ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা ঘোষ, শিক্ষক সৌম্যদীপ কর ও অনিরুদ্ধ দাস। খেলাধুলার প্রশিক্ষক ছিলেন জাতীয় অ্যাথলিট দিবেন্দু সিংহ। অনুষ্ঠানের খেলা পরিচালনা করেন অধ্যাপক প্রনব গিরি। শিশুদের টিফিন ও পুরস্কারের ব্যবস্থাও করেছেন দুর্গাপুরের বিশিষ্ট রন্ধনশিল্পী অনুপমা মন্ডল ও তার পরিবার। এ ধরনের উদ্যোগ শিশুদের শিক্ষা ও আনন্দের মিলন ঘটায় এবং সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ডেবরার কুলডিহা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন লাইব্রেরি, বইয়ের আলোয় আলোকিত শিশুদের শৈশব

নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের ৪ নম্বর খানামোহান গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলডিহা ক্ষুদ্রমনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান আরও উন্নত করতে চালু হয়েছে এক নতুন আধুনিক লাইব্রেরি। বিদ্যালয়ে আগে থেকেই স্মার্ট ক্লাসসহ নানা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে, যার মাধ্যমে পড়ুয়ারা শুধু বইয়ের পাঠেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিভিন্ন বিষয়ে কৌতূহল, অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার সুযোগ পায়। গতকাল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে লাইব্রেরির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। ব্রেথওয়েট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডের হাইড্রড বিভাগের সহযোগিতায় স্কুলটিকে ৩০টি চেয়ার, টেবিল, কম্পিউটার এবং বিভিন্ন ধরনের বই প্রদান করা হয়েছে। এই উদ্যোগে বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিকাঠামো আরও মজবুত হয়েছে বলে মনে করছেন শিক্ষক ও অভিভাবকরা। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণেন্দু হাইত জানান, প্রাথমিক স্তর থেকেই শিশুরা যদি লাইব্রেরির গুরুত্ব বুঝতে শিখে, তাহলে ভবিষ্যতে বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গেলে তারা আরও সচেতন ও দক্ষ হবে। তাই প্রাথমিক স্তরে এই লাইব্রেরি চালু করা হয়েছে। নতুন লাইব্রেরিতে বাংলা ও ইংরেজি দুই বিভাগের বই রাখা হয়েছে। এতে নাটক, গান, আবৃত্তি, প্রবন্ধ, ছোট গল্প এবং পাঠ্যবই সহ শিক্ষামূলক নানা বই রয়েছে। শিক্ষার্থীরা লাইব্রেরি ব্যবহার করে পড়াশোনার সঙ্গে কৌতূহল এবং সৃজনশীলতার আনন্দ পাবে। এই নতুন উদ্যোগে খুশি শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবকরা। লাইব্রেরি শুধুই একটি শিখন কেন্দ্র নয়, বরং শিশুদের কল্পনা, চিন্তাশক্তি ও আবিষ্কারের আনন্দের জায়গা হয়ে উঠবে।

বরাবাজারে ভয়াবহ বাইক দুর্ঘটনা ঃ মৃত ২, গুরুতর আহত ২

নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ রবিবার দুপুর নাগাদ বরাবাজার-পুরুলিয়া রাজ্য সড়কের পুড়িহাঁসা গ্রামের কাছে ঘটে গেল এক ভয়াবহ বাইক দুর্ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একটি বাইকে চারজন যুবক চেপে বরাবাজার থেকে পুরুলিয়ার দিকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎই একটি বড় ডাম্পার চলন্ত অবস্থায় বাইকটিকে ধাক্কা মারলে চারজনই ছিটকে পড়ে যান রাস্তার ওপর। স্থানীয় মানুষজন এবং বরাবাজার থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে পাঠায়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ধনঞ্জয় কর্মকার (৩২) ও সনাতন মাহালী (৩১) ঘটনাস্থলেই গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসার পর মারা যান। ধনঞ্জয় কর্মকারের বাড়ি বুরুডি গ্রাম, বলরামপুর থানা, এবং সনাতন মাহালীর বাড়ি মাঝিহিড়া গ্রাম, মানবাজার ব্লকে। অপর দুজন, ধনঞ্জয় রাজোয়া (৩৭) এবং রাহুল কর্মকার (১৬), বর্তমানে হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। ধনঞ্জয় রাজোয়ার বাড়ি পাড়কিডি গ্রাম, মফস্বল থানা, এবং রাহুল কর্মকার বরাবাজার থানার গুড়দা গ্রামের বাসিন্দা। ঘাতক ডাম্পারটিকে বরাবাজার থানার পুলিশ দ্রুত আটক করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার কারণ ও দায়ীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্থানীয়রা সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছেন এবং রাস্তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করাচ্ছেন। এ দুর্ঘটনা প্রান্তিক এলাকার যুবক ও শিক্ষার্থীদের পরিবারে গভীর শোকের ছাপ ফেলেছে।

তালডাংরায় বিজেপির চার্জশিট, তৃণমূলকে আক্রমণ ও পাল্টা জবাব

নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তালডাংরা বিধানসভা এলাকায় বিজেপির তরফে শাসক দলের বিরুদ্ধে একটি 'চার্জশিট' প্রকাশ করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য নেতারা। বিজেপির চার্জশিটে তালডাংরার জঙ্গলে নাবালিকা ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে তোলা হয়েছে। এছাড়াও 'তালডাংরা গ্রামীণ হাসপাতালের দুর্দশা', পাঁচমুড়ায় আলু চাষে ক্ষতি, বেআইনী মোরাম পাচার এবং চাকরি চুরি সহ একাধিক অভিযোগ সামনে আনা হয়েছে। এই উপলক্ষে সাংসদ সৌমিত্র খাঁ তালডাংরার বিধায়ক ফাল্গুনী সিংহ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি অনসূয়া রায় এবং বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল সভাপতি তারাশঙ্কর রায়-কে আক্রমণ করেন। তিনি তাদের লক্ষ কোটি টাকার সম্পত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বিজেপির অভিযোগের জবাবে জেলা তৃণমূল সভাপতি তারাশঙ্কর রায় বলেন, ওর বিষয়ে কিছু বলতে চাইনা। আমরা একটি রেপুটেড ফ্যামিলি। ওর কথার গুরুত্ব আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভোটের মাধ্যমে মানুষ বুঝবেন। চার্জশিট প্রকাশ এবং পাল্টা জবাবের ঘটনা তালডাংরায় রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িয়েছে। ভোটের আগে দলীয় শক্তি প্রদর্শনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের নজর আকর্ষণ করছে এই বিতর্ক। নির্বাচনী মঞ্চে দুই প্রধান দল একে অপরকে আক্রমণ করে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করার চেষ্টা করছে।

মানবাজারে 'উন্নয়নের পাঁচালী' তুলে দিলেন তৃণমূল, ডঃ লায়েক পেল সম্মাননা

নয়া জামানা, মানবাজার ঃ মানবাজারে তৃণমূল কংগ্রেসের ১৫ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে এক বিশেষ সম্মাননা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার বিকেলে মানবাজারের হসপিটাল রোডে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর গোপাল চন্দ্র লায়েক-এর চেম্বারে এই কর্মসূচি সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে তউন্নয়নের পাঁচালী নামের প্রতিবেদনটি চিকিৎসকের হাতে তুলে দেন পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ ও পরিষদীয় দপ্তরের মন্ত্রী সন্ধ্যা রানী টুডু। উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সদস্য প্রতিমা সরেন এবং স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মকর্তা-কর্মীরা। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ডঃ লায়েককে উত্তরীয় দিয়ে সম্মান জানান। তৃণমূল কংগ্রেসের ১৫ বছরের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত তুলে ধরা হয়, যাতে চিকিৎসক ও স্থানীয় নাগরিকরা সরাসরি সেই প্রভাব দেখতে পান। ডঃ লায়েক অনুষ্ঠান শেষে বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ আমাদের অঞ্চলের উন্নয়ন এবং সমাজসেবার চিত্র মানুষের কাছে তুলে ধরে। স্থানীয় মানুষদের সেবা ও সচেতনতার জন্য এই ধরনের স্বীকৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপস্থিত কর্মীরা বলেন, এ ধরনের সম্মাননা অনুষ্ঠান শুধু ব্যক্তিকে নয়, বরং সম্পূর্ণ সমাজকে উন্নয়নের পথে প্রেরণা দেয়। মানবাজারে এই কর্মসূচি স্থানীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক মিলনের একটি চমৎকার উদাহরণ হয়ে রইল।

বিজেপিকে হুঁশিয়ারি, বাইকের তালে তৃণমূলের শক্তি প্রদর্শন মদনমোহনপুরে

নয়া জামানা, কোতুলপুর ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মদনমোহনপুরে কোতুলপুর তৃণমূল কংগ্রেসের বাইক মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই মিছিলে অংশগ্রহণ করে দলের কর্মীরা নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করেন।

মিছিলে বক্তৃতা করে তৃণমূল চেয়ারম্যান শেখ জাকির আলি বিজেপিকে কড়া হুঁশিয়ারি দেন। তিনি বলেন, বিজেপির ভূতেরা যেন ঘরবন্দি থাকে। বাজেটে জনহিতকর প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে, সেই সঙ্গে আমাদের কর্মীরা এই এলাকার শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কাজ করে যাচ্ছেন। রবিবার স্থানীয় খুনডাঙ্গা বাজার থেকে শুরু হওয়া এই বাইক মিছিল এলাকার ২১টি বুথে ঘুরে শেষে মিছিল শেষ হয়। তৃণমূল নেতৃত্ব জানায়, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এই মিছিলে বিজেপিকে একটি শক্তিশালী বার্তা দিয়েছে। অঞ্চলের সভাপতি জীতেন কৈবর্ত বলেন, এবার ইন্দাস ও কোতুলপুর বিধানসভা কেন্দ্রে জয় আমাদেরই। মানুষ ঐক্যবদ্ধ, তাই বিজয় নিশ্চিত। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা বাইকের তালে আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করেন এবং দলের শক্তি প্রদর্শন করেন। মিছিলে নারী ও যুবকরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন, যা স্থানীয় জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাইকের তালে মিছিল চলাকালে দলীয় পতাকা ও স্লোগান বাজিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি সবাই দেখেন।

দোনাচকে বিনামূল্যে চশমা বিতরণ ঃ গ্রামবাসীর চোখে ফেরার আলো

অরুণ কুমার সাউ, নয়া জামানা, ময়না ঃ গ্রামীণ এলাকায় মানুষের চোখের স্বাস্থ্য রক্ষা এবং অন্ধত্ব দূরীকরণের উদ্দেশ্যে এক মানবিক উদ্যোগ নিল দোনাচক স্বামী বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। রবিবার বিকেলে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়নার দোনাচক গ্রামে অনুষ্ঠিত বিশেষ অনুষ্ঠানে ৭৩ জন প্রবীণ ও দুঃস্থ নাগরিকের হাতে বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করা হয়। এই উদ্যোগের পেছনে ছিল ১১ জানুয়ারি ২০২৬-এ আয়োজিত চক্ষু পরীক্ষা শিবির। শিবিরে দেখা যায়, বহু গ্রামবাসী ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি ও চোখের বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছেন, কিন্তু অর্থাভাব বা সচেতনতার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছেন না। এ পরিস্থিতি বিবেচনা করে মামরাজ জায়িত্রী ফাউন্ডেশন এবং একটি বাণিজ্যিক সংস্থা মিলিতভাবে বিনামূল্যে চশমা বিতরণের সিদ্ধান্ত নেয়। চশমা বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি কমলকান্ত ভৌমিক, প্রদীপ মন্ডল, শান্তনু ভৌমিক, সুদীপ মন্ডল, বুদ্ধদেব রায়গুপ্ত ও বুদ্ধদেব ভৌমিক। সংস্থার সদস্য শান্তনু ভৌমিক বলেন, দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়ায় অনেকেই আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছিলেন। অন্ধত্ব দূরীকরণ ও চোখের স্বাস্থ্য সচেতনতা আমাদের মূল লক্ষ্য। আজ আমরা গ্রামবাসীর হাতে চশমা তুলে দিতে পেরেছি, যার ফলে তাঁরা স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে পাবেন। চশমা হাতে পেয়ে স্থানীয় প্রবীণ নাগরিকরা এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। আয়োজকরা জানিয়েছেন, সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া এবং সেবামূলক মনোভাব থেকেই এই কর্মসূচী সফল হয়েছে।

উঃ ও দঃ ২৪ পরগণা

নয়া জামানা

ভোটের আগেই কুলতলিতে তৃণমূল,বিজেপি সংঘর্ষ, রণক্ষেত্র গ্রামাঞ্চল, গুরুতর আহত ২

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আগেই রাজনৈতিক উত্তেজনায় ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি এলাকা। কুলতলির চুপড়িঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সিকিরহাট এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন দু'জন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের এক পঞ্চায়েত সদস্য এবং বিজেপির এক কর্মী। দু'জনকেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে এলাকায় একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিকে ঘিরে প্রথমে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই বচসা হাতাহাতিতে রূপ নেয় এবং পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগে উত্তাল হয়ে ওঠে এলাকা। সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন সামান্য আহত হলেও দু'জনের আঘাত গুরুতর বলে জানা গেছে। বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্করের

অভিযোগ, মৎস্যজীবীদের নিয়ে দলের একটি সভা চলাকালীন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা আচমকাই হামলা চালায়। তাঁর দাবি, পরিকল্পিতভাবেই বিজেপি কর্মীদের মারধর করা হয়েছে। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা পবন ভুঁইয়া অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, এলাকায় তৃণমূলের দলীয় পতাকা ঢেকে বিজেপির পতাকা লাগানো হচ্ছিল। এর প্রতিবাদ করতেই তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য কমলেশ গায়েনকে মারধর করা হয়। এরপরেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে সংঘর্ষ বাধে। এই ঘটনায় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য কমলেশ গায়েন আহত হন। অপরদিকে বিজেপি কর্মী সুজিত সরকার গুরুতর জখম হন। তাঁর অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কুলতলি থেকে কলকাতার একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। দু'পক্ষই কুলতলি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং নতুন করে অশান্তি এড়াতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

গোসাবায় মঞ্চ ভেঙেও থামেনি সভা ! হল না পাওয়ার অভিযোগে শাসকদলকে নিশানা দিলীপ ঘোষের

গোপাল শীল ।। নয় জামানা ।। দক্ষিণ ২৪ পরগনা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা এলাকায় বিজেপির বিজয় সংকল্প কর্মশালাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ মঞ্চে ওঠার মুহূর্তেই হঠাৎ করে মঞ্চ ভেঙে পড়ে। তবে এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় এক মুহূর্তের জন্যও পিছিয়ে যাননি দিলীপ ঘোষ। মঞ্চ ভেঙে পড়ার পর তিনি নিচে দাঁড়িয়েই সভা চালিয়ে যান এবং উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন।

ঘটনার পর সভা শেষে দিলীপ ঘোষ শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। তিনি অভিযোগ করেন, আজকের এই সভা আয়োজনের জন্য গোসাবা এলাকার একাধিক কমিউনিটি হল ও সভাগৃহে আগেভাগেই যোগাযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে রহস্যজনকভাবে সব জায়গা থেকেই সভার জন্য হল দিতে অস্বীকার করা হয়। তাঁর দাবি, শাসকদলের চাপ ও ভয়ের কারণেই হল মালিকরা পিছিয়ে যান। দিলীপ ঘোষ বলেন, আমাদের সভা আটকানোর জন্য নানা রকম চেষ্টা করা হয়েছে। শেষ মুহূর্তে কোনও হল না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে এলাকার ছেলেরা তড়িঘড়ি বাঁশ, কাঠ আর অস্থায়ী উপকরণ দিয়ে মঞ্চ তৈরি করে। সেই কারণেই মঞ্চটি মজবুত ছিল না এবং এই দুর্ঘটনা ঘটে।

তবে তিনি স্পষ্ট করে দেন, এই ধরনের ঘটনা বিজেপিকে দমিয়ে রাখতে পারবে না। তিনি আরও জানান, মঞ্চ ভেঙে পড়লেও আমাদের মনোবল ভাঙেনি। আমরা লড়াই করতে এসেছি।

আগামী দিনে গোসাবা এলাকায় আরও বড়, আরও শক্তিশালী সভা হবে।

তাঁর এই মন্তব্যে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা দেখা যায়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত বিজেপি কর্মীরা জানান, মঞ্চ ভাঙার সময় কিছুটা আতঙ্ক ছড়ালেও বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। সবাই নিরাপদ রয়েছেন। স্থানীয় মানুষের একাংশও এই ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোসাবার রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ বাড়ল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। শাসক ও বিরোধীর টানাপোড়েনের মাঝে আগামী দিনে এই এলাকা যে আরও রাজনৈতিক কর্মসূচির সাক্ষী হতে চলেছে, তা বলাই যায়।

অটো,বাস সংঘর্ষে বারাসতে অচল পরিষেবা, হেলাবটতলায় ভোগান্তিতে যাত্রীরা

নয়া জামানা, বারাসত ঃ বারাসতে অটো চালক ও বাস চালকদের মধ্যে বচসাকে কেন্দ্র করে রবিবার সকালে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত থানার অন্তর্গত হেলাবটতলা এলাকায় এই ঘটনার জেরে বন্ধ হয়ে যায় অটো ও বাস পরিষেবা। ছুটির দিনের সকালে হঠাৎ পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সূত্রপাত বারাসতের হেলাবটতলা অটো স্ট্যান্ডে বাস দাঁড়ানোকে কেন্দ্র করে। অটো চালকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই বারাসত,ব্যারাকপুর রোডে হেলাবটতলা অটো স্ট্যান্ড এলাকায় ৮১ নম্বর বাস যাত্রী তুলছে।

এর ফলে অটো চালকদের যাত্রী তুলতে সমস্যা হচ্ছে। রবিবার সকালে ওই জায়গায় বাস দাঁড়ানো নিয়ে অটো চালকরা প্রতিবাদ শুরু করলে পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অটো চালকরা একজোট হয়ে

অটো পরিষেবা বন্ধ করে দেন। পাশাপাশি ওই রুটে ৮১ নম্বর বাস চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়। অটোচালক সুশান্ত বংশী বলেন, এটা অটো স্ট্যান্ড, বাস স্ট্যান্ড নয়। তা সত্ত্বেও নিয়ম ভেঙে এখানে বাস দাঁড় করানো হচ্ছে। আমরা বারবার বলেও কোনও সমাধান পাইনি। খ বর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বারাসত থানার পুলিশ। পাশাপাশি উপস্থিত হন বারাসত সাংগঠনিক জেলার ই এন টি টি উ সি সভাপতি ও বারাসতের উপ পুরপ্রধান তাপস দাশগুপ্ত। তিনি জানান, দুই পক্ষেরই বৈধ পারমিট রয়েছে, যাত্রী তোলা নিয়েই এই সমস্যা। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে এবং স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা চলছে। দীর্ঘক্ষণ যানবাহন বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েন যাত্রীরা। এক যাত্রী বলেন, প্রায়ই অটো-বাসের ঝামেলা হয়। আজ দুটোই বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কাজে যাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে অটো ও বাস পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। আগামী দিনে দুই সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করে সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বাড়তি টাকায় খুশির বন্যা, মুখ্যমন্ত্রীর নামে পুজো সাগরের মহিলাদের

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ রাজ্য বাজেট ঘোষণার প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপ নিতেই খুশির জোয়ার বইছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর ব্লকে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে মাসিক অনুদান ৫০০ টাকা বাড়ায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছেন এলাকার মহিলারা। হরিণবাড়ি, পয়লা ঘেরি ও ঝাউতলা এলাকার বহু মহিলা একত্রিত হয়ে স্থানীয় মন্দিরে বিশেষ পুজোর আয়োজন করেন। রাজ্য সরকারের নতুন ঘোষণা অনুযায়ী, সাধারণ শ্রেণির মহিলারা এখন থেকে মাসে ১০০০ টাকার বদলে ১৫০০ টাকা পাচ্ছেন। অন্যদিকে তফসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মহিলাদের অনুদান বেড়ে হয়েছে ১৭০০ টাকা। শুক্রবার থেকেই বহু উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এই বাড়তি টাকা ঢুকতে শুরু করায় খুশির আমেজ ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। এই প্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতেই মহিলারা মন্দিরে ডালি সাজিয়ে

পুজো দেন। পুজোর মূল উদ্দেশ্য ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা। পাশাপাশি ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের ফের ক্ষমতায় ফেরার প্রার্থনাও করা হয়। পুজোয় অংশ নেওয়া এক মহিলা বলেন, এই বাড়তি টাকা আমাদের সংসারের অনেক ছোটখাটো প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করবে। দিদি গরিব মহিলাদের কথা ভেবেছেন। তাই আমরা তাঁর মঙ্গল কামনায় পুজো দিলাম। এই ঘটনাকে ঘিরে সাগর ব্লকে সাধারণ মানুষের মধ্যে যেমন খুশির আবহ তৈরি হয়েছে, তেমনই রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে আলোচনা। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প যে গ্রামীণ মহিলাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলছে, এদিনের এই ছবি তারই স্পষ্ট প্রমাণ বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

ক্যানিংয়ে শক্তি প্রদর্শন তৃণমূলের, হাজার হাজার মহিলাকে নিয়ে মহা মিছিলে শওকত,পরেশ, নেতৃত্বে শ্রেয়া পান্ডে

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহাকুমায় রাজনীতির উত্তাপ আরও চড়ল। শুক্রবার ক্যানিংয়ের গোসাবায় যখন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের সংকল্প কর্মশালা চলছিল, ঠিক সেই সময়ই ক্যানিং পশ্চিমে পাল্টা শক্তি প্রদর্শনে নামল তৃণমূল কংগ্রেস। প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার মহিলা কর্মীকে নিয়ে বিশাল মহা মিছিলের আয়োজন করা হয়। এই মহা মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শওকত মোল্লা ও বিধায়ক পরেশ রাম। নেতৃত্বে ছিলেন মহিলা তৃণমূল নেত্রী শ্রেয়া পান্ডে।

এছাড়াও জেলা ও ব্লক স্তরের একাধিক নেতৃত্বৃন্দ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিল ঘিরে গোটা এলাকা তৃণমূলের স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, কেন্দ্র সরকারের একাধিক সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মহিলারা বঞ্চিত হচ্ছেন। কেন্দ্রের বৈমাত্রেয় শুলভ মনোভাব, এসআইআর ইস্যুতে সাধারণ মানুষকে হয়রানি, ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা না পাওয়া;এই সমস্ত অভিযোগকে সামনে রেখেই এই মহা মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। মিছিল থেকে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। নেতৃত্বরা বলেন, রাজ্যের মানুষের ন্যায্য প্রাপ্য কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এবং প্রশাসনিক নানা অজুহাতে মানুষকে ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন আরও জোরদার হবে। মহিলা তৃণমূল নেত্রী শ্রেয়া পান্ডে বলেন, এই মিছিল শুধু রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, বরং মহিলাদের অধিকার ও সম্মানের দাবিতে একটি ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ। হাজার হাজার মহিলার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রমাণ করে, রাজ্যের মানুষ আজও তৃণমূলের পাশে রয়েছে। মিছিল শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়, তবে গোটা ক্যানিং জুড়ে দিনভর রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ছিল চোখে পড়ার মতো।

নৈহাটিতে ভাড়া ঘরে চলত জালিয়াতির কারবার, গ্রেপ্তার ৩ যুবক

নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটিতে ভাড়া ঘরে বড় ধরনের আর্থিক প্রতারণার ঘটনা ধরা পড়ল। নৈহাটি থানার পুলিশ তিন যুবককে গ্রেপ্তার করেছে।

ধৃতদের নাম জাভেদ আলি (৩৮), আসিফ আলি (৩০) এবং নেসার হুসেন (১৮)। তাদের বিরুদ্ধে ভাড়া ঘর নিয়ে মানুষকে ঠকানোর অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নৈহাটি পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের কারিগরপাড়ার একটি ভাড়া ঘরেই এই সমস্ত কর্মকাণ্ড চলত। হালিশহরের মারোয়াড়ি কল এলাকার এক ব্যক্তি এই ঘরটি ভাড়া দেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার পুলিশের একটি টিম সেখানে হানা দেয়। রেইডে উদ্ধার হয় একটি ল্যাপটপ এবং চারটি মোবাইল ফোন।

ঘটনায় স্থানীয় কাউন্সিলার মানোয়ারা বেগমও হতবাক। তিনি জানান, যে বাড়িতে তিন জন ভাড়া থাকতেন, তাঁরা এলাকার নয়। এমন ঘটনার নজির আগে কখনও ছিল না। পুলিশ যে ব্যবস্থা নেবে, আমরা তার পাশে আছি। নৈহাটি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। রবিবার ধৃতদের ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হবে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গ্রেপ্তারকৃতরা দীর্ঘদিন ধরে ভাড়া ঘরকে লোভনীয় সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করছিল। এমন ঘটনা এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করেছে। স্থানীয়রা আশা করছেন, দ্রুত বিচার নিশ্চিত হবে এবং এ ধরনের প্রতারণা ভবিষ্যতে রুখে দেওয়া যাবে।

১৭ বছর পর ঘোলা মাতৃসদন নতুন রূপে, মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল হবে পানিহাটির জন্য

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ পানিহাটির বাসিন্দাদের জন্য সুখবর; প্রায় ১৭ বছর বন্ধ থাকার পর নতুন করে চালু হতে চলেছে ঘোলা মাতৃসদন হাসপাতাল। পুরসভা কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করছে এই হাসপাতালে মাল্টি স্পেশালিটি সুবিধা আনতে, যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই বিভিন্ন চিকিৎসা সেবা পেতে পারেন। এছাড়াও স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সুবিধা ও বিশেষ ছাড় দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে। ঘোলা থানার উল্টো দিক, সোদপুর-মধ্যমগ্রাম রোডের ধারে অবস্থিত এই হাসপাতাল পানিহাটি পুরসভার অধীনে। এক সময় এখান থেকে বহু মহিলা স্বাস্থ্যসেবা নিয়েছেন, কিন্তু বাম আমলের শেষের দিকে হঠাৎ করে এটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর দু',একবার পিপিপি মডেলে হাসপাতাল পুনরায় চালুর চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সফল হয়নি। পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, পিপিপি মডেলে হবে ১০০ বেডের মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল। সেই পরিকল্পনায় সাড়া দিয়ে একটি নামকরা বেসরকারি সংস্থা আগ্রহ দেখিয়েছে। সংস্থাটি ইতিমধ্যেই প্রাথমিক প্রজেক্ট রিপোর্ট জমা দিয়েছে।

মোট খরচ ধরা হয়েছে ২৫ কোটি টাকা, যার মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ১০ কোটি টাকা খরচ করবে সংস্থাটি। হাসপাতালটি দুই ধাপে তৈরি করা হবে, যার প্রথম ধাপের কাজ শুরু

পানিহাটির বাসিন্দাদের জন্য সুখবর;প্রায় ১৭ বছর বন্ধ থাকার পর নতুন করে চালু হতে চলেছে ঘোলা মাতৃসদন হাসপাতাল। পুরসভা কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করছে এই হাসপাতালে মাল্টি স্পেশালিটি সুবিধা আনতে, যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই বিভিন্ন চিকিৎসা সেবা পেতে পারেন। এছাড়াও স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সুবিধা ও বিশেষ ছাড় দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে। ঘোলা থানার উল্টো দিক, সোদপুর-মধ্যমগ্রাম রোডের ধারে অবস্থিত এই হাসপাতাল পানিহাটি পুরসভার অধীনে। এক সময় এখান থেকে বহু মহিলা স্বাস্থ্যসেবা নিয়েছেন, কিন্তু বাম আমলের শেষের দিকে হঠাৎ করে এটি বন্ধ হয়ে যায়।

হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে শেষ হওয়ার লক্ষ্য। নতুন হাসপাতাল থেকে আইসিইউ, এইচডিইউ, জেনারেল মেডিসিন, জেনারেল সার্জারি, গাইনোকোলজি, পেডিয়াট্রিক, অর্থোপেডিক, ইএনটি, নেফ্রোলজি, ডার্মাটোলজি, ডেন্টাল পরিষেবার পাশাপাশি জরুরি ও ট্রমা কেয়ার সুবিধাও পাওয়া যাবে। পানিহাটির পুরপ্রধান সোমনাথ দে জানান, পিপিপি মডেলে হাসপাতাল চালু করার বিষয়ে কাউন্সিলারদের সঙ্গে বৈঠকে ঐকমত্য হয়েছে। বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথাবার্তা চলছে এবং তারা প্রজেক্ট রিপোর্ট জমা দিয়েছে। শীঘ্রই আমরা কাজ শুরু করতে পারব। স্থানীয়রা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং আশা করছেন, নতুন ঘোলা মাতৃসদন শুধু মাতৃত্বকালীন সেবা নয়, সাধারণ চিকিৎসার ক্ষেত্রেও বড় সুবিধা আনবে।

ভোটের আগে জনমত সংগ্রহে নতুন কৌশল , যাদবপুরে কিউআর কোড ও 'ম্যানুফেস্টো বক্স' চালু বিজেপির

গোপাল শীল,নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষের মতামত ও অভিযোগ সরাসরি জানতে নতুন উদ্যোগ নিল যাদবপুর সংগঠনিক জেলার বিজেপি। জনসংযোগ আরও মজবুত করতে যাদবপুরে চালু করা হল 'ম্যানুফেস্টো বক্স' এবং কিউআর কোডের মাধ্যমে অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা। এই উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন যাদবপুর সংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি মনোরঞ্জন জোয়ারদার। বিজেপি সূত্রে জানা গেছে, এই ম্যানুফেস্টো বক্সে সাধারণ মানুষ লিখিতভাবে জানাতে পারবেন;তাঁরা কেমন সরকার চান, তাঁদের এলাকার কী কী সমস্যা রয়েছে এবং কোথায় উন্নয়নের ঘাটতি রয়ে গেছে। এই বক্সগুলি বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রাখা হবে, যাতে

সর্বস্তরের মানুষ সহজেই তাঁদের মতামত জানাতে পারেন। এছাড়াও, প্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে কিউআর কোডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওই কিউআর কোড স্ক্যান করলেই সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপে নিজেদের অভিযোগ, সমস্যা কিংবা প্রস্তাব পাঠাতে পারবেন সাধারণ মানুষ। রাস্তা, জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন নানা সমস্যার কথা এই মাধ্যমে জানানো যাবে বলে জানিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। মনোরঞ্জন জোয়ারদার বলেন, বিধানসভা ভোটের আগে মানুষের মনের কথা শোনা অত্যন্ত জরুরি। সাধারণ মানুষের মতামতের ভিত্তিতেই আগামী দিনের ইস্তেহার বা ম্যানুফেস্টো তৈরি করা হবে। মানুষের বাস্তব সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়েই বিজেপি ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সাজাতে চায়। বিজেপির এই উদ্যোগকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে আলোচনা। ভোটের আগে জনমত সংগ্রহে এই নতুন পদ্ধতি কতটা প্রভাব ফেলবে, সেদিকেই এখন নজর

এক রাউন্ড গুলি ও ওয়ান শাটার বন্দুক সহ গভীর রাতে গ্রেফতার যুবক

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার অন্তর্গত বকজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মথুরা মল্লিক পাড়ায় চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামনে এল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল গভীর রাতে ওই এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিল ২৪ বছর বয়সী রাকেশ মোল্লা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তৎপর হয় হাড়োয়া থানার পুলিশ। খবরটি পৌঁছায় হাড়োয়া থানার পুলিশ আধিকারিক প্রতাপ মোদকের কাছে। এরপরই নির্দেশে নড়েচড়ে বসে থানার কর্তব্যরত পিসি পার্টি। গভীর রাতে এলাকায় হানা দেয় পুলিশের একটি দল।

তল্লাশি চালিয়ে ওই যুবকের কাছ থেকে একটি ওয়ান শাটার বন্দুক এবং এক রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গেই রাকেশ মোল্লাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ আরও জানিয়েছে, ধৃত রাকেশ মোল্লার বিরুদ্ধে আগেও একাধিক সমাজবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন থানায় তার নামে একাধিক অভিযোগ নথিভুক্ত রয়েছে বলে দাবি পুলিশের। প্রশ্ন উঠছে, কেন গভীর রাতে ওই যুবক আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ নিয়ে এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল এবং এই অস্ত্র সে কোথা থেকে পেল। এই ঘটনার পর থেকেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ স্বস্তি প্রকাশ করলেও অনেকেই আতঙ্কিত ছিলেন এমন দুষ্কৃতী এতদিন এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল বলে। ধৃত যুবককে আজ বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, নিজেদের হেফাজতে নিয়ে রাকেশ মোল্লাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় হাড়োয়া থানার পুলিশ। আগ্নেয়াস্ত্রের উৎস, এর পেছনে কোনও বড় চক্র রয়েছে কি না, সেই দিক খতিয়ে দেখে গোটা ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুলিশ।

১ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

কেমন যাবে ?

রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। মা-বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে মনঃকষ্ট। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি
খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না।কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে।

মিথুন রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসেবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ছোটখাটো চোট লাগতে পারে।

কর্কট রাশি
এই সপ্তাহে বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে। পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। দাম্পত্য বিবাদ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশি ঝঞ্ঝাট থেকে সাবধান থাকুন।

সিংহ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে।খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি
সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না।প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় কোনও খারাপ খবর পেতে পারেন।

তুলা রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। চাকরির স্থানে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি
সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা থাকবে না। যুক্তিপূর্ণ কথায় শত্রু পিছু হঠতে পারে। ব্যবসায় ভাল আয়ের যোগ রয়েছে।

ধনু রাশি
অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার যোগ। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে ভাল যোগাযোগ হবে। আত্মীয়দের নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পেটের সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হওয়ার যোগ।

মকর রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কুটুমদের সঙ্গে অশান্তি বাধতে পারে। বাকপটুতার জন্য সুনাম অর্জন করতে পারেন। শেয়ারে অর্থ নষ্ট হতে পারে। কোনও কিছু চুরি যেতে বা হারাতে পারে।

কুম্ভ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বুদ্ধির দোষে কাজের ক্ষতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন। পিতার শরীর নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি
আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

জেনে নিন সুস্থ ও খুশি থাকার উপায়

নয়া জামানা ঃ জীবন হল জ্ঞানী মানুষদের জন্য একটি স্বপ্ন এবং বোকা মানুষদের জন্য একটা খেলা। ধনীদের জন্য কৌতুক এবং গরিবদের জন্য নাটক। জীবনের সাথে সঠিক জীবনধারার মিল না থাকলে বেঁচে থাকাটা অনেকের কাছে দুরূহ হয়ে পড়ে। তাই সকলের জন্য প্রয়োজন একটি স্বাস্থ্যকর ও আনন্দময় লাইফস্টাইল। স্বাস্থ্যকর লাইফ স্টাইল হল সুষম খাবার, পর্যাপ্ত ঘুম, নিয়মিত
ব্যায়াম ও মানসিক প্রশান্তির সংমিশ্রণ যা মানসিক ও শারীরিক সুস্থতাকে সুনিশ্চিত করে। পর্যাপ্ত জল পান, পর্যাপ্ত ঘুম, ইতিবাচক চিন্তাভাবনা, ধূমপান বর্জন করা ইত্যাদি জীবনধারাকে আরও উন্নত মাত্রায়
পৌঁছে দেয়। স্বাস্থ্যকর জীবনধারার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো - সময় মতন করে খাবার গ্রহণ করুন, কোনদিন খাবার বাদ দেবেন না প্রয়োজনে ফাস্টফুড বর্জন করুন।

শরীর ও মনকে সতেজ রাখতে প্রতিদিন ৭ থেকে ৮ ঘন্টা ঘুমোন। স্ট্রেস বা মানসিক চাপ কমানোর জন্য মেডিটেশন যোগব্যায়াম ইত্যাদির মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। পাশাপাশি প্রিয় মানুষজনদের সাথে সময় কাটান। সুস্থ জীবন কাটানোর জন্য ধূমপান বর্জন অপরিহার্য। সর্বোপরি নিজেকে ভালবাসুন নিজের শরীর ও মনের যত্ন নিন। একটি লক্ষ্য ঠিক করুন এবং মনে মনে সেই লক্ষ্যকে পূরণ করার মানসিকতা তৈরি করুন। একটি সুশৃংখল ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনধারা কেবলমাত্র রোগই প্রতিরোধ করে না, বরং আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক সম্পর্ককেও উন্নত করে।

শীতকালে অ্যাসিডিটিতে ভুগছেন ? তালিকায় যোগ করুন এই খাবারগুলি

নয়া জামানা ঃ শীতকাল মানেই যেমন ঘুম থেকে দেরি করে ওঠা, একটু আলসামো এবং পেট ভরে ভুরিভোজ। কিন্তু অন্যদিকে বাড়তে থাকে এসিডিটি, পেট গন্ডগোল, বুক জ্বালা ইত্যাদি। অনেকেই মনে করেন কেবলমাত্র গরমকালেই এসিডিটি সমস্যা হয়। কিন্তু ডাক্তারদের মতে শরীরে যত হিট থাকবে খাবার হজমে হবে ততটাই সমস্যা।
তাই গরম কালের চেয়ে শীতকালেই মানুষের গ্যাস অম্বলের সমস্যা হয় বেশি। গরম কালের তুলনায় শীতকালে জল পিপাসা পায় কম। শরীরে জলের প্রবেশ কম ঘটায় খাবার হজমে সমস্যা তৈরি হয়। পাশাপাশি অতিরিক্ত তেল মশলাদায়ক খাবারের প্রতি ঝোক পাকস্থলীতে এসিড উৎপন্ন করে। তবে কিছু ঘরোয়া টোটকা মেনে চললেই মিস্টার পাওয়া যাবে এইসব শীতকালীন সমস্যা থেকে। ভারী খাবারের পরিবর্তে অল্প অল্প করে খাবার খান দু তিন ঘন্টা অন্তর অন্তর। বিশেষ করে রাত্রেবেলা খাওয়ার পরপরই ঘুমিয়ে পড়বেন না। অন্তত দু'ঘণ্টা পরে ঘুমোতে যাবেন। শারীরিক আলস্য কমাতে নিয়মিত নিজেকে হাঁটাচলা ও ব্যায়ামের মধ্যে রাখুন। চা,কফি এবং ধূমপান এসিডিটির আশঙ্কা বাড়ায়, তাই শীতকালে এগুলোকে বিশেষভাবে এড়িয়ে চলুন। খাদ্যাভ্যাস এর মধ্যেও নিয়ে আসুন হালকা কিছু পরিবর্তন। আদা চা, মৌরি,

জোয়ান সেবন অত্যন্ত কার্যকরী। টক দই ও কলা পেটকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। ফাইবার যুক্ত খাবার খাদ্য তালিকায় যোগ করুন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, শীতের দিন গুলিতে একেবারেই খালি পেট রাখা চলবে না। দীর্ঘ বিরতি দিলে এসিডিটি বাড়ে।

নজরে INSTA

নুপুর

রাসিক

আদ্রিজা

ডিম্প লেহা

রাকুল

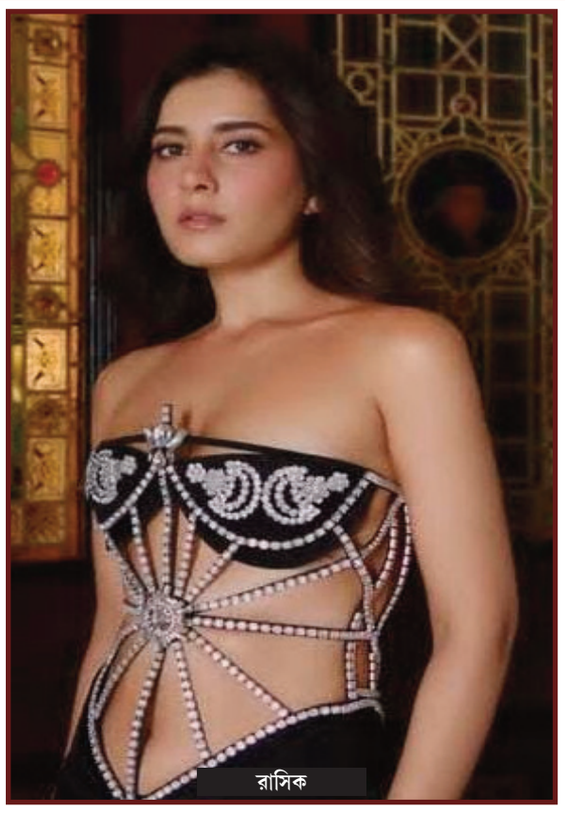

হানসিকা মোতওয়ানির গোপন ফিটনেসের রহস্য

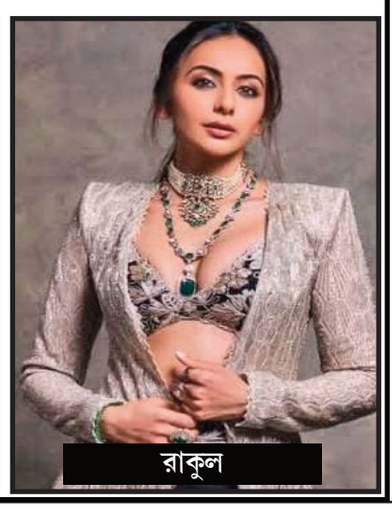

আজকালকার কর্মব্যস্ত জীবনে নিজেকে ফিট রাখা যেন এক হিমালয়সম চ্যালেঞ্জ। একদিকে কঠোর ডায়েটের মানসিক চাপ, অন্যদিকে জিমের জন্য সময়ের অভাব;সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। ঠিক এই সময়েই দক্ষিণী ও বলিউড সেনসেশন হানসিকা মোতওয়ানি ফাঁস করলেন এক চমকপ্রদ তথ্য।

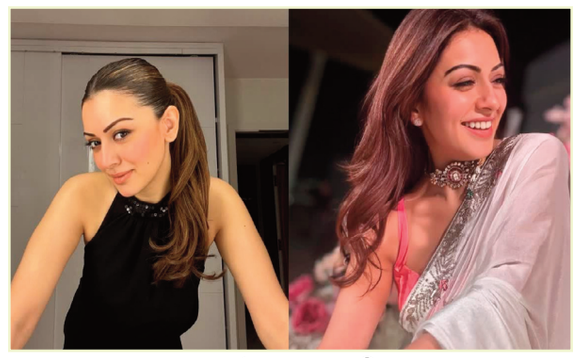

নয়া জামানা আজকালকার কর্মব্যস্ত জীবনে নিজেকে ফিট রাখা যেন এক হিমালয়সম চ্যালেঞ্জ। একদিকে কঠোর ডায়েটের মানসিক চাপ, অন্যদিকে জিমের জন্য সময়ের অভাব;সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। ঠিক এই সময়েই দক্ষিণী ও বলিউড সেনসেশন হানসিকা মোতওয়ানি ফাঁস করলেন এক চমকপ্রদ তথ্য। কোনো রকম কঠোর ডায়েট ছাড়াই কীভাবে তিনি ধরে রেখেছেন তাঁর নজরকাড়া সৌন্দর্য ও ছিপছিপে শরীর, তা নিয়ে এখন চর্চা তুঙ্গে। সম্প্রতি কোরিওগ্রাফার ফারাহ খানের সাথে এক আলাপচারিতায় নিজের জীবনযাত্রার এই গোপন দিকটি ভক্তদের সামনে উন্মোচন করেছেন তিনি।

হানসিকা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, তিনি নিজেকে ক্ষুধার্ত রেখে ওজন কমানোর তত্ত্বে মোটেও বিশ্বাসী নন। তাঁর মতে, অতিরিক্ত ডায়েটিং দীর্ঘমেয়াদে শরীরের জন্য সুফল আনে না বরং শরীরকে মানসিক ও শারীরিক চাপের মুখে ঠেলে দেয়। অভিনেত্রী একটি সুষম জীবনধারা (স্কখস্থ— ত্বত্রত্ম জ্জ্বত্রস্থঁত্ত্ব) অনুসরণ করেন।
তিনি যা পছন্দ করেন তাই খান, তবে সেটি অবশ্যই পরিমিত পরিমাণে। বিজ্ঞানের ভাষায়, এই পরিমিত খাদ্যাভ্যাস শরীরের বিপাক প্রক্রিয়া বা মেটাবলিজমকে সক্রিয় রাখে, যার ফলে শরীরে অতিরিক্ত মেদ জমার সুযোগ পায় না।

জিম গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভারী ওজন তোলা হানসিকার রুটিনে নেই। তাঁর ফিটনেসের আসল চাবিকাঠি হলো পাইলেটস (Pilates। নিয়মিত পাইলেটস অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি তাঁর শরীরকে সুদৃঢ় এবং পেশিগুলোকে শক্তিশালী রাখেন। বিশেষজ্ঞরা বলেন, পাইলেটস এমন একটি ব্যায়াম যা জয়েন্ট বা হাড়ের সংযোগস্থলে চাপ না দিয়ে পুরো শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখে। এটি শরীরের গঠন উন্নত করার পাশাপাশি নমনীয়তা বৃদ্ধিতে জাদুর মতো কাজ করে। হানসিকা মনে করেন, কঠোর পরিশ্রমের চেয়ে সঠিক কৌশলে ব্যায়াম করা বেশি কার্যকর।

শুটিংয়ের ব্যস্ততা বা ভ্রমণের ক্লান্তি; কোনো কিছুই হানসিকাকে তাঁর শারীরিক সক্রিয়তা থেকে দূরে রাখতে পারে না। তিনি প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা ঘাম ঝরানোর চেয়ে নিয়মিত অল্প সময় ব্যায়াম করাকে বেশি গুরুত্ব দেন।
আধুনিক বিজ্ঞানও অভিনেত্রীর এই ধারণাকে সমর্থন করে; অনিয়মিত ভারী ব্যায়ামের চেয়ে প্রতিদিনের হালকা শারীরিক পরিশ্রম শরীরের জন্য অনেক বেশি উপকারী। এই ধারাবাহিকতাই তাঁকে বছরের পর বছর ধরে ক্যামেরার সামনে সতেজ ও প্রাণবন্ত রাখতে সাহায্য করছে।

হানসিকার ফিটনেস দর্শনে শরীর এবং মন অবিচ্ছেদ্য। তিনি বিশ্বাস করেন, মনের ওপর অতিরিক্ত চাপ সরাসরি শরীরে প্রভাব ফেলে, যা ওজন বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। তাই নিজেকে খুশি রাখা, পর্যাপ্ত বিশ্রাম এবং নিজের জন্য সময় বের করা তাঁর রুটিনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর মতে, ফিটনেসের আসল মন্ত্র হলো 'আত্ম-ভালোবাসা' । নিজের শরীরকে চেনা এবং তার ওপর জবরদস্তি কোনো নিয়ম চাপিয়ে না দেওয়াই হলো সুস্থ থাকার মূল পথ।

হানসিকা মোতওয়ানি প্রমাণ করেছেন যে, ফিট থাকা মানেই নিজেকে বঞ্চিত করা নয়। বরং সঠিক খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত পাইলেটস এবং মানসিক প্রশান্তির মাধ্যমেই ডায়েট ছাড়াই স্বপ্নের মতো শরীর পাওয়া সম্ভব। তাঁর এই সহজ অথচ কার্যকরী জীবনদর্শন বর্তমান প্রজন্মের কাছে একটি নতুন অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/9/2026 8:34 AM Page 15

লাইব্রেরিতে ভাঙচুর !

জেএনইউ ছাত্র সংসদের চার বামনেতাই বরখাস্ত,

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের চার বামনেতাকেই বরখাস্ত করলেন কর্তৃপক্ষ। গত বছর তাঁদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় আবার উত্তাল হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। যে চার নেতাকে বরখাস্ত করা হয়েছে, তাঁরা হলেন ছাত্র সংসদের সভাপতি অদিতি মিশ্র, সহ-সভাপতি গোপিকা বাবু, সাধারণ সম্পাদক সুনীল যাদব এবং যুগ্ম সম্পাদক দানিশ আলি। বরখাস্ত করা হয়েছে ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সভাপতি নীতীশ কুমারকেও। বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োমেট্রিক নজরদারির বিরুদ্ধে ২০২৫ সালের নভেম্বরে আন্দোলনে নেমেছিলেন পড়ুয়াদের একাংশ। সেই সময় বিক্ষোভ চলাকালীন সেন্ট্রাল লাইব্রেরির সামনে ফেসিয়াল রিকগনিশন গেট ভেঙে ফেলা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনায় জড়িত থাকার দায়ে চারজনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাঁদের দাবি, ভাঙচুরের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত বছর নভেম্বরেই ছাত্র সংসদের ভোট হয়েছিল জেএনইউ-তে। সেই ভোটে গোঁয়ার্তুমি ছেড়ে জোট করে লড়েছিল বাম সংগঠনগুলি। এবার চার নেতা বরখাস্ত হওয়ায় আবার ছাত্র সংসদের ভোট হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

‘সিঁদুরে’ তছনছ পাকিস্তান, জবাব দিতে ‘ধর্মযুদ্ধে’র ডাক দিয়েছিলেন মুনির !

পাক ষড়যন্ত্র ফাঁস জইশ জঙ্গির

অপারেশন সিঁদুরে যখন বেসামাল দশা হয়েছিল পাকিস্তানের, তখন জবাব দিতে ‘গজওয়া-ই-হিন্দ’ বা ‘ধর্মযুদ্ধে’র ডাক দিয়েছিলেন পাক সেনা সর্বাধিনায়ক আসিম মুনির। ইসলামাবাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করল খে াদ জইশ কমান্ডার ইলিয়াস কাশ্মীরি। গত বৃহস্পতিবার পাক অধিকৃত কাশ্মীরের রাওয়ালকোটে জঙ্গি নেতাদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিল ইলিয়াস। বক্তৃতা করতে গিয়ে অপারেশন সিঁদুরের প্রসঙ্গ তোলে সে। বলে, যখন যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তখন অস্ত্রও বেরিয়ে পড়েছিল। যুদ্ধবিমান একে অপরের মুখোমুখি হল, দু’দেশের ট্যাঙ্কও পরস্পরের সামনে এসে পড়েছিল। তখন কমান্ডার ঘোষণা করেন, এটা গাজওয়াত-উল-হিন্দ, এটা বুনিয়ান আল-মারসুস। এরপরই ইলিয়াস জইশ-ই-মহম্মদের আদর্শ সম্পর্কে মুখ খোলে। সে বলে, পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, জেহাদই এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য এবং অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু। সে আরও বলে, আমাদের নাম, আমাদের পরিচয় এবং আমাদের নীতিবাক্য হল জেহাদ। সরকার আমাদের সমর্থন করুক বা না করুক, জেহাদই আমাদের পথ, আমাদের লক্ষ্য। কাশ্মীরকে মুক্ত করার জন্য আমরা তা চালিয়ে যাব। প্রসঙ্গত, গত বছর ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে ২৬ নিরস্ত্রকে হত্যা করে লস্করের ছায়া সংগঠন টিআরএফের চার জঙ্গি। এই হামলার জবাবে ৭ মে ভোর-রাতে অপারেশন সিঁদুর শুরু করে ভারত। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নয়টি জঙ্গিঘাঁটি। এরপর ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির জনবহুল এলাকা এবং সেনাঘাঁটিকে লক্ষ্য করে হামলা চালায় পাকিস্তান। সেই হামলা প্রতিহত করার পাশাপাশি প্রত্যাঘাত করে ভারত। তাতেই তছনছ হয়ে যায় পাকিস্তানের অন্তত ১১টি একাধিক বায়ু সেনাঘাঁটি। ভারতীয় সেনার অভিযানে নিহত হয় ১০০ জনের বেশি জঙ্গি ও ৩৫-৪০ জন পাক সেনা। শেষ পর্যন্ত ইসলামাবাদের আর্জিতে সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয় নয়াদিল্লি।

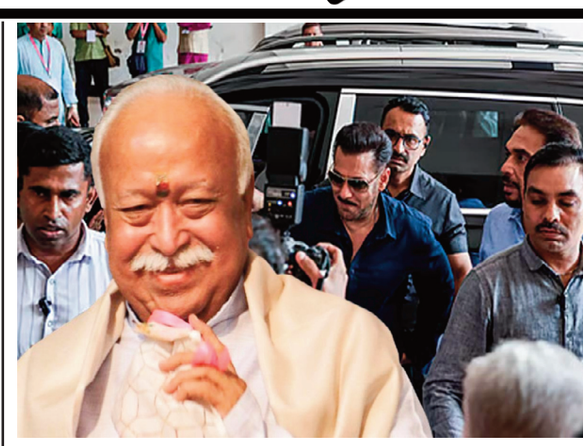

‘ভাইজানে’র প্রশংসায় পঞ্চমুখ মোহন ভাগবত

ধর্ম নিয়ে কোনওদিনই ছুঁৎমার্গে ভোগেন না সলমন খান। কখনও সিনেমার মাধ্যমে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দিয়েছেন তো কখনও বা আবার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা খুলে দুস্থদের সাহায্য করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি আদতে মানবতার ধর্মে বিশ্বাসী। সেই সলমন খানকেই দেখা গেল আরএসএসের অনুষ্ঠানে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের শততম বর্ষ উপলক্ষে মুম্বইয়ে দু’দিনের আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। শনিবার ওই অনুষ্ঠানেই উপস্থিত ছিলেন সলমন। এছাড়া হেমা মালিনী, রণবীর কাপুরকেও ওই অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছে। বলিউডের ‘ভাইজান’কে প্রশংসায় ভরালেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই কড়া নিরাপত্তার মাঝে আরএসএসের অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছন সলমন। তাঁকে দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন সেখানে উপস্থিত প্রায় সকলেই।

সংঘ প্রধান মোহন ভাগবতও যথেষ্ট খুশি হন। তিনি বলেন, ‘কলেজ পড়ুয়ারা সলমন খানের ফ্যাশন অনুকরণ করেন। কিন্তু কেন তারা তা করে? কলেজ পড়ুয়ারা সাফ জানান, সলমন করেন বলেই তাঁরাও এই ফ্যাশন অনুকরণ করেন। এভাবেই সলমনের উচিত সামাজিক মূল্যবোধকেও ফ্যাশন বা ট্রেন্ডে পরিণত করা।’ এদিন মোহন ভাগবতের বক্তব্যে আরএসএসের আসল কাজ কী, তা-ও উঠে আসে। তাঁর কথায়, ‘আরএসএসের কাজে একেবারেই ব্যতিক্রমী। এই ধরনের কাজ বিশ্বের কোথাও আর হয় না। বর্তমানের ভারতের নানা প্রান্তের পাশাপাশি বিদেশ থেকেও অনেকে আরএসএসের কাজ দেখতে আসে। ইউরোপ, আমেরিকা, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া বা মধ্যপ্রাচ্য কিংবা আফ্রিকা থেকে আসা অনেকেই আরএসএসের কাজের প্রশংসা করেন। তাঁরা বলেন আরএসএসের কাজের পদ্ধতি তরুণ প্রজন্মের জন্য প্রাসঙ্গিক। গৌতম বুদ্ধের পর সম্ভবত ভারতীয় ইতিহাসে কোনও সর্বভারতীয় প্রচেষ্টা এমন বিপুল সাফল্য পায়নি।’ তিনি বারবারই আরএসএস সদস্যদের উদ্দেশে বলেন, ‘আরএসএসের কাজ নিজের জন্য নয়। পুরো ভারত এবং দেশের মানুষের জন্য। কারও সঙ্গে বিরোধিতা না করে কাজ চালিয়ে যাওয়াই আরএসএসের লক্ষ্য। জনপ্রিয়তা বা ক্ষমতা কোনওটাই খোঁজে না আরএসএস।’ এদিকে, সলমন খানের আরএসএসের অনুষ্ঠানে উপস্থিতি নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত আরএসএসকে নিশানা করেছেন। তাঁর মতে, ‘তহয় ভিড় টানতে কিংবা মুসলমানরাও আরএসএসের অনুষ্ঠানে স্বাগত এই বার্তা দিতেই সলমনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।’

সরাসরি সংঘ প্রধান মোহন ভাগবতকে শিবসেনা নেতার প্রশ্ন, ‘তএটা কি মুসলমান বিরোধী রাজনীতির অঙ্গ?’ দ যদিও এই বিষয়ে আরএসএস প্রধান কিংবা সলমন খানের তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

উড়ালপুলে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে মহিলা-সহ তিনজনের দেহ! চাঞ্চল্য দিল্লিতে

উড়ালপুলে দীর্ঘক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে ছিল গাড়িটি। এতেই সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। কৌতূহল নিরসনে তাঁরা গিয়ে গাড়িতে উঁকি দিতেই দেখেন, ভিতরে তিনজন মরে পড়ে রয়েছেন! তাঁদের একজন মহিলা। বাকি দু’জন পুরুষ।

রবিবার দিল্লির পীড়াগঢ়হী উড়ালপুলে এই ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়েরা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তিন দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে তদন্তকারীদের অনুমান, বিষ খেয়ে মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। কারণ, তিনজনের কারও শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখ তে পাননি তদন্তকারীরা। গাড়ির অবস্থা দেখেও তদন্তকারীদের অনুমান, চুরি-ডাকাতিও হয়নি। তবে কি পারিবারিক কারণে তাঁরা আত্মহত্যা করেছেন? এই বিষয়টি ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের। পুলিশ সূত্রে খবর, তিনজনের নাম-পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যেই একজন সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু তথ্য মিলেছে। তবে বাকি দু’জনের সম্পর্কে এখনও কিছুই জানা যায়নি। আপাতত যাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্য মিলেছে, সেই তথ্য কাজে লাগিয়েই বাকিদের সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। তা জানা সম্ভব হলে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। তার পর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তিনজনের মৃত্যুর কারণ জানার চেষ্টা করা হবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা।

ভুয়ো ভোটারে ছেয়েছে মোদির বারাণসী !

ভুয়ো ভোটারে ছেয়ে গিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্বাচন কেন্দ্র! সেটা ফাঁস করলেন বিজেপিরই বিধায়ক। উত্তরপ্রদেশে এসআইআর চলাকালীন বারাণসীতে অন্তত ৯ হাজার ২০০ জন ভুয়ো ভোটারের সন্ধান মিলেছে বলে জানান বিজেপি বিধায়ক তথা উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী রবীন্দ্র জয়সওয়াল। একজন ভোটারের নাম অন্তত পাঁচবার নথিভুক্ত করা হয়েছে বলেও অভিযোগ এনেছেন তিনি। দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যের মতো উত্তরপ্রদেশেও চলছে এসআইআর। তার মধ্যেই বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন বারাণসী লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত বারাণসী উত্তর বিধানসভার বিধায়ক রবীন্দ্র। তাঁর দাবি, ৯২০০ জন ভোটারের তালিকা বের করা হয়েছে দলের তরফে। সেই ভোটারদের নাম একাধিক জায়গার ভোটার তালিকায় রয়েছে। একেবারে যাচাই করেই ৯২০০ জনের নাম বেছে নেওয়া হয়েছে বলেও মত রবীন্দ্রর সোশাল মিডিয়ায় তিনি বলেন, ‘ভারতের প্রতিটি ব্যক্তির নাম শুধুমাত্র একটি স্থানের ভোটার তালিকায় থাকা উচিত। যদি একাধিক স্থানে একই ব্যক্তির নাম থাকে, তবে এসআইআর করে কী লাভ?’ দ জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের কাছেও অভিযোগ জানিয়েছেন রবীন্দ্র। তাঁর প্রশ্ন, যদি ভুয়ো ভোটার ধরাই না যায়, যদি একজন ভোটারের নাম একাধিক বুথে নথিবদ্ধ থাকে তাহলে এসআইআর করে কী লাভ? জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গোটা ঘটনার বিশদ তদন্ত দাবি করেছেন যোগীরাজ্যের মন্ত্রী। উল্লেখ্য, ভোটার তালিকা থেকে ‘ভূত’ তাড়াতেই নির্বাচন কমিশন বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা এসআইআর শুরু করেছে দেশজুড়ে, বারবার এমন দাবি করেছেন বিজেপি নেতারা। আক্রমণ করা হয়েছে বিরোধী দলগুলিকে। কিন্তু উত্তরপ্রদেশে খসড়া তালিকা থেকেই বাদ গিয়েছে ২ কোটি ৮৯ লক্ষ ভোটার। এসআইআরের খসড়া তালিকাতেই ৯ হাজার ২০০ জন ভুয়ো ভোটারের নাম রয়েছে বলে অভিযোগ এনেছেন রবীন্দ্র। প্রসঙ্গত, উত্তরপ্রদেশে খসড়া তালিকা প্রকাশে বারবার বাধা পড়েছে যোগী সরকারের আপত্তিতে। তারপরেও খসড়া তালিকায় বিপুল ভোটারের নাম বাদ পড়া নিয়ে বিজেপির অন্দরে অস্বস্তি ছিলই। এবার সেই অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে দিলেন রবীন্দ্র।

মালয়েশিয়ায় সুভাষ-স্মরণ মোদির

দু’দিনের মালয়েশিয়া সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার ছিল তাঁর সফরের শেষ দিন। এদিন মালয়েশিয়ায় নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে স্মরণ করলেন মোদি। পাশাপাশি, দেখা করলেন আজাদ হিন্দ ফৌজে নেতাজির সহযোদ্ধা জয়রাজ রাজা রাওয়ের সঙ্গে। এই সাক্ষাৎকে ‘অনুপ্রেরণাদায়ক’ বলেও অভিহিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

নেতাজির ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (আইএনএ) বা আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম সদস্য ছিলেন জয়রাজ। রবিবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর নানা অভিজ্ঞতার কথা শোনেন মোদি। জয়রাজের সঙ্গে সাক্ষাতের একটি ছবি শেয়ার করে মোদি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন,

‘আইএনএ-র প্রবীণ সৈনিক শ্রী জয়রাজ রাজা রাও-এর সঙ্গে দেখা করতে পারা সৌভাগ্যের। তাঁর জীবন অসীম সাহস এবং ত্যাগের প্রতীক। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা শুনে আমি অনুপ্রাণিত হলাম।’ একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এদিন আজাদ হিন্দ বাহিনী এবং নেতাজির প্রতিও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। তিনি লেখেন, ‘নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর সকল যোদ্ধাদের কাছে আমরা চির ঋণী।

তাঁদের বীরত্ব এবং আত্মত্যাগ ভারত ভাগ্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।’ প্রসঙ্গত, মালয়েশিয়ায় প্রায় ২৯ লক্ষ ভারতীয় বংশোদ্ভূত থাকেন। যা সংখ্যার বিচারে গোটা দুনিয়ায় তৃতীয় বৃহত্তম। আসিয়ান গোষ্ঠীতেও ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শরিক মালয়েশিয়া।

ভারতের ‘অ্যাক্ট ইস্ট’ পলিসিরও অন্যতম স্তম্ভ আনোয়ার ইব্রাহিমের দেশ। জানা গিয়েছে, মোদি তাঁর সফরে বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা এবং দ্বিপাক্ষিক সহযোগীতা আরও মজবুত করার বার্তা দিয়েছেন। একইসঙ্গে সরব হয়েছেন সন্ত্রাসবাদ নিয়েও।

আত্মঘাতী বোমারুর হামলায় ছিন্নভিন্ন ইসলামাবাদ! দায় স্বীকার করল ইসলামিক স্টেট

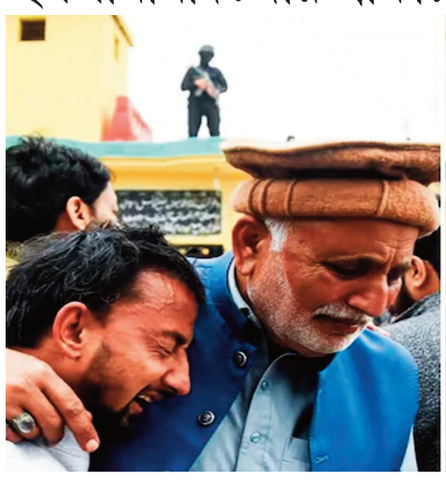

পাকিস্তানের ইসলামাবাদে আত্মঘাতী হামলার দায় স্বীকার করল ইসলামিক স্টেট পাকিস্তান প্রভিন্স। এই ইসলামিক স্টেট পাকিস্তান প্রভিন্স হল ইসলামিক স্টেটের পাকিস্তান শাখা।

জানা গিয়েছে, হামলাকারীর নাম সইফুল্লা আনসারি। শুক্রবার বিস্ফোরণের পরই পাকিস্তান আঙুল তোলে ভারতের দিকে। সেদিন রাতেই পাকিস্তানের দাবি উড়িয়ে ওই দেশের সরকারের নীতির কঠোর সমালোচনা করে নয়াদিল্লি। অন্যদিকে, এই হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যেই সে দেশের পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে বলে খ বর। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছেন। এদিকে, আত্মঘাতী হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যেই মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে অন্তত ৭০ জন। পাক প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি এই হামলাকে ‘মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ’ বলে অভিহিত করেছেন। এই হামলার পরই পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ দাবি করেছিলেন, আত্মঘাতী জঙ্গি আফগানিস্তান থেকে একাধিকবার পাকিস্তানে যাতায়াত করেছিল।

তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। সমাজমাধ্যমে তিনি লেখেন, ‘ভারত এবং তালিবানের মধ্যে যোগসূত্র প্রকাশ্যে আসছে। ওই জঙ্গিকে নিরাপত্তারক্ষী বাধা দিয়েছিলেন। তখ নই সে গুলি চালাতে শুরু করে এবং মসজিদে প্রার্থনাকারীদের শেষ লাইনে দাঁড়িয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়।’ এর পরেই ভারতকে নিশানা করে আসিফের দাবি, পাকিস্তানের কাছে হেরে গিয়ে ভারত অন্য ভাবে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করছে। কারণ, ভারতের নাকি সরাসরি যুদ্ধ করার ক্ষমতাই নেই।

অন্যদিকে, ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল একটি বিবৃতিতে লেখেন, ‘ইসলামাবাদের মসজিদে বিস্ফোরণের প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং প্রাণহানিতে সমবেদনা জানাচ্ছি। কিন্তু এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, পাকিস্তান এই সমস্যাকে গুরুত্ব না দিয়ে তাদের মাটিতে জন্ম নেওয়া দুষ্কৃতীদের জন্য অন্যদের দোষারোপ করছে। ভারত এই ধরনের যে কোনও অভিযোগ খ ারিজ করছে। এগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।’

‘ভারতের স্বার্থেই মার্কিন তেল কিনব’, ঘোষণা বাণিজ্যমন্ত্রীর

ভারতের জাতীয় স্বার্থ যেখানে সুরক্ষিত, সেখান থেকেই তেল কেনা হবে- রুশ তেল প্রসঙ্গে দীর্ঘদিন এমনটাই শোনা গিয়েছে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর থেকে শুরু করে একাধিক শীর্ষ নেতৃত্বের মুখে। রাশিয়া থেকে অশোধিত তেল কেনা নিয়ে গোটা পশ্চিমি দুনিয়া যখন ভারতকে কাঠগড়ায় তুলেছে, তখ নও এই নীতিতে অনড় থেকেছে নয়াদিল্লি। কিন্তু সম্প্রতি আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি চূড়ান্ত হতেই অবস্থান বেশ কিছুটা বদল করে বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বললেন, ভারতের স্বার্থ সুরক্ষিত করতেই আমেরিকা থেকে তেল কেনা হবে। একটি সাক্ষাৎকারে বাণিজ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হয়, ডোনাল্ড ট্রাম্পের শর্তমাফিক ভারত কি রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দেবে? নাকি রাশিয়া থেকে তেল কিনলে আবার ভারতের উপর শুল্ক চাপাবেন ট্রাম্প? প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে গোয়েল জানান, বিষয়টি নিয়ে আপাতত বিদেশমন্ত্রক কাজ করছে। তবে গোয়েলের মতে, তঅশোধিত তেল হোক বা এলএনজি, এলপিজি- আমেরিকা থেকে এসব কেনাটা আসলে ভারতের স্বার্থেই। কারণ আমরা তেল কেনার জন্য আরও অনেক বিকল্পের সন্ধান করতে চাইছি। তবে কেনাটা নির্ভর করে ভারতীয় সংস্থাগুলির উপরেই। উল্লেখ্য, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তির ঘোষণা করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা বন্ধ করতে রাজি হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রশ্ন উঠছিল, রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব ভাঙার শর্তেই কি আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি? সেই তত্ত্বই খানিকটা মেনে নিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী, মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। পশ্চিমি দুনিয়ার চাপেও রুশ তেল কেনা চালিয়ে গিয়েছে ভারত। কিন্তু ট্রাম্পের চাপে কি কিছুটা টলে গেল নয়াদিল্লি? উঠছে প্রশ্ন। এহেন পরিস্থিতিতে আবার প্রকাশ্যে এসেছে একটি রিপোর্ট। সেখানে দাবি করা হয়েছে, আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য সমঝোতা চূড়ান্ত হতেই ‘বন্ধু’ রাশিয়ার থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা কমানোর চিন্তাভাবনা করছে ভারত। তবে তেল কেনা কমালেও এখনই পুরোপুরি বন্ধ করা হবে না বলেও দাবি করেছে ওই সূত্র। কারণ, ভারতের কিছু তেল শোধনাগারের কাছে রুশ তেলের বিকল্প নেই। বাণিজ্যমন্ত্রী তো স্পষ্ট বলেই দিয়েছেন, তেলের বিকল্প বিক্রেতার খোঁজ চলছে। সেই বিকল্প পেয়ে গেলেই ভারতের রুশ তেল আমদানি একেবারে বন্ধ?

তোষাখানা মামলায় সস্ত্রীক ১৭ বছরের সাজা, আরও অস্বস্তিতে ইমরান খান

তোষাখানা মামলায় পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবিকে ১৭ বছরের কারাদণ্ড দিল এক পাক আদালত। ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে জেলবন্দি ইমরান। তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে একাধিক মামলা। এদিক সম্প্রতি ইমরানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) দাবি করেছে, জেলে ভয়ংকর স্বাস্থ্য সংকটে তিনি। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ঠিকমতো চিকিৎসা হচ্ছে না তাঁর। এমনটা চলতে থাকলে চিরতরে অন্ধ হয়ে যেতে পারেন তিনি। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের থেকে পাওয়া উপহারসামগ্রী সরকারি ভান্ডার বা তোষাখ ানায় জমা না করে বিপুল অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছেন ইমরান বলে অভিযোগ। পাকিস্তানের আইন অনুযায়ী, বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানরা যে সমস্ত উপহার দেন, সেগুলি পাক তোষাখানায় জমা হয়। এর আগেও তোষাখানার সামগ্রী বিক্রির অভিযোগে বিদ্ধ হয়েছেন ইমরান। তাঁর বিরুদ্ধে এ নিয়ে একাধিকবার সরব হয়েছেন রাজনৈতিক বিরোধীরাও। এবার সেই মামলায় তিনি ও তাঁর স্ত্রীকে শোনানো হল ১৭ বছর কারাদণ্ডের সাজা।

‘কেন খেলবে না সেটাই বুঝতে পারছি না’, পাকিস্তানের ‘অদ্ভুত’ সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ খুললেন সৌরভ

এবার পাকিস্তানের তুলোধোনায় প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কটের হুমকি দিয়ে যেভাবে নাটক করে চলেছে পাকিস্তান, তাতে তিতিবিরক্ত মহারাজ। তাছাড়াও টি-টোয়েন্টিতে একই রকম আক্রমণাত্মক খেলার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, এমন আগ্রাসী ঘরানার ক্রিকেটই খেলা উচিত ভারতের। স্রেফ দেখো আর মারো। ছিন্নভিন্ন করে দাও প্রতিপক্ষকে। গম্ভীর জমানায় এটাই ভারতীয় টি-২০ দলের দর্শন। কিন্তু সেই একরোখা ব্যাটিং যে যে কোনও দিন দলকে বিপদে ফেলে দিতে পারে তার জলজ্যান্ত উদাহরণ বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ। আমেরিকার বিরুদ্ধে অভিযান শুরুতেই মহাবিপর্যয়ের মুখে ভারতীয় ব্যাটিং বিভাগ। অভিষেক শর্মা, ঈশান কিষান, তিলক বর্মা, রিঙ্কু সিং, হার্দিক পাণ্ডিয়া। ব্যাটিং অর্ডারের তাবড় তাবড় বড় নাম ব্যর্থ। তবে এটা নিয়ে খুব বিশেষ চিন্তত নন ‘দাদা’। তাঁর মতে, প্রতিযোগিতা যত গড়াবে, তত টিম ইন্ডিয়ার ধার বাড়বে। সৌরভ বলছেন, ত্খুবই শক্তিশালী দল ভারত। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং সমস্ত বিভাগেই অসাধারণ ভারসাম্য রয়েছে। বিশ্বকাপ যত এগোবে, দল আরও ভালো খেলবে। ছন্দ ফিরে আসবে। ভারতই ট্রফি জেতার দাবিদার। এই দলকে হারানো কঠিন।দ বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে দেখা গিয়েছে চালিয়ে খেলতে গিয়ে উইকেট দিয়ে আসছেন ব্যাটাররা। একটা সময় ৪৬ রানে ৪ উইকেট খ ুইয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। সেখান থেকে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের দুর্ধষ ব্যাটিংয়ে কোনওক্রমে টিম ইন্ডিয়ার মানরক্ষা হয়। মহারাজের কথায়, ত্টি-টোয়েন্টি তো এরকমই। আগ্রাসী হতেই হবে। ওরা প্রত্যেকে অসাধারণ ক্রিকেটার। অনেক দিন ধরেই এমন খেলছে। কিন্তু ওরা তো মানুষ। তাই এক-আধদিন ব্যর্থতা আসতেই পারে।দ পাকিস্তান প্রসঙ্গে সৌরভ বলেন, তওদের না খেলার তো কোনও কারণ নেই। কেন খেলবে না, সেটাই বুঝতে পারছি না। বিশ্বকাপে ওরা ভারতের বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কায় খেলবে। তাহলে সমস্যাটা কোথায়? এটা বিশ্বকাপ। তাই প্রতিটা পয়েন্ট গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে পাকিস্তান না খেললেই আমি সবথেকে অবাক হয়ে যাব।দ উল্লেখ্য, একদিন আগেই ভবিষ্যতে যাতে এমন পরিস্থিতি না হয়, সেই ব্যাপারে আইসিসিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকর। তাছাড়াও দুই দেশের মধ্যে খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের ভারসাম্যহীনতাকে তুলে ধরেছেন। সাফ জানান, ভারতই সব সময় সাহায্যের হাত বাড়ায়। এবার সুর চড়ালেন সৌরভও।

তুলোধোনায় প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কটের হুমকি দিয়ে যেভাবে নাটক করে চলেছে পাকিস্তান, তাতে তিতিবিরক্ত মহারাজ। তাছাড়াও টি-টোয়েন্টিতে একই রকম আক্রমণাত্মক খেলার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, এমন আগ্রাসী ঘরানার ক্রিকেটই খেলা উচিত ভারতের। স্রেফ দেখো আর মারো। ছিন্নভিন্ন করে দাও প্রতিপক্ষকে। গম্ভীর জমানায় এটাই ভারতীয় টি-২০ দলের দর্শন।

নজর কাড়ল ইরানি ছবি ‘মাডি ফুট’

পেল ৪র্থ আন্তর্জাতিক ক্রীড়া চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা কল্পকাহিনির পুরস্কার

নন্দন, কলকাতায় সফলভাবে সমাপ্ত হল ৪র্থ আন্তর্জাতিক ক্রীড়া চলচ্চিত্র উৎসব অফ ইন্ডিয়া । বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের অসাধারণ ক্রীড়াভিত্তিক চলচ্চিত্র উদযাপনের পাশাপাশি সাহস, সংঘাত, সংস্কৃতি ও মানবিক দৃঢ়তা তুলে ধরার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের শক্তিকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেছে এই উৎসব। ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ ইন্ডিয়া ও সোশাল স্পোর্টস ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত পাঁচদিনব্যাপী এই উৎসব আবারও কলকাতাকে ক্রীড়াকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক গল্প বলার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক মঞ্চ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। চলতি বছরের সেরা কল্পকাহিনি চলচ্চিত্রের পুরস্কার লাভ করেছে ইরানের ছবি ‘মাডি ফুট’ (২০২৫), পরিচালনায় মহম্মদ-এব্রাহিম আজিজি। ফুটবলকে পটভূমি করে নির্মিত এই ছবিটি তার গভীর নৈতিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ডকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। জুরিদের বক্তব্য অনুযায়ী, ত্নৈতিক সংঘাতের ক্ষেত্র হিসেবে ফুটবলকে শক্তিশালীভাবে উপস্থাপন করে ব্যক্তিগত ক্ষতিকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক তীক্ষ্ণ সমালোচনায় রূপান্তর করার জন্য ছবিটিকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। সেরা নন-ফিকশন চলচ্চিত্রের পুরস্কার পেয়েছে অস্ট্রেলিয়ার তথ্যচিত্র ‘ডোন্ট লুক অ্যাওয়ে’ (২০২৫), পরিচালনায় অ্যাশলি ম্যালকম মরিসন। একজন ক্রীড়াবিদের নীরব প্রতিবাদের অসাধারণ কাহিনি তুলে ধরা এই ছবিটি প্রশংসিত হয়েছে ইতিহাসে ক্রীড়া ও সাহসের মিলনকে আবেগঘনভাবে তুলে ধরার জন্য। আবেগী গভীরতা ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণে ছবিটি বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। ক্রীড়া বিষয়ক সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বুলগেরিয়ার তথ্যচিত্র ‘প্যারালাল ওয়ার্ল্ড’ (২০২৪)-কে, পরিচালনায় আলেকজান্ডার ভালচেভ। জুরি ছবিটিকে সাধুবাদ জানানো হয় একটি গোপন ক্রীড়া জগতের উন্মোচনের জন্য। যেখানে মূলধারার স্বীকৃতির অনেক বাইরে আবেগ, ঝুঁকি ও সহনশীলতা বিরাজ করে। ২১ মিনিটের এই তথ্যচিত্রটি মানুষের সক্ষমতার চূড়ান্ত সীমায় পরিচালিত চরম ক্রীড়ার এক নিবিড় ও গভীর চিত্র তুলে ধরেছে। ভারতীয় তথ্যচিত্র ‘ফোক গেমস অফ বেঙ্গল’ (২০২৪), পরিচালনায় ধনঞ্জয় মণ্ডল, পেয়েছে বিশেষ জুরি সম্মাননা। বাংলা ভাষায় নির্মিত এই ছবিটি বিলুপ্তপ্রায় খেলাধুলার ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। তাছাড়াও ক্রীড়া ও সমাজের সাংস্কৃতিক শিকড় সংরক্ষণের জন্যও এই ছবি স্বীকৃতি পেয়েছে। ছবিটিতে বাংলার গ্রামীণ অঞ্চলের প্রায় বিলুপ্ত দেশজ খে লাগুলি তুলে ধরা হয়েছে। উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে আয়োজিত হয় এক বিশেষ টক শো। যেখানে বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব শ্রী প্রবীর মিত্র, শ্রী গোপীনাথ ঘোষ, শ্রী চিত্ত বিশ্বাস (চিরঞ্জীব) ও শ্রী সাধন দত্ত ভারতের সমৃদ্ধ ক্রীড়া ঐতিহ্য নিয়ে নিজেদের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন। বিশেষভাবে আলোচিত হয় ১৯৭৫ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক বিশ্ব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ, যার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপিত হয় এ বছর। এই উপলক্ষে ক্রোয়েশিয়া সরকার বিশ্ব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ন আন্তন তোভা শিপানচিচ-এর জীবন ও কৃতিত্ব এবং ১৯৭৫ সালে কলকাতার সঙ্গে তাঁর ঐতিহাসিক সংযোগ তুলে ধরে একটি বিশেষ অনুপ্রেরণামূলক চলচ্চিত্র পাঠায়। এই প্রথমবার কোনও ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রোয়েশিয়া সরকারের পাঠানো কোনও ছবি প্রদর্শিত হল, যা উৎসবের আন্তর্জাতিক মাত্রাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। এবছর জ্জ(চ্ছ্ব চজ্জ-তে ১৭টি দেশের ৩৬টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। অংশগ্রহণকারী দেশগুলির মধ্যে রয়েছে আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, বুলগেরিয়া, কানাডা, চিন, ইরান, মেক্সিকো, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত। কল্পকাহিনি, তথ্যচিত্র ও ক্রীড়া , এই তিনটি বিভাগে বৈচিত্র্যময় গল্প দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়াও ছিল মীরা নায়ারের ‘কুইন অফ কাটওয়ে’, রিমা কাগতির ‘গোল্ড’, ইরা দেওকুলের ‘অ্যাথলিটস আর ম্যাড’, সৈয়দ আব্বাস হোসেইনির ‘চেখভ’স গান’, অ্যাডাম লাপালো’র ‘আনটাচেবল’, রোসৌরা আরান্ডার ‘আনটিল ডেথ’, দিমিত্রি ভিংগুরস্কির ‘বিলিভ ইন আ ড্রিম’ এবং অর্ণব রিঙ্গো বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মেসি’।

টি-২০ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে হার নেপালের

ম্যাচ জিতল ইংল্যান্ড। মন জিতল নেপাল। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে যে খেলাটা খেলল ‘হিমালয়ের দেশ’, তাতে তাবড় সমালোচকরাও সাধুবাদ জানাতে বাধ্য। মাত্র ১২ বছর আগে (২০১৪) আইসিসি’র কাছ থেকে টি-টোয়েন্টিতে আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করা নেপাল ক্রিকেটের জন্মদাতা ইংল্যান্ডকে একেবারে মাটি ধরিয়ে ছাড়ল। ১৮৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে দীপেন্দ্র সিং, রোহিত পৌডেল, লোকেশ বামরা দুরন্ত লড়াই করে নেপালকে পৌঁছে দিলেন ১৮০ রানে। মহাশক্তিধর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে তারা হারল মাত্র ৪ রানে। আক্ষরিক অর্থে নেপাল বুঝিয়ে দিয়ে গেল, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কোনও দলই ‘ছোট’ নয়। রবিবার দর্শক ঠাসা ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ‘খতরনক’ ফিল সল্টের (১) উইকেট খোয়ায় ইংল্যান্ড। তাঁকে ফেরান শের মাল্লা। এরপর অবশ্য জস বাটলার এবং জ্যাকব বেথেল দলকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের জুটি ভাঙেন নন্দন যাদব। ব্যক্তিগত ২৬ রানে সাজঘরের রাস্তা দেখেন বাটলার। সন্দীপ লাছিমানে ফেরালেন টম ব্যান্টনকে (২)। ৪৩/১ থেকে ইংরেজদের স্কোর তড়িৎ গতিতে হয়ে যায় ৫৭/৩। এরপর হ্যারি ব্রুক অধিনায়কোচিত ৫৫ রানের ইনিংস খেলেন। বেথেল করেন ৫৫। শেষের দিকে উইল জ্যাকসের ১৮ বলে ৩৯ রানের বিধ্বংসী ইনিংস ইংল্যান্ডকে পৌঁছে দেয় ৭ উইকেটে ১৮৪ রানে। নেপালের হয়ে দীপেন্দ্র সিং ২, নন্দন যাদব ২, লাছিমানে ১ এবং শের মাল্লা পান ১টি করে উইকেট। ১৮৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে দমে যায়নি ‘তিতৌলি’রা। শুরু থেকেই ঝড় তোলেন কুশল ভুর্টেল। ওভার পিছু ১০-এর উপর রান তুলছিলেন। যদিও আরেক ওপেনার আসিফ শেখ ছিলেন অনেকটাই নিষ্প্রভ। লিয়াম ডসনের বলে ৯ বলে ৭ রান করে সাজঘরে ফেরেন। খানিক পর উইল জ্যাকসের শিকার হন কুশলও। ২৯ বছরের এই ক্রিকেটারের সংগ্রহ ১৭ বলে ২৯ রান। এরপরেই নেপালকে স্বপ্ন দেখাতে শুরু করলেন অধিনায়ক রোহিত পৌডেল এবং দীপেন্দ্র সিং আইরি। নামজাদা ইংরেজ বোলাররাও তাঁদের সামনে কল্কে পেলেন না। তাঁরা সবচেয়ে বেশি নির্দয় হলেন আদিল রশিদের উপর। বোঝার উপায় ছিল না ১৩৮টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে ৩৭ বছরের স্পিনারের। রোহিত-দীপেন্দ্রর ৮২ রানের জুটি ভাঙেন স্যাম কুরান। ২৯ বলে ৪৪ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে সাজঘরে ফেরেন দীপেন্দ্র। পরের ওভারেই রোহিতকে (৩৯) ফেরান ডসন। তারপরেও লড়াই থেকে সরে যায়নি নেপাল। শেষের দিকে লোকেশ বামের ধারাল ব্যাটের ত্র্যহস্পর্শে পুড়ে ছারখার হওয়ার জোগান হয়েছিল ইংল্যান্ডের। তিনি করলেন ২০ বলে ৩৯ রানের অনবদ্য ইনিংস খেললেন। তবে সঙ্গহীনতায় ভুগলেন। মনে করিয়ে দেওয়া যাক, এই নেপালই টেস্ট খে লুড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে গত বছর টি-টোয়েন্টি সিরিজ ২-০ ব্যবধানে জিতেছিল। সেটাই নেপাল ক্রিকেটের অন্যতম সেরা সাফল্য। তাই ভারতের প্রতিবেশী দেশটিকে হালকাভাবে নেওয়ার অর্থ নিজের পায়ে কুড়ুল মারা। ইংল্যান্ডকে হারাতেই পারত নেপাল। শেষ ওভারে দরকার ছিল ১০ রান। কিন্তু কুরানের দুর্ধষ স্পেলের সামনে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করল নেপাল।

চাপের মুখে দুরন্ত ডবল সেঞ্চুরি সুদীপের

একটা সময় দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল বাংলার। একটা সময় মনে হচ্ছিল, বড় লিড না পেয়ে যায় অন্ধ্র! তবে সেসব আশঙ্কা দূর করে সুদীপ ঘরামির লড়াকু ডবল সেঞ্চুরিতে ভর করে সেমির স্বপ্নে বিভোর বঙ্গ ব্রিগেড। তৃতীয় দিনের শেষে ইতিমধ্যেই ১২৩ রানে লিড নিয়েছে অভিমন্যু ঈশ্বরণের দল। ২৬ বছরের এই ক্রিকেটার দ্বিতীয় দিন নট আউট ছিলেন ১১২ রানে। ২২ রানে তাঁর সঙ্গে অপরাজিত ছিলেন সুমন্ত গুপ্ত। তখনও ৯৬ রানে পিছিয়ে বাংলা। সুদীপ-সুমন্তর জুটির দিকে তাকিয়ে গোটা দল। তাঁরা মর্যাদা রাখ লেন। প্রথম ইনিংসে অন্ধ্রপ্রদেশের ২৯৫ রানের জবাবে একটা সময় ১৫৩ রানে ৫ উইকেট খুইয়ে ধুঁকছিল বাংলা। সেখান থেকে তাঁদের জুটিতে উঠল ১৬৫ রান। তাঁদের সৌজন্যেই অন্ধ্রের রান পিছনে ফেলে বাংলা। ৮১ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে যখ ন সাজঘরে ফিরছেন সুমন্ত, বাংলার স্কোর বোর্ডে তখন ৩১৮। কিন্তু কে জানত, পিকচার আভি বাকি হ্যায়! আটে নেমে জমে গেলেন উইকেটরক্ষক শাকির গান্ধী (৪৫*)। টলানো গেল না সুদীপের মজবুত ডিফেন্সকেও। দিনের শেষে ডবল সেঞ্চুরি করলেন সুদীপ কুমার ঘরামি। তিনি অপরাজিত ৪৫১ বলে ২১৬ রানে। যতবার দল বিপাকে পড়েছে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন সুদীপ। চলতি মরশুমের রনজিতেও কথা বলেছে তাঁর ব্যাট। কোয়ার্টার ফাইনালেও এর ব্যতিক্রম হল না। যদিও সমর্থকদের মনে বাংলা দলকে নিয়ে একটা আশঙ্কা আছেই। নকআউটে গিয়ে প্রত্যাশার কাছে বারবার পর্যুদস্ত হয় তারা। দু’টো মরশুম আগেও আশা জাগিয়ে সৌরাষ্ট্রর কাছে হেরে গিয়েছিল বাংলা। সেই স্মৃতি এখনও দগদগে। কিন্তু ন্যাড়া বারবার যে বেলতলা যেতে পারে না, সে কথাই ছেলেদের ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। রনজিতে এখনও পর্যন্ত বাংলার যা পারফরম্যান্স, তাতে এই দলকে নিয়ে স্বপ্ন দেখাই যায়। তৃতীয় দিনের শেষে ১২৩ রানে এগিয়ে বঙ্গ ব্রিগেড। বড় কোনও অঘটন না হলে ম্যাচ প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে ৩ পয়েন্ট নিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছানো এখ ন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। তবে এখ ান থেকে জিততেও পারে বাংলা। কারণ দলে রয়েছে মহম্মদ শামি, আকাশ দীপ, মুকেশ কুমার, শাহবাজ আহমেদের মতো আন্তর্জাতিক মানের বোলাররা।

আইসিসির কাছে ফেল নকভির যুক্তি!

বয়কট ভুলে ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে পারে পাকিস্তান

চাপের মুখে অবশেষে ভাঙছে পাকিস্তানের জেদ! বয়কট ভুলে টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে খেলবেন সলমন আলি আঘারা, সেই সম্ভাবনা বেশ ভালোরকম রয়েছে বলেই মনে করছে ক্রিকেটমহল। বয়কট করলে আর্থিক ক্ষতি, ক্রিকেটদুনিয়ায় একঘরে হয়ে যাওয়ার মতো নানা সমস্যা ঝুলছে পাকিস্তান ক্রিকেটের সামনে। আইসিসি সূত্রে খবর, ভারত ম্যাচ বয়কটের জন্য পাকিস্তান যা যুক্তি দেখিয়েছে, সেটা একেবারেই ধোপে টেকার মতো নয়। তাই প্রবল চাপের মধ্যে পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত একেবারে ব্যাকফুটে গিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে বলেই অনুমান করা যাচ্ছে। আগামী রবিবার শ্রীলঙ্কার মাটিতে ভারত-পাক মহারণ। সেই ম্যাচ বয়কটের ডাক দিয়েছিল পাকিস্তান। ‘ফোর্স ম্যাজুর’ অর্থাৎ আচমকা উদ্ভূত প্রতিকূল পরিস্থিতির যুক্তি দেখিয়ে ম্যাচ বয়কটের দাবি জানায় তারা। পাকিস্তান সরকার অনুমতি দেয়নি বলে ভারতের বিরুদ্ধে খেলা যাবে না, এটাও পাক বোর্ডের অবস্থান ছিল। কিন্তু আইসিসি এই যুক্তি একেবারে খারিজ করে দেবে বলেই সূত্রের খবর। কারণ একটিমাত্র ম্যাচ খেলতে গিয়ে নিরাপত্তা সংকট হবে, সেটা খুবই দুর্বল যুক্তি। গোটা টুর্নামেন্ট শ্রীলঙ্কার মাটিতে খেলতে সমস্যা নেই, তাহলে একটা ম্যাচ নিয়ে অসুবিধা কেন? পাকিস্তানের পালটা যুক্তি সাজিয়েছে আইসিসি। শেষ পর্যন্ত ভারত-পাক ম্যাচের ভাগ্য কোনদিকে মোড় নেবে, সেই সিদ্ধান্ত সম্ভবত জানা যাবে রবিবারই। এদিন পাক সময় বিকেল সাড়ে ৬টায় লাহোরে পিসিবির দপ্তরে পঞ্চমুখী বৈঠক হবে এই ইস্যুতে। ইতিমধ্যেই আইসিসির প্রতিনিধি হিসাবে লাহোরে পৌঁছে গিয়েছেন ইমরান খোয়াজা এবং মোবাশির উসমানি। রয়েছেন পাক বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভি। তাঁর পাশে থাকার জন্য লাহোরে পৌঁছে গিয়েছেন বাংলাদেশ বোর্ডের প্রেসিডেন্ট আমিনুল ইসলাম বুলবুল। তিনিও থাকবেন বৈঠকে। আইসিসির সিইও সংযোগ গুপ্তাও ভিডিও কনফারেন্সে থাকবেন বৈঠকে। চেষ্টা করা হবে, ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামার জন্য পাকিস্তানকে রাজি হতে। ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, নিজের পাতা জালেই পা জড়িয়েছে পাকিস্তানের। ফোর্স ম্যাজুরের যুক্তি বাংলাদেশের জন্য খাটে, পাকিস্তানের জন্য নয়, এমনটাই বলছে আইসিসি। তাই একটামাত্র ম্যাচ বয়কট কোনওমতেই আইনি পথে সম্ভব নয় পাকিস্তানের পক্ষে। তাই শেষ পর্যন্ত ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে পারে তারা। তবে এখানেও একটা চাল দিতে চাইছেন নকভিরা। রবিবারের বৈঠকে আমিনুলকে ডেকে পাক বোর্ড বার্তা দিতে চাইছে যে তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ‘ভাইজান’ বাংলাদেশকে রক্ষা করা। বিশ্বকাপ না খেলার দরুণ বাংলাদেশ সম্ভবত কোনও শাস্তি পাবে না। সেটা নিশ্চিত করতেই সলমন আলি আঘারা ভারতের বিরুদ্ধে খেলার কথা ভাববেন, এটাই সম্ভবত তুলে ধরতে চাইছে পাক বোর্ড। ভারত-পাক ম্যাচ হচ্ছেই, একথা এখ নই বলা যাচ্ছে না। তবে জট কাটছে বলে মত বিশ্লেষকদের।

ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দলে নিশ্চিত ১১ ফুটবলার

বাকি আর মাত্র চার মাস। তারপরেই বল গড়াবে ফিফা বিশ্বকাপের। এই মুহূর্তে নিজেদের দল গুছিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনার কাজে ব্যস্ত দলগুলো। ব্রাজিলও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রশ্ন হল, ২০২৬ বিশ্বকাপে কি খেলবেন নেইমার (ঞ্জত্রাদ্বখ)? ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে বড় ইঙ্গিত দিয়েছেন সেলেসাওদের কোচ কার্লো আনসেলত্তি। ইএসপিএন ব্রাজিলের রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে, মে মাসে ২৬ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করবেন ব্রাজিল কোচ। তার মধ্যে ১১ জনের জায়গা মোটামুটি নিশ্চিত। তাঁদের নিয়ে ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছেন আনসেলত্তি। তালিকায় রয়েছেন গোলকিপার অ্যালিসন বেকার; ডিফেন্ডার মারকিনিয়োস এবং গ্যাব্রিয়েল মাগালিয়াঁইস; মিডফিল্ডার ব্রুনো গিমারায়েস এবং কাসেমিরো; আক্রমণভাগের ফুটবলার ভিনিসিয়াস জুনিয়র, রাফিনিয়া, এস্তেভাও, রদ্রিগো, ম্যাথেউস কুনিয়া এবং গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেলি। এমন তালিকা দেখার পর প্রশ্ন উঠছে, ব্রাজিলের ‘হেক্সা’ জয়ের মিশনে তাহলে কি নেইমার নেই? ২০২৩ সাল থেকে পেশির চোটে ভুগছেন নেইমার। গত জানুয়ারিতে স্যান্টোসে যোগ দেওয়ার পরও চোট মুক্ত হতে পারেননি। ক্লাবের অবনমন বাঁচাতে চোট নিয়েই মাঠে নেমে পড়েছিলেন তিনি। ইতিমধ্যেই স্যান্টোসের হয়ে ১৫০টি ম্যাচ খেলার বিরল নজির তৈরি করেন নেইমার। তবে অস্ত্রোপচারের পর ফিট হয়ে ম্যাচে ফেরাটা বেশ কঠিন নেইমারের পক্ষে। অন্তত বিশ্বকাপের আগে সেটা অসম্ভব মনে হচ্ছে। ব্রাজিল কোচ সম্প্রতি বলেছিলেন, সম্পূর্ণ ফিট ফুটবলার ছাড়া তাঁর দলে জায়গা পাওয়া যাবে না। সেই কারণে নেইমারকে আদৌ বিশ্বকাপ দলে দেখা যাবে কি না, তা নিয়ে এখন থেকেই সংশয়। উল্লেখ্য, বহুদিন ধরেই ব্রাজিল দলের বাইরে নেইমার। ব্রাজিলের হয়ে শেষবার খেলেছেন ২০২৩ সালের অক্টোবরে। ১১ জনের তালিকা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেলেও বাকি ১৫ জনের জন্য লড়াই চলছে।

চাপের মুখে দুরন্ত ডবল সেঞ্চুরি সুদীপের, রনজিতে সেমির স্বপ্নে বিভোর বাংলা

একটা সময় দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল বাংলার। একটা সময় মনে হচ্ছিল, বড় লিড না পেয়ে যায় অন্ধ্র! তবে সেসব আশঙ্কা দূর করে সুদীপ ঘরামির লড়াকু ডবল সেঞ্চুরিতে ভর করে সেমির স্বপ্নে বিভোর বঙ্গ ব্রিগেড। তৃতীয় দিনের শেষে ইতিমধ্যেই ১২৩ রানে লিড নিয়েছে অভিমন্যু ঈশ্বরণের দল। ২৬ বছরের এই ক্রিকেটার দ্বিতীয় দিন নট আউট ছিলেন ১১২ রানে। ২২ রানে তাঁর সঙ্গে অপরাজিত ছিলেন সুমন্ত গুপ্ত।

তখনও ৯৬ রানে পিছিয়ে বাংলা। সুদীপ-সুমন্তর জুটির দিকে তাকিয়ে গোটা দল। তাঁরা মর্যাদা রাখলেন। প্রথম ইনিংসে অন্ধ্রপ্রদেশের ২৯৫ রানের জবাবে একটা সময় ১৫৩ রানে ৫ উইকেট খুইয়ে ধুঁকছিল বাংলা। সেখান থেকে তাঁদের জুটিতে উঠল ১৬৫ রান। তাঁদের সৌজন্যেই অন্ধ্রের রান পিছনে ফেলে বাংলা। ৮১ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে যখন সাজঘরে ফিরছেন সুমন্ত, বাংলার স্কোর বোর্ডে তখন ৩১৮। কিন্তু কে জানত, পিকচার আভি বাকি হ্যায়! আটে নেমে জমে গেলেন উইকেটরক্ষক শাকির গান্ধী (৪৫*)। টলানো গেল না সুদীপের মজবুত ডিফেন্সকেও। দিনের শেষে ডবল সেঞ্চুরি করলেন সুদীপ কুমার ঘরামি। তিনি অপরাজিত ৪৫১ বলে ২১৬ রানে।

যতবার দল বিপাকে পড়েছে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন সুদীপ। চলতি মরশুমের রনজিতেও কথা বলেছে তাঁর ব্যাট। কোয়ার্টার ফাইনালেও এর ব্যতিক্রম হল না। যদিও সমর্থকদের মনে বাংলা দলকে নিয়ে একটা আশঙ্কা আছেই। নকআউটে গিয়ে প্রত্যাশার কাছে বারবার পর্যুদস্ত হয় তারা। দু’টো মরশুম আগেও আশা জাগিয়ে সৌরাষ্ট্রর কাছে হেরে গিয়েছিল বাংলা। সেই স্মৃতি এখনও দগদগে।

কিন্তু ন্যাড়া বারবার যে বেলতলা যেতে পারে না, সে কথাই ছেলেদের ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। রনজিতে এখনও পর্যন্ত বাংলার যা পারফরম্যান্স, তাতে এই দলকে নিয়ে স্বপ্ন দেখাই যায়। তৃতীয় দিনের শেষে ১২৩ রানে এগিয়ে বঙ্গ ব্রিগেড।

বড় কোনও অঘটন না হলে ম্যাচ প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে ৩ পয়েন্ট নিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছানো এখন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। তবে এখ ান থেকে জিততেও পারে বাংলা। কারণ দলে রয়েছে মহম্মদ শামি, আকাশ দীপ, মুকেশ কুমার, শাহবাজ আহমেদের মতো আন্তর্জাতিক মানের বোলাররা।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/9/2026 8:34 AM Page 17

শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

উন্নয়নের দীর্ঘ মহাকাব্য

টিনা প্রামানিক ।। নয়া জামানা ।। মালদা

পান্ডব সিংহ
প্রধান
শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

ভোরের আলো ফোটার আগেই কুয়াশা সরিয়ে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে মালদার হবিবপুর ব্লকের শ্রীরামপুর। দূরে সবুজ ধানের ক্ষেতে শিশির জমে আছে মুক্তোর মতো। পাখির ডাক ভেসে আসে। মাটির গন্ধে ভরা বাতাসে কাঁচা-পাকা রাস্তা ধরে হাঁটছেন কয়েকজন কৃষক। কারও কাঁধে লাঙল, কারও হাতে সারভর্তি বস্তা। গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের সামনে ইতিমধ্যেই জড়ো হয়েছে কয়েকজন পড়ুয়া।

কেউ সাইকেলে, কেউ পায়ে হেঁটে। একটু দূরে সাব-মার্সিবল পাম্পের কল থেকে জল তুলছেন এক গৃহবধূ। আর রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা নতুন সোলার লাইটের খুঁটি যেন নিঃশব্দে জানিয়ে দিচ্ছে-এই গ্রাম বদলেছে।প্রথম দেখায় এই দৃশ্য খুব সাধারণ। কিন্তু একটু সময় কাটালেই বোঝা যায়,এখানে লুকিয়ে আছে অন্য এক গল্প। পরিবর্তনের গল্প। আত্মবিশ্বাসের গল্প। উন্নয়নের গল্প।মালদা জেলার হবিবপুর ব্লকের শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত আজ আর নিছক একটি গ্রাম নয়। এটি হয়ে উঠেছে এক জীবন্ত উদাহরণ-কীভাবে পরিকল্পিত উদ্যোগ, সরকারি প্রকল্পের সঠিক প্রয়োগ এবং মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ মিলিয়ে একটি গ্রাম নিজের ভাগ্য বদলে ফেলতে পারে।

এখানে উন্নয়ন মানে শুধু পাকা রাস্তা নয়। উন্নয়ন মানে মেয়ের হাতে বই, বৃদ্ধের হাতে ভাতা, কৃষকের মুখে হাসি, অসুস্থ মানুষের হাতে স্বাস্থ্য কার্ড। উন্নয়ন মানে নিরাপত্তা, মর্যাদা, সম্মান।শ্রীরামপুর সেই মানবিক উন্নয়নেরই এক বিস্তৃত ক্যানভাস।

গ্রাম, মানুষ ও গণতন্ত্রের ভিত

প্রায় ২৪ হাজার মানুষের বাস এই পঞ্চায়েতে। ভোটার সংখ্যা ১১ হাজার ৩৭২। ১১টি বুথ, ১৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি। সংখ্যাগুলো শুনতে হয়তো সাধারণ। কিন্তু এই সংখ্যার ভেতরেই লুকিয়ে আছে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক কাঠামো।এই পঞ্চায়েত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন প্রধান পাণ্ডব সিংহ ও উপ-প্রধান সনমুনি হাঁসদা। তাঁদের কাজের ধরন নিয়ে গ্রামের মানুষদের মধ্যে একটা আলাদা আস্থা তৈরি হয়েছে। নিয়মিত গ্রামসভা হয়। অভিযোগ শোনা হয়। কাজের হিসাব দেওয়া হয়।ফলে মানুষ বুঝতে পারে-পঞ্চায়েত মানে দূরের অফিস নয়, নিজেদের ঘরের প্রতিষ্ঠান।এক প্রবীণ বাসিন্দা বলছিলেন,আগে অফিসে গেলে কেউ শুনত না। এখন গেলে বসে কথা শোনে। এটাই সবচেয়ে বড় পরিবর্তন।গণতন্ত্রের আসল শক্তি এখানেই-মানুষের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ।

সামাজিক সুরক্ষার হাত ধরে বদলে যাওয়া সংসার

শ্রীরামপুরের প্রকৃত বদলটা চোখে পড়ে মানুষের ঘরে ঢুকলে। কাঁচা উঠোনে বসে থাকা মহিলাদের সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যায় ।স্নেহা সিংহ, আগে সংসার চালাতে প্রায়ই সমস্যা হতো। এখন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা নিয়মিত পান ।সেই টাকায় দুটো ছাগল কিনেছেন। আজ সেই ছাগলই তাঁর অতিরিক্ত আয়ের উৎস।হেসে বললেন,এই টাকাটা না থাকলে কিছুই করতে পারতাম না। এখন নিজের হাতে টাকা থাকে। নিজের সম্মান আছে।শুধু স্নেহা নন, প্রায় ৪,৫৬০ জন মহিলা এই প্রকল্পের সুবিধাভোগী। তাঁদের কারও বাড়িতে সেলাই মেশিন এসেছে, কেউ মুড়ি ভাজা বিক্রি করছেন, কেউ স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যুক্ত হয়েছেন ।অর্থাৎ সরকারি ভাতা এখন আর কেবল অনুদান নয়-এটি হয়ে উঠেছে স্বনির্ভরতার বীজ ।স্বাস্থ্য সাথী কার্ডও এখানে আশীর্বাদের মতো। প্রায় ২,২০০ পরিবার এর আওতায়। একসময় অসুখ মানেই ছিল দুশ্চিন্তা। এখন হাসপাতালের বিল নিয়ে ভয় নেই।৭০ বছরের কৃষক হরিপদ মণ্ডল বললেন,অসুখ হয়েছিল এক টাকাও খরচ হয়নি। না হলে জমি বিক্রি করতে হতো ।বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, মানবিক ভাতা-এই প্রকল্পগুলো বৃদ্ধ ও অসহায় মানুষদের জীবনে এনে দিয়েছে নিরাপত্তার ছাতা। মাসের নির্দিষ্ট দিনে হাতে টাকা পাওয়া মানে আত্মসম্মান ফিরে পাওয়া।

মেয়েদের চোখে নতুন ভবিষ্যৎ

একসময় এই গ্রামে মাধ্যমিকের পর মেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যেত। অল্প বয়সেই বিয়ে। এটাই ছিল রেওয়াজ ।আজ সেই ছবিতে বদল এসেছে ।কন্যাশ্রী ও রূপশ্রী প্রকল্প মেয়েদের জীবনযাত্রার গতিপথই পাল্টে দিয়েছে।

১৫৫ জন কন্যাশ্রী ও ১২৫ জন রূপশ্রী সুবিধাভোগী। স্কুলে উপস্থিতি বেড়েছে। অল্প বয়সে বিয়ে কমেছে ।ক্লাস ইলেভেনের ছাত্রী মৌসুমী বলল,আমি কলেজে গিয়ে শিক্ষক হতে চাই। আগে হয়তো বিয়ে হয়ে যেত। এই স্বপ্নই আসল উন্নয়ন।

কৃষি ও পরিকাঠামোর নীরব বিপ্লব

শ্রীরামপুরের প্রাণ হলো কৃষি। মাঠের ফসলই এখানকার অর্থনীতির মূল ভরসা। কৃষক বন্ধু প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১,০০০ কৃষক সরাসরি সুবিধা পাচ্ছেন ।বীজ, সার, আর্থিক সহায়তা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিপূরণ-সব মিলিয়ে কৃষকদের ঝুঁকি কমেছে। উৎপাদন বেড়েছে। সুশান্ত সিংহ বললেন,এখন চাষ করতে ভয় লাগে না। জানি ক্ষতি হলে সরকার পাশে থাকবে ।এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরিকাঠামোর উন্নয়ন। প্রায় ১.৫ কিলোমিটার নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে। ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। ফলে বর্ষায় আর জল জমে থাকে না।

১৫টি সাব-মার্সিবল পাম্প গ্রামে পানীয় জলের সমস্যা অনেকটাই মিটিয়েছে। ১২টি সোলার লাইট রাতের অন্ধকার দূর করেছে।

এক বৃদ্ধা বললেন,আগে সন্ধ্যার পর বেরোতে ভয় লাগত। এখন রাস্তা আলোকিত।

স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা ও বাসস্থানের মর্যাদা

গ্রাম পরিষ্কার রাখার জন্য নেওয়া হয়েছে বিশেষ উদ্যোগ ।৬২টি শৌচালয় নির্মাণ হয়েছে ।৩টি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট বসানো হয়েছে ।ফলে আবর্জনা জমে থাকে না।

নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতিতে মশা-মাছি কমেছে। রোগও কমেছে ।অন্যদিকে 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ১১২টি পরিবার পাকা ঘর পেয়েছে। আরও ৮২১টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন ।কাঁচা চালা থেকে পাকা ছাদ-এই পরিবর্তনের আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না ।অঞ্জলি সাহা বললেন,বর্ষায় আর জল পড়ে না। বাচ্চারা নিশ্চিন্তে ঘুমোয়।

যুবসমাজ ও আগামীর স্বপ্ন

গ্রামের ভবিষ্যৎ যুবসমাজ। তাই তাদের জন্যও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ।আগামীদিনে পার্ক, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হবে-সব মিলিয়ে নতুন প্রজন্মকে সক্রিয় রাখারও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শ্রীরামপুর আজ প্রমাণ করেছে-উন্নয়ন মানে কেবল কংক্রিটের কাঠামো নয়। উন্নয়ন মানে মানুষের জীবনে স্বস্তি, নিরাপত্তা, মর্যাদা ।মাটির পথ থেকে পাকা রাস্তা, অন্ধকার থেকে আলো, অনিশ্চয়তা থেকে নিশ্চিন্ততা-এই যাত্রাই শ্রীরামপুরের গল্প।

এই গ্রাম যেন নিঃশব্দে বলে-
সুযোগ পেলে আমরাও পারি।

শ্রীরামপুর তাই এখন আর শুধু একটি পঞ্চায়েত নয়-এটি এক অনুপ্রেরণা,এক আশার আলো,এক বদলে যাওয়া বাংলার প্রতিচ্ছবি।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।